নগর সংস্করণ

প্রথম আলো

সোমবার
৪ নভেম্বর ২০২৪
১৯ কার্তিক ১৪৩১, ১ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬
২০ পৃষ্ঠার মূল কাগজ, ২০ পৃষ্ঠার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যাসহ
মোট ৪০ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৪ দিনের বিশেষ ক্রোড়পত্রের প্রথম আয়োজন 'আন্দোলনের মুখ' আজ

ইন্টারনেটে ভাইরালের যুগে সাংবাদিকতা
» মতামত ১৪

সঞ্চয়পত্র ও বন্ডে বিনিয়োগে নতুন সুবিধা
» বাণিজ্য ১৭

ভারতে কিউই ইতিহাস
» খেলা ১৯

www.prothomalo.com
বর্ষ ২৭, সংখ্যা ১

বিভাগভিত্তিক মোট ক্রসফায়ার
২০১৫-২০২১

রংপুর ৪৭
রাজশাহী ১১৬
ময়মনসিংহ ৫৮
সিলেট ৩৩
ঢাকা ২৯১
খুলনা ২৬০
বরিশাল ২৯
চট্টগ্রাম ৪৫৯

পুলিশের বিশেষ শাখার তথ্যে সালভিত্তিক হত্যা

১২৪ ২০১৫
১৬৩ ২০১৬
১৬৪ ২০১৭
৩৫৮ ২০১৮
৩০৭ ২০১৯
১৪৭ ২০২০
৩০ ২০২১

১৫ বছরে বিচার ছাড়াই ১৯২৬ জনকে হত্যা

আ. লীগের তিন মেয়াদ

বেসরকারি হিসাবে ১৫ বছরে 'ক্রসফায়ারে' নিহত ১৯২৬। আর পুলিশের নথিতে ৭ বছরে ১২৯৩ জনকে হত্যার হিসাব পাওয়া গেছে।

- জাতীয় নির্বাচনের আগে-পরে বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা বেশি।
- সবচেয়ে বেশি হত্যা কক্সবাজার, ঢাকা ও চট্টগ্রামে।
- সবচেয়ে কম গোপালগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, শেরপুর, ঝালকাঠি, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও পঞ্চগড়ে।

মাহমুদুল হাসান, *ঢাকা*

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার কাশিমাড়ী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অলিউল্লাহ মোল্লা ২০১৬ সালের ১০ জুলাই পুলিশের 'ক্রসফায়ারে' নিহত হন। তাঁর পরিবার বলছে, ওই দিন বিকেলে অলিউল্লাহকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়েছিল পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে ছিলেন আওয়ামী লীগের স্থানীয় কয়েকজন নেতা-কর্মী। পরদিন সকালে অলিউল্লাহর মৃত্যুর খবর পায় পরিবার।

পুলিশ তখন দাবি করেছিল, ঘটনার দিন রাত সাড়ে তিনটার দিকে মোটরসাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় টহলরত পুলিশ অলিউল্লাহকে থামার সংকেত দেয়। তিনি না থেমে উল্টো পুলিশের দিকে বোমা ও গুলি ছোড়েন। তখন পুলিশের পাল্টা গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়। পরে পুলিশের নথিতে এ ঘটনাকে 'বন্দুকযুদ্ধ' উল্লেখ করে অলিউল্লাহর পরিচয় লেখা হয় 'সন্ত্রাসী'।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরে এমন 'বন্দুকযুদ্ধ' বা 'ক্রসফায়ারের' নামে অন্তত ১ হাজার ৯২৬ জন বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে নিহত হওয়ার এই হিসাব বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক)। তারা এই পরিসংখ্যান তৈরি করেছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে।

এভাবে মানুষ মারার প্রতিটি ঘটনার পর সরকারের তরফ থেকে প্রায় একই রকম গল্প বলা হয়। এসব যে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, সেটা শেখ হাসিনা সরকার ও তাঁর প্রশাসন আগাগোড়াই অস্বীকার করে গেছে। তবে পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) ২০১৫ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সাত বছরের ক্রসফায়ারের তথ্য সংরক্ষণ করেছে। এ-সংক্রান্ত তথ্যাদি *প্রথম আলোর* হাতে এসেছে সম্প্রতি। এতে দেখা যায়, এই সাত বছরেই 'ক্রসফায়ার' বা 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন ১ হাজার ২৯৩ জন। দেশের এমন কোনো জেলা নেই যেখানে বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা ঘটেনি। এর মধ্যে অনেক রাজনৈতিক নেতা-কর্মীও রয়েছেন।

> **আমরা বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সংস্কারের এমন কিছু প্রস্তাব দিতে চাই, যাতে আগামীতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।**
>
> **সফর রাজ হোসেন**, পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রধান

> **র‍্যাব গঠনের পর শীর্ষ সন্ত্রাসী ও চরমপন্থীদের গুলি করে হত্যার মাধ্যমে ক্রসফায়ারের সংস্কৃতি শুরু হয়। তখন মানুষও বাহবা দিতে থাকে। একপর্যায়ে পুলিশও জনপ্রিয় হতে ক্রসফায়ার শুরু করে। এভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ট্রিগার হ্যাপি হয়ে যায়।**
>
> **বাহারুল আলম**, সাবেক প্রধান, এসবি

এসবির হিসাবে সাত বছরে ক্রসফায়ারে নিহতের যে সংখ্যা বলা হয়েছে, আসকের হিসাবে সেই সংখ্যা আরও ১২০ জন বেশি।

প্রতিটি ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে ক্রসফায়ারের সাজানো বর্ণনা উল্লেখ করে মামলা দেওয়া হয়, তাতে নিহত ব্যক্তির সহযোগী হিসেবে আরও অনেককে আসামি করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীর পরিবারগুলো মামলা করার সাহস পেত না। কেউ কেউ আদালতে মামলা করার চেষ্টা করতে গিয়ে হয়রানি ও হুমকি-ধমকির শিকার হয়েছেন।

আট বছর আগে বিএনপি নেতা অলিউল্লাহকে হত্যার পর তাঁর স্ত্রী সালিমাও এমন পরিস্থিতির মুখে পড়েছিলেন। তিনি গত ২৮ অক্টোবর *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমার স্বামীকে তুলে নিয়ে নির্যাতন ও গুলি করে মারা হয়। এ নিয়ে যেন কারও সঙ্গে কথা না বলি, মামলা না করি, সে জন্য আমাদের হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়। আমার স্বামীর ভাইদেরও গ্রেপ্তার করা হয়।' সালিমা সেই ঘটনায় গত ২৮ আগস্ট সাতক্ষীরার আদালতে মামলা করেছেন।

লক্ষ্যবস্তু যেভাবে পাল্টাতে থাকে

দেশে ক্রসফায়ারের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যার ইতিহাস অনেক পুরোনো। অনেকে বলে থাকেন, স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ক্রসফায়ারের শিকার হয়েছেন সিরাজ শিকদার। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারির ওই ঘটনার যে বর্ণনা তখনকার পুলিশ দিয়েছিল; পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সরকার আমলেও প্রায় একই ধরনের গল্প বলে গেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

দেশে ক্রসফায়ারের বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচনায় আসে ২০০৪ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার আমলে। ওই সময়ে রাজধানীতে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের তৎপরতা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে চরমপন্থী সন্ত্রাসীদের খুনোখুনি ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে ২০০৪ সালের মার্চে সরকার র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) গঠন করে। তখন ঢাকায় পিচ্চি হান্নানসহ কয়েকজন শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কথিত চরমপন্থী সন্ত্রাসীদের একের পর এক 'ক্রসফায়ারের' নামে হত্যার মধ্য দিয়ে আলোচনায় আসে র‍্যাব। একই সময়ে পুলিশও সমানতালে 'ক্রসফায়ার' দিয়েছিল। তাদেরও লক্ষবস্তু ছিল প্রায় একই।

তখন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে মানবাধিকার সংগঠনগুলো সোচ্চার হলেও সরকার তা আমলে নেয়নি। 'সন্ত্রাসীদের' হত্যা করা হচ্ছে—তখনকার সরকার সমর্থক মহল থেকে এমন একটা বয়ান তৈরি করা হয়। এর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে 'ক্রসফায়ার'কে যৌক্তিক হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস ছিল।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, ক্রসফায়ারের ক্ষেত্রে শুরুতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লক্ষ্যবস্তু ছিল আলোচিত অপরাধী বা দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীরা। পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত বিরোধ,

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ

জেগেছে বাংলাদেশ, জয়ী হবে বাংলাদেশ

মতিউর রহমান

আজকের সকালটা একটা নতুন সকাল, আজকের সূর্য আমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এক আলোকিত ভবিষ্যতের। গত বছর এই দিনে আমরা বলেছিলাম, 'পথ হারাবে না বাংলাদেশ'। বাংলাদেশ পথ হারায়নি। আমাদের আশা ছিল দেশের মানুষের ওপর, আমাদের চির-অপরাজেয় ছাত্র-তরুণ সমাজের ওপর। তারা জেগে উঠেছে। জেগে উঠেছে বাংলাদেশ। আবার নতুন স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ।

এক বছর আগের এই দিনে এ রকম মুক্ত পরিবেশের কথা আমরা ভাবতে পারিনি। যদিও *প্রথম আলো* সব সময় মুক্তির স্বপ্নের কথা বলেছে। আশার কথা বলেছে অবিরত।

কী অভাবনীয় এক বিদ্রোহ, ছাত্র-জনতার এক অভ্যুত্থান ঘটে গেল এই বাংলাদেশে। ছাত্ররা ডাক দিল, ১৯৬৯-এর শহীদ ড. শামসুজ্জোহার কথা স্মরণ করে রংপুরের আবু সাঈদ গেলেন প্রতিরোধের মিছিলে, তাঁদের মুখে স্লোগান, 'বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর'। মানুষের মুক্তি আনবার সংগ্রামে প্রাণ দিলেন সাহসী আবু সাঈদ।

স্কুলের কিশোর ছাত্র শাহারিয়ার খান আনাস চিঠি লিখল মায়ের কাছে, 'মা, আমি মিছিলে যাচ্ছি। আমি নিজেকে আর আটকিয়ে রাখতে পারলাম না।' তারপর সেই বালক গেল মিছিলে, গুলিতে প্রাণ দিল বীরের মতো। কত শিশু, কিশোর, তরুণ প্রাণ বিসর্জন দিল, কত নারী আত্মদান করলেন, কত মানুষ শহীদ হলেন—সে সবের কথা স্বজনদের অশ্রুজলে লেখা থাকবে আগামী ভবিষ্যতের ইতিহাসের পাতায় পাতায়। হাত-পা হারিয়ে চিরস্থায়ী প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়েছেন অসংখ্য মানুষ, গুলিবিদ্ধ চোখ নিয়ে পৃথিবী আঁধার হয়ে এসেছে কত মানুষের। এত বড় বিদ্রোহ-অভ্যুত্থান এর আগে আর কখনো দেখেনি স্বাধীন বাংলাদেশ। এত অশ্রু, এত রক্ত, এত প্রতিরোধ, এত সংগ্রাম এবং অবশেষে স্বৈরতন্ত্রের পতন।

এই মহান এক আশ্চর্য সময়ের সব ঘটনার সংবাদ, বিশ্লেষণ, ছবি আর ভিডিও ছাপা পত্রিকা, অনলাইন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ভিডিওতে তুলে ধরেছেন *প্রথম আলোর* সাংবাদিকেরা।

আজকের এই দিনে, *প্রথম আলোর* ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমরা জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। সালাম জানাই আহত সংগ্রামীদের, অভিবাদন জানাই কিশোর-তরুণ ছাত্রদের আর বাংলাদেশের কোটি সাহসী মানুষকে।

দুই.

পাঠক বন্ধুরা, *প্রথম আলোর* বিরুদ্ধে বিগত স্বৈরাচারী সরকারের বৈরিতা ছিল প্রকাশ্য, মামলা-হামলা-গ্রেপ্তার-হুমকি থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপন বন্ধ, পাঠককে গ্রাহক হতে নিষেধাজ্ঞাসহ এমন কোনো হীন পন্থা নেই, যা তারা *প্রথম আলোর* বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেনি। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে। জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে তখনকার প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, '*প্রথম আলো* আওয়ামী লীগের শত্রু, *প্রথম আলো* গণতন্ত্রের শত্রু, *প্রথম আলো* দেশের মানুষের শত্রু।' চাপ ছিল, চেষ্টা ছিল যেকোনোভাবে *প্রথম আলোকে* দখল করে নেওয়ার।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে *প্রথম আলোর* পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্ট, হকার ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই **আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা**

—সম্পাদক

কয়লার অভাবে বিদ্যুতের উৎপাদন অর্ধেকের নিচে

কয়লাচালিত ৭ বিদ্যুৎকেন্দ্র

বকেয়া বিল, ডলার-সংকট, দরপত্র জটিলতায় কয়লার সরবরাহ কম। দুটি বন্ধ, ৪টিতে উৎপাদন ব্যাহত।

মহিউদ্দিন, *ঢাকা*

কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা এখন ৭ হাজার মেগাওয়াটের বেশি। অথচ উৎপাদন হচ্ছে ৩ হাজার মেগাওয়াটের কম। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল, ডলারের সংকট ও দরপত্র জটিলতায় কয়লা সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে পারছে না বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো। এতে ৭টি কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্রের মধ্যে পুরোপুরি বন্ধ আছে দুটি। আর চারটিতে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

পরিবেশবাদীদের আপত্তি থাকলেও সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা বলেই কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের দিকে যায় গত আওয়ামী লীগ সরকার। সময়মতো এসব কেন্দ্র উৎপাদনে আসেনি। আবার উৎপাদনে আসার পর নিয়মিত বিল পরিশোধ করতে পারেনি বিদ্যুৎ বিভাগ। বকেয়া বিল জমতে থাকায় চাপে পড়েছে এসব কেন্দ্র। ধাপে ধাপে বিল পরিশোধ বাড়াচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) সূত্র বলছে, তাপমাত্রা একটু কম থাকায় এখন বিদ্যুৎ চাহিদা তুলনামূলক কম। রাতে সর্বোচ্চ চাহিদা হচ্ছে ১৩ হাজার মেগাওয়াট। কয়লা থেকে উৎপাদন কমে যাওয়ায় বাড়তি খরচে জ্বালানি তেলচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বাড়তি উৎপাদনের চেষ্টা করা হচ্ছে। এতেও চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে ঢাকার বাইরে অনেক জায়গায় লোডশেডিং করতে হচ্ছে। গতকাল রোববার ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৭০০ মেগাওয়াট লোডশেডিং করা হয়েছে।

নিজস্ব কয়লায় চালিত একমাত্র বিদ্যুৎকেন্দ্র বড়পুকুরিয়া কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রে তিনটি ইউনিট মিলে সক্ষমতা ৫২৫ মেগাওয়াট। এটি নিজস্ব খনির কয়লা দিয়ে চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র। কয়লার অভাবে দুটি ইউনিট অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকে। বর্তমানে একটি ইউনিট বন্ধ। আর বাকি দুটি ইউনিট থেকে উৎপাদন হচ্ছে ২২০ থেকে ২৩০ মেগাওয়াট। পুরো সক্ষমতায় উৎপাদন করতে দিনে পাঁচ হাজার টন কয়লা দরকার। যদিও চাহিদার অর্ধেক সরবরাহ করতে পারে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি। এর বাইরে বাকি ৬টি বিদ্যুৎকেন্দ্র

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

ডিসেম্বরের মধ্যে জেলায় জেলায় কমিটি করার চিন্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সারা দেশে নিজেদের সাংগঠনিক কাঠামো গোছানোর পরিকল্পনা নিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এর অংশ হিসেবে এরই মধ্যে জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন শুরু করেছে তারা। গত শনিবার কুষ্টিয়া ও গতকাল রোববার চুয়াডাঙ্গা জেলায় আহ্বায়ক কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে এই কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ১৫টি জেলায় তাদের কমিটি ঘোষণা করা হতে পারে।

তবে দেশের ৬৪টি জেলায় কমিটি গঠন করা সম্ভব হবে কি না, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত নন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। তাঁরা অন্তত গুরুত্বপূর্ণ জেলাগুলোতে কমিটি গঠন করতে চান।

গত শনিবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও সদস্যসচিব আরিফ সোহেলের স্বাক্ষরে কুষ্টিয়া জেলার যে কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে, তা ১১১ সদস্যের। আগামী ছয় মাসের জন্য এই আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আর গতকাল রাত ১০টার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফেসবুক পেজে চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১০১ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করার কথা জানানো হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে গত

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

প্রশাসনিক সংস্কারের চ্যালেঞ্জগুলো কী

লিখেছেন **সৈয়দা লাসনা কবীর** ও **মোহাম্মাদ ঈসা ইবনে বেলাল**।

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৫

কেন কঠিন পরীক্ষায় ডেমোক্র্যাটরা

ট্রাম্প জিতলেও তিনি নিজের জনপ্রিয়তায় জিতবেন না। ডেমোক্র্যাটদের নিয়ে মানুষের মোহভঙ্গই তাঁকে জয়ী করতে পারে।

নিউইয়র্ক টাইমস

দিন পেরোলেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। কী হতে যাচ্ছে ৫ নভেম্বর? এখনই এ প্রশ্নের জবাব পাওয়াটা সহজ নয়। তবে এটা বলাই চলে যে নির্বাচন ঘিরে ডেমোক্র্যাট শিবিরের প্রচার যতটা সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছিল, ততটা হয়নি।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমলে মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দেখে মনে হচ্ছিল, তাঁর ভালো সময়টা শেষ হয়ে গেছে। যদিও আগামীকালের নির্বাচনে তিনি হোঁচট খেতে পারেন। তবে এটা সত্যি যে গত নির্বাচনে ফল বদলানোর চেষ্টা—এমনকি ঘাড়ে একাধিক ফৌজদারি অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও মার্কিনরা ট্রাম্পকে দূরে সরিয়ে দেননি; বরং দূরে ঠেলে দিয়েছেন বাইডেনকে।

এবারের নির্বাচনে স্পষ্টতই ডেমোক্র্যাটরা প্রতিকূলতার মুখে পড়েছেন। নিউইয়র্ক টাইমস/সিয়েনা কলেজের সর্বশেষ জরিপে দেখা

নর্থ ক্যারোলাইনায় শেষ মুহূর্তের প্রচারে ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার। রয়টার্স

নর্থ ক্যারোলাইনায় নির্বাচনী সমাবেশে হাস্যোজ্জ্বল কমলা হ্যারিস। শনিবার। এএফপি

গেছে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেনের কর্মকাণ্ডের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন মাত্র ৪০ শতাংশ মার্কিন। আরও কম মাত্র ২৮ শতাংশ মনে করেন, দেশ সঠিক পথে এগোচ্ছে। আর ইতিহাস বলছে, জনগণের অসন্তোষের মুখে এখন পর্যন্ত কোনো দলই হোয়াইট হাউসে টিকে থাকতে পারেনি।

উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্ষমতাসীন দলগুলোও রাজনৈতিক প্রতিকূলতার মুখে পড়ছে। ডেমোক্র্যাটরা যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছেন, তা এই বৃহত্তর প্রবণতারই অংশ। যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া এবং সর্বশেষ জাপানে ক্ষমতাসীনদের পরাজয় হয়েছে বা তাঁরা বড় ধাক্কা খেয়েছেন।

এই তালিকায় হয়তো ফ্রান্স ও কানাডাও নাম লেখাতে যাচ্ছে। চার বছর আগে ট্রাম্পের একই পরিণতি হয়েছিল।

ওপরে যে প্রবণতার কথা বলা হয়েছে, তা দেশ ও দলভেদে ভিন্ন হতে পারে। তবে ওই দেশগুলোয় এই প্রবণতার পেছনের গল্পটা কিন্তু প্রায় একই—

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

» সাত দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যে ঘুরে ঘুরে প্রচার কমলা-ট্রাম্পের পৃষ্ঠা ৮
» ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে দুই ভাগ করে ফেলেছেন পৃষ্ঠা ১৪

আজকের আবহাওয়া

অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ১৮ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ৭ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : ফেনী, যশোরে ৩৪° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ২০.১° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪:৫০	মাগরিব	৫:২২
জোহর	১১:৪৫	এশা	৬:৩৭
আসর	৩:৪২	কাল ফজর	৪:৫১

লক্ষ করুন
অনিবার্য কারণে আজ পৃষ্ঠা ৫-এ 'ভালো থাকুন' ও 'বিচিত্র' প্রকাশিত হলো না। **বা.স.**

তরুণদের পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতে হবে

প্রধান উপদেষ্টার আহ্বান

ড. ইউনূস বলেন, তরুণেরা রাজনীতিবিদ নয় এবং রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের চেষ্টাও তারা করছে না। তবে তারা নিজেদের জন্য একটি নতুন দেশ চায়।

বাসস, *ঢাকা*

দেশে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে তরুণদের মনস্থির করার ও স্বপ্ন দেখার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল রোববার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে নিজ কার্যালয়ে এনডিসি ও এএফডব্লিউসি কোর্সের সদস্যদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তৃতায় প্রধান উপদেষ্টা এ আহ্বান জানান।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'আমি বিশেষ করে তরুণদের তাদের মনস্থির করতে, চিন্তা করতে ও স্বপ্ন দেখতে উৎসাহিত করি। স্বপ্ন হলো পরিবর্তনের সূচনা। স্বপ্ন দেখলে পরিবর্তন হবে। আপনি যদি স্বপ্ন না দেখেন, তবে এটি কখনোই হবে না।'

তরুণদের দিকে ইঙ্গিত করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'নিজেকে প্রশ্ন করুন আমি বিশ্বের জন্য কী করতে পারি। একবার আপনি কী করতে চান, তা বুঝতে পারলে আপনি তা করতে পারবেন; কারণ আপনার সেই ক্ষমতা রয়েছে।' তিনি বলেন, বিশ্বের তরুণ প্রজন্ম এখন সমগ্র মানব ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রজন্ম। তারা যথেষ্ট স্মার্ট হওয়ার কারণে নয়, বরং তাদের হাতে প্রচুর প্রযুক্তি রয়েছে বলে।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গতকাল তেজগাঁওয়ে তাঁর কার্যালয়ে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের এনডিসি এবং এএফডব্লিউসি কোর্সের সদস্যদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেন। ছবি : পিআইডি

প্রযুক্তিকে আলাদিনের চেরাগের সঙ্গে তুলনা করে ড. ইউনূস বলেন, 'আপনি যদি ছাত্রবিপ্লবের দিকে তাকান, তবে এটি প্রযুক্তির বিষয়। তারা একে অপরের সঙ্গে খুব দ্রুত যোগাযোগ করতে পারত। তাদের কোনো কমান্ড কাঠামো ছিল না।'

ছাত্র নেতৃত্বাধীন বিপ্লব সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দেশের তরুণেরা একটি নতুন বাংলাদেশ দেখতে চায়। তিনি বলেন, তরুণেরা রাজনীতিবিদ নয় এবং কোনো রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের চেষ্টাও তারা করছে না। তবে তারা নিজেদের জন্য একটি নতুন দেশ চায়।

এ সময় বিশ্ব শান্তির কথা উল্লেখ করে শান্তিতে এই নোবেলজয়ী বলেন, বেশির ভাগ সময় মানুষ শান্তির নামে একে অপরকে হত্যা করে। তিনি বলেন, 'কিন্তু আমরা প্রতিদিন আমাদের সমস্ত উচ্চারণ ও আমাদের সমস্ত দর্শনে নিজেদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করি। আমরা শান্তি চাই। দেশের ভেতরে শান্তি, সকল দেশের মধ্যে শান্তি এবং বিশ্বব্যাপী শান্তি।'

আসিয়ানের সদস্য হতে ইন্দোনেশিয়ার সমর্থন কামনা

এদিকে গতকাল প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে তাঁর সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত হেরু হারতান্তো সুবোলো। এ সময় আসিয়ানে বাংলাদেশের সদস্যপদ পেতে ইন্দোনেশিয়ার সমর্থন চেয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশটিকে বাংলাদেশিদের ব্যবসার জন্য আরও সুযোগ তৈরির আহ্বান জানান তিনি।

রাষ্ট্রদূতকে ড. ইউনূস বলেন, 'আমি আশা করি, ইন্দোনেশিয়া আমাদের আসিয়ানের সদস্যপদ পেতে সাহায্য করবে। এটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

প্রধান উপদেষ্টা আরও জানান, তিনি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরের সময়ও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আগামী জানুয়ারিতে মালয়েশিয়া আসিয়ানের সভাপতিত্ব গ্রহণ করবে।

রাষ্ট্রদূত সুবোলো বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি তাঁর দেশের সমর্থন জানান। তিনি বলেন, ইন্দোনেশিয়া আসিয়ানের সদস্য হওয়ার জন্য বাংলাদেশের আবেদন গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখবে।

সরকারের উদ্দেশে ফখরুল

বিএনপিকে বাদ দিয়ে কিছু করার চেষ্টা করবেন না

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ফখরুল ইসলাম

দেশে অতি দ্রুত নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, আবারও চক্রান্ত করে বিএনপিকে বাদ দিয়ে কিছু করার চেষ্টা করতে যাবেন না। এটা বাংলাদেশের মানুষ কখনোই মেনে নেবে না।

গতকাল রোববার সন্ধ্যায় রাজধানীর রমনার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল। অবিভক্ত ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়র সাদেক হোসেন খোকার পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এই সভার আয়োজন করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি।

আলোচনা সভায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন, 'আমরা একটা ভয়াবহ দানবের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। বুকের ওপর থেকে পাথর গেছে। কিন্তু পাথর গেলেও এখনো কিন্তু স্বস্তি নেই। কোথায় যেন আটকে আছি। আমাদের জনগণের সরকার এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।'

মির্জা ফখরুল বলেন, আবারও চক্রান্ত করে বিএনপিকে বাদ দিয়ে কিছু করার চেষ্টা করতে যাবেন না। এটা বাংলাদেশের মানুষ কখনোই মেনে নেবে না। একবার বিরাজনীতিকরণের 'মাইনাস টু' করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আবারও ওই রাস্তায় যাওয়ার কথা কেউ চিন্তা করবেন না।

সংকট উত্তরণে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়েছে উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, 'আপনার (ড. মুহাম্মদ ইউনূস) সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বজুড়ে। এই সুনাম রক্ষা করাই এখন সবচেয়ে বড় কাজ। যে দায়িত্ব আপনার ওপর পড়েছে, সেই দায়িত্ব হচ্ছে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবেন। অর্থাৎ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত পার্লামেন্ট এবং সরকারের কাছে ক্ষমতা দিতে হবে।'

জেগেছে বাংলাদেশ, জয়ী হবে বাংলাদেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আজ, স্বৈরাচারী শাসকমুক্ত বাংলাদেশে *প্রথম আলোর* ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনটি আমাদের জন্য নতুন করে মাথা তুলে সাহসের সঙ্গে কথা বলার দিন, সততার সঙ্গে সামনের দিনগুলোতে আরও ভালো সাংবাদিকতা করার শপথ নেওয়ার দিন। আমরা বহু বছর প্রতীক্ষার পর এখন নতুন করে স্বাধীন ও দলনিরপেক্ষ সাংবাদিকতাই করতে চাই। আরও সত্য বলতে চাই।

প্রথম আলো শুধু গত ১৬ বছরই বৈরিতার শিকার হয়েছে এমন নয়, ২৬ বছর ধরে সব আমলেই শাসকদের ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বিরাগভাজন হয়েছে, নানা রকমের দমননীতির শিকার হয়েছে। এখনো নতুন করে কোনো কোনো মহল *প্রথম আলোর* বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। *প্রথম আলো* বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। অফিস ঘেরাওয়ের কথা বলছে। এসব উদ্দেশ্যমূলক অপতৎপরতা সত্ত্বেও আমরা আমাদের স্বাধীন ও দলনিরপেক্ষ সাংবাদিকতা অব্যাহত রাখব।

একই সঙ্গে এ কথা বলব যে এই সময় এবং এখনই বরং স্বাধীন ও দলনিরপেক্ষ সাংবাদিকতার বড় পরীক্ষা আমাদের জন্য। প্রিয় পাঠক, আমরা আমাদের দলনিরপেক্ষ সাংবাদিকতার পথ থেকে সরে যাব না।

আমরা শুধু একটা বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করি। তা হলো, সত্য থেকে যেন আমরা বিচ্যুত না হই। সাংবাদিকতার মূলনীতিগুলো সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে অনুসরণ করলে অনেক সময় প্রচণ্ড দমনকারী শক্তিও সত্যের সামনে অসহায় হয়ে পড়ে। বিগত জুলাই-আগস্টে আমরা সেটাই দেখলাম। তারা আস্ফালন করে, কিন্তু সুবিধা করে উঠতে পারে না। তাদের পতন হয়। এটাই আমাদের ইতিহাসের শিক্ষা।

আগামীতেও আমাদের এই স্বাধীন ও দলনিরপেক্ষ সাংবাদিকতার কাজ অব্যাহত থাকবে। আমরা সত্য প্রকাশ করব। আমাদের একটাই লক্ষ্য, তা হলো বাংলাদেশের জয়। আমরা সত্য প্রকাশের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের জয়ের পথে ভূমিকা রেখে যাব।

তিন.

জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ছাত্র-সমন্বয়কেরা বলেছেন, যখন ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে গেল, টেলিভিশনগুলোয় খবর পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন তাঁরা পায়ে হেঁটে গিয়ে কিনে এনে পড়েছেন ছাপা কাগজ। পড়েছেন *প্রথম আলো*। আবার যাচাই-বাছাইয়ের পর দ্রুততার সঙ্গে অনলাইনে নির্ভুলভাবে সংবাদ প্রকাশ করার দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন ও সক্রিয় ছিল *প্রথম আলো*। এসবের পেছনে রয়েছেন *প্রথম আলোর* সব সাংবাদিক।

তবে আমাদের যেতে হবে বহুদূর। *প্রথম আলো* টিকে থাকবে আরও বহু দিন, বহু বছর। আমাদের এই যাত্রা সহজ বা সরল হবে না। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের চলার পথ সামনের দিনগুলোয় মসৃণ হবে না। 'দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার'। কাজেই যাত্রীদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে। কান্ডারিদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে আরও। একই সঙ্গে আমাদের, প্রথম আলোকে আরও অধিক সতর্ক হয়ে কাজ করে যেতে হবে।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সংবাদমাধ্যমকে সমালোচনা করতে বলেছেন, ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিতে বলেছেন। আসলে গণমাধ্যমের এটাই কাজ। ক্ষমতাবানদের, দায়িত্বপ্রাপ্তদের এবং নেতা ও কর্তাদের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া, সব সময় মনে করিয়ে দেওয়া—কান্ডারি, হুঁশিয়ার।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, এখন পর্যন্ত গণতন্ত্রই সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই। গণতন্ত্রের বিকল্প হলো আরও গণতন্ত্র।

আমাদের জাগ্রত ছাত্র ও তরুণসমাজ, সাহসী জনতা আমাদের দেশকে গণতন্ত্রের পথে, মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে, এই আশায় বুক বেঁধে সামনের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান এই আশাবাদ আমাদের মধ্যে নতুন করে সৃষ্টি করেছে।

সে জন্য আমরা বলি, জেগেছে বাংলাদেশ। জেগেছে আশাবাদ। জেগেছে স্বপ্ন। জেগেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ জয়ী হবে।

কেন কঠিন পরীক্ষায় ডেমোক্র্যাটরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করোনা এবং করোনা-পরবর্তী বিশৃঙ্খলা। প্রায় সব জায়গায় করোনা এবং তারপর জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। এতে ভোটাররা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ফলে খাঁড়ার ঘা এসেছে ক্ষমতাসীন দলের ওপর। অনেক দল আবার শুরু থেকেই অজনপ্রিয় হয়ে পড়েছিল।

এবার যুক্তরাষ্ট্রের চিত্রটা দেখা যাক। মহামারির সময় পরিস্থিতি শক্ত হাতে সামলেছিল ডেমোক্রেটিক পার্টি। এ ছাড়া কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক, সীমান্ত নীতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় ভালো কাজ করেছে তারা। তবে এগুলোর মধ্যে মূল্যবৃদ্ধিসহ নানা সমস্যার দিকে তেমন নজর দিতে পারেনি। ফলে নাগরিকদের মধ্যে যে হতাশা দেখা দিয়েছে, তা ডেমোক্র্যাটদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

ডেমোক্র্যাট যুগের কি অবসান হয়েছে

২০০৮ সাল থেকে মার্কিন রাজনীতিতে ডেমোক্র্যাট ও উদারনীতির আধিপত্য রয়েছে। পরপর চারটি নির্বাচনে জনগণের ভোটে জয় পেয়েছে দলটি (জনগণের ভোট বেশি পেলেও ২০১৬ সালে ইলেকটোরাল কলেজের জটিল হিসাবে তাদের পরাজয় হয়েছে)। মার্কিন সমাজের জন্য তারা নানা ইতিবাচক আইন পাস করেছে। নির্বাচনে ট্রাম্পের জয়ে বরং অনেকেই শঙ্কার মধ্যে পড়েছিলেন। তাঁদের কাছে ট্রাম্প বর্ণবাদী এবং গণতন্ত্রের জন্য হুমকি।

বাইডেন ক্ষমতায় আসার কিছুদিন পর থেকেই ডেমোক্র্যাটদের এই আধিপত্য উধাও হতে শুরু করে। করোনার সময় নানা বিধিনিষেধের ফলে মার্কিন অর্থনীতিতে যে প্রভাব পড়েছিল, তা সামনে আসতে থাকে। উচ্চ দ্রব্যমূল্য, কর্মসংস্থানের অভাবের কারণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেদের হতাশা প্রকাশ শুরু করেন যুক্তরাষ্ট্রের তরুণেরা।

বাইডেনের আমলে দ্রব্যমূল্য ও সুদহার বৃদ্ধির পেছনে রয়েছে সরকারের অত্যধিক ব্যয়। জ্বালানি তেল উত্তোলনের অনুমতি প্রত্যাহার ও কিস্টোন পাইপলাইন প্রকল্প বন্ধের কারণে তেলের দাম বেড়েছে। দুর্বল সীমান্ত নীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণ অভিবাসী ঢুকেছেন। এ ছাড়া গৃহহীন মানুষ ও অপরাধের কারণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে। একের পর এক এমন সমস্যার মুখে ডেমোক্র্যাট সমর্থকেরা উদারনীতি ছেড়ে ডানপন্থার দিকে ঝুঁকেছেন।

নির্বাচনের আগে করা বিভিন্ন জরিপে এরই একটি চিত্র পাওয়া যায়। এসব জরিপে অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কারণে আপনি ভোট দিচ্ছেন, সে বিষয়ে কোন দল ভালো করবে?' সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, জরিপে ট্রাম্প এগিয়ে রয়েছেন। আর পিউ রিসার্চ, এনবিসি/ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, টাইমস/সিয়েনা কলেজের মতো বড় বড় জরিপে দেখা গেছে, ২০০৪ সালের পর থেকে এই প্রথম দলগতভাবে ডেমোক্র্যাটদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে রিপাবলিকানরা। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে রিপাবলিকান পার্টির নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যাও বাড়ছে।

২০০৮ সালে যখন ডেমোক্র্যাটরা ক্ষমতায় এসেছিলেন, তখন তাঁরা বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ৪০ বছরব্যাপী নানা নীতি হাতে নিয়েছিলেন। গত ১৬ বছরে এ সমস্যা সমাধান তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তৎপরতা দেখিয়েছেন। তারপরও দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট নন অনেক ভোটার।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২৪

সর্বশেষ জনমত জরিপ
(৩ নভেম্বর)

জাতীয় গড়

কমলা হ্যারিস **৪৯%** | ডোনাল্ড ট্রাম্প **৪৮%**

দোদুল্যমান সাত অঙ্গরাজ্য

কমলা	অঙ্গরাজ্য	ট্রাম্প
কমলা : ৪৮%	পেনসিলভানিয়া	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৬%	অ্যারিজোনা	ট্রাম্প : ৫০%
কমলা : ৪৮%	নেভাদা	ট্রাম্প : ৪৯%
কমলা : ৪৯%	উইসকনসিন	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৮%	নর্থ ক্যারোলাইনা	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৮%	মিশিগান	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৮%	জর্জিয়া	ট্রাম্প : ৪৯%

সূত্র : নিউইয়র্ক টাইমস

মহামারির সময় পরিস্থিতি শক্ত হাতে সামলেছিল ডেমোক্রেটিক পার্টি। এ ছাড়া কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক, সীমান্ত নীতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় ভালো কাজ করেছে তারা। তবে এগুলোর মধ্যে মূল্যবৃদ্ধিসহ নানা সমস্যার দিকে তেমন নজর দিতে পারেনি।

ডেমোক্র্যাটদের অজনপ্রিয়তাই ট্রাম্পের সুযোগ

ডেমোক্র্যাটদের প্রতি মানুষের সমর্থন কমে যাওয়া বা রিপাবলিকান পার্টির সমর্থন বৃদ্ধি এটাই ইঙ্গিত দিচ্ছে, এবারের নির্বাচনে রিপাবলিকানদের জয়ী হওয়ার বড় সুযোগ রয়েছে। তাঁরা যদি নির্বাচনে জিতেও যান, তাহলে তা ট্রাম্পের রাজনৈতিক জনপ্রিয়তার জন্য হবে না। তাঁকে নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন থাকার পরও করোনা মহামারির সময় ও পরে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ডেমোক্র্যাটদের নিয়ে মানুষের মোহভঙ্গ করেছে। তাঁরা আর দলটিকে নতুন করে সুযোগ দিতে চান না।

আর যদি ট্রাম্প হারেন, তার ব্যাখ্যাটাও একই রকম সরল। এই পরাজয়ের কারণ হবে, ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি মার্কিন ক্যাপিটল হিলে তাঁর সমর্থকদের দাঙ্গা এবং নারীদের গর্ভপাতের অধিকারকে খারিজ করতে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত। ডেমোক্র্যাটরা হয়তো মঙ্গলবার তাঁদের জয়ের ধারা বজায় রাখতে পারেন। তবে অতীতের দিকে তাকালে ইতিহাসবিদেরা হয়তো এই সিদ্ধান্তই নেবেন যে ডেমোক্র্যাটদের উত্থানের সময় ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে।

দেশের মানুষ মনে করে, এই ব্যানারের কার্যক্রম এখানে স্থগিত হওয়ার সুযোগ নেই।

আবদুল কাদের, সাবেক সমন্বয়ক, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন; জেলায় জেলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমিটি গঠনের চিন্তা প্রসঙ্গে

সংক্ষেপে

ঢাকায় জাপানের ভিসা আবেদনকেন্দ্র চালু

ঢাকায় জাপানের ভিসা আবেদনকেন্দ্র চালু হয়েছে। গতকাল রোববার ভিসা আবেদনকেন্দ্রের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ভিএফএস গ্লোবাল নামের একটি প্রতিষ্ঠান। দেশে জাপানের ভিসা আবেদনকেন্দ্র পরিচালনা করবে ভিএফএস গ্লোবাল। গতকাল প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, জাপানের ভিসার জন্য আবেদনকারীদের 'কার্যকর ও সুবিন্যস্ত' আবেদন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে এই ভিসা আবেদনকেন্দ্র। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আমাদের জাপান ভিসা সেবা এখন বাংলাদেশেও পাওয়া যাবে। আবেদনকারীরা ঢাকায় অবস্থিত আমাদের অত্যাধুনিক ভিসা আবেদনকেন্দ্রে গিয়ে তাঁদের যাত্রা নির্বিঘ্নে শুরু করতে পারবেন।'
ইউএনবি, *ঢাকা*

খেজুরের রস

খেজুরের রস বিক্রি করতে শহরে যাচ্ছেন গাছি ইউনুস মৃধা। গতকাল ফরিদপুর সদরের পশ্চিম গোয়ালচামটে। আলীমুজ্জামান

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগ এক হচ্ছে

বিভক্তির প্রায় আট বছর পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগ আবারও এক হচ্ছে। এ বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল রোববার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের পরিচালক এ কে এম মনিরুজ্জামানের সই করা এক চিঠিতে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। চিঠিতে বলা হয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ দুটির কাজের ব্যাপকতা, অধিকতর সমন্বয়, গতিশীলতা আনা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে জনস্বার্থে একত্রকরণে প্রধান উপদেষ্টা অনুশাসন দিয়েছেন। ২০১৭ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একটি বিভাগের নাম হয় জননিরাপত্তা বিভাগ এবং আরেকটি সুরক্ষা সেবা বিভাগ। জননিরাপত্তার অধীন রয়েছে পুলিশ অধিদপ্তর, বিজিবি, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, কোস্ট গার্ড, তদন্ত সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালস। সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন পাসপোর্ট অধিদপ্তর, কারা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছয় কারখানা বন্ধ, ২০টিতে ছুটি

শ্রমিক অসন্তোষ

বিক্ষোভের মুখে তুসুকা গ্রুপের ছয়টি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। আরও ২০টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

কিছুদিন স্থিতিশীল থাকার পর গাজীপুরের পোশাক কারখানাগুলোয় আবার শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। শ্রমিকদের বিক্ষোভের মুখে গতকাল রোববার একটি শিল্পগোষ্ঠীর ছয়টি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া বিক্ষোভের মুখে গতকাল ২০টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করে মালিকপক্ষ।

বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভের মুখে গতকাল কোনাবাড়ীতে অবস্থিত তুসুকা গ্রুপের ছয়টি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বন্ধ কারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে তুসুকা জিনস লিমিটেড, তুসুকা ট্রাউজার্স লিমিটেড, তুসুকা প্রসেসিং লিমিটেড, তুসুকা প্যাকেজিং লিমিটেড, তুসুকা ডেনিম লিমিটেড ও তুসুকা ওয়াশিং লিমিটেড।

গতকাল সকালে এসব কারখানার সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিশ দেওয়া হয়। এ বিষয়ে তুসুকা গ্রুপের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে এবং কাজের উপযোগী পরিবেশ তৈরি হলে কারখানাগুলো পুনরায় খোলার বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

কারখানা কর্তৃপক্ষের দাবি, শনিবার অজ্ঞাতনামা বহিরাগত ব্যক্তিদের নিয়ে অযৌক্তিক দাবিতে বেআইনি ধর্মঘট শুরু করেন শ্রমিকেরা। সেদিন সকালে হাজিরা দিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করে কারখানার প্রধান ফটকে জড়ো হয়ে শ্রমিকেরা অস্থিরতা সৃষ্টি করেন। কর্তৃপক্ষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী একাধিকবার শ্রমিকদের কাজে ফেরার আহ্বান জানালেও তাঁরা তা অমান্য করেন।

কারখানার মহাব্যবস্থাপক মাসুম হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমাদের কাছে খবর ছিল, আজ (গতকাল) কিছু কারখানায় হামলা চালানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এ কারণে শ্রম আইন অনুযায়ী অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।'

এদিকে গতকাল সকালে গাজীপুরের জিরানী এলাকার ডরিন ফ্যাশন নামের একটি কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করলে কাশিমপুর, জিরানীসহ আশপাশের এলাকার অন্তত ২০টি কারখানায় গতকালের জন্য ছুটি ঘোষণা করে মালিকপক্ষ।

শিল্প পুলিশ, শ্রমিক ও কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, হাজিরা বোনাস ও টিফিন বিল বৃদ্ধি, কয়েকজন কর্মকর্তাকে বহিষ্কার করাসহ বিভিন্ন দাবিতে ডরিন ফ্যাশনের শ্রমিকেরা গতকাল সকাল থেকে বিক্ষোভ শুরু করেন। বেলা আড়াইটার দিকে তাঁরা জিরানী এলাকায় চন্দ্রা-নবীনগর সড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ করেন। এতে ওই সড়কের উভয় দিকে যানজটের সৃষ্টি হয়।

ডেঙ্গুতে আরও ৪ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে গতকাল রোববার সকাল আটটা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় আরও চারজনের মৃত্যুর তথ্য পাওয়া গেছে। এ নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ৩১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার ডেঙ্গুতে ১০ জনের মৃত্যুর তথ্য দিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, যা এ বছর এখন পর্যন্ত এক দিনে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ মৃত্যু।

গতকাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সর্বশেষ মারা যাওয়া চারজনের মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটির হাসপাতালে দুজনের, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে একজন ও চট্টগ্রাম বিভাগে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১ হাজার ৩০৬ জন ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২৭৭ রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। এরপর ঢাকা বিভাগে ২৫৫, চট্টগ্রাম বিভাগে ২১৪, খুলনা বিভাগে ১৫৪, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৪৪, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৪৩, বরিশাল বিভাগে ১১৮, রাজশাহী বিভাগে ৫৭, রংপুর বিভাগে ৪৭, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩১ ও সিলেট বিভাগের হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে ৫ জন ভর্তি হয়েছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এ বছরের জুলাই থেকে দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ওই মাসে ডেঙ্গুতে ২ হাজার ৬৬৯ জন আক্রান্ত হন। পরের মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬ হাজার ৫২১। সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৩ গুণ বেড়ে হয় ১৮ হাজার ৯৭।

করোনা
শনাক্ত ১ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জেলায় জেলায় কমিটি করার চিন্তা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১ জুলাই সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন একপর্যায়ে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। সেই অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। আন্দোলন পরিচালনায় গত ৮ জুলাই ৬৫ সদস্যের সমন্বয়ক টিম গঠন করেছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। পরে ৩ আগস্ট তা বাড়িয়ে ১৫৮ সদস্যের করা হয়। ৫ আগস্টের পর থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সমন্বয়ক পরিচয়ে অনেকের বিরুদ্ধে নানা নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে গত ২২ অক্টোবর রাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সংবাদ সম্মেলন করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নিজেদের ১৫৮ সদস্যের সমন্বয়ক টিম বিলুপ্ত করে চার সদস্যের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করার কথা জানায়। কমিটিতে হাসনাত আবদুল্লাহকে আহ্বায়ক, আরিফ সোহেলকে সদস্যসচিব, আবদুল হান্নান মাসউদকে মুখ্য সংগঠক ও উমামা ফাতেমাকে মুখপাত্র করা হয়।

যে সংবাদ সম্মেলনে নতুন কমিটির কথা জানানো হয়, সেখানে সমন্বয়কেরা বলেছিলেন, ভুয়া সমন্বয়ক পরিচয়ে কেউ যাতে অপকর্ম করতে না পারেন, সেই চিন্তা থেকে তাঁরা সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করতে চান। শিগগিরই কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি বর্ধিত করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি করা হবে। কমিটির প্রধান দুই লক্ষ্য হচ্ছে অভ্যুত্থানের শক্তিকে সংগঠিত করা এবং 'মুজিববাদী অপশক্তিকে' বাংলার মাটি থেকে সমূলে উৎপাটনে লড়াই অব্যাহত রাখা।

কমিটি গঠনের প্রস্তুতি

এখন জেলায় জেলায় কমিটি গঠনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। প্রাথমিকভাবে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে ১৫টির মতো জেলায় কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে *প্রথম আলোকে* জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যসচিব আরিফ সোহেল। এই কমিটিগুলো 'মোটামুটি প্রস্তুত' বলেই জানান তিনি।

আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জেলা ও কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি পূর্ণাঙ্গ করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে জানান আরিফ সোহেল। তিনি বলেন, যেসব জেলায় কমিটি করা হবে, সেই জেলাগুলোর বেশির ভাগ উপজেলার কমিটি তৈরি হয়ে গেছে। উপজেলা কমিটি জেলা কমিটির সঙ্গেই ঘোষণা করা হবে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যখন যাত্রা শুরু হয়, তখন এর নেতাদের নীতিগত সিদ্ধান্ত ছিল যে কোটা আন্দোলন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যানার অকার্যকর হয়ে যাবে। সরকার পতনের পর ১২ আগস্ট রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে ৩৫টি ছাত্রসংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বৈঠক হয়। সেখানেও ছাত্রসংগঠনগুলোর নেতাদের কেউ কেউ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ব্যানারটি বিলুপ্ত করার বিষয়ে বিভিন্ন সময়সীমার কথা প্রস্তাব করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যানারটি বহাল রাখার পথে হেঁটেছেন সমন্বয়কেরা।

এ বিষয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক আবদুল কাদের *প্রথম আলোকে* বলেন, আন্দোলন শুধু কোটা সংস্কারে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এই ব্যানার ফ্যাসিবাদের পতন ত্বরান্বিত করে। দেশের মানুষ মনে করে, এই ব্যানারের কার্যক্রম এখানে স্থগিত হওয়ার সুযোগ নেই। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী রাষ্ট্র সংস্কারের দায়দায়িত্ব এই ব্যানারের ওপর বর্তায়। তবে এই ব্যানার কোনো রাজনৈতিক দলে রূপ নেবে না বলে জানান তিনি।

তবে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে সরানোসহ বিভিন্ন ইস্যুতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কিছুদিন ধরে জাতীয় নাগরিক কমিটির সঙ্গে যৌথভাবে নানা কর্মসূচি পালন করছে। জাতীয় নাগরিক কমিটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে।

কয়লার অভাবে বিদ্যুতের উৎপাদন অর্ধেকের নিচে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিচালিত হয় আমদানি করা কয়লা থেকে। আমদানির ডলার জোগাতেই হিমশিম খাচ্ছে পিডিবি।

পুরোপুরি বন্ধ দুই বিদ্যুৎকেন্দ্র

কয়লা-সংকটের কারণে গত ৩১ অক্টোবর থেকে পুরোপুরি বন্ধ আছে কক্সবাজারের দ্বীপ উপজেলা মহেশখালীর মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্র। দুটি ইউনিট মিলে ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার এই বিদ্যুৎকেন্দ্র আবার পুরোপুরি উৎপাদনে ফিরতে পারে আগামী মার্চে। এর মধ্যে আগামী মাসের শুরুতে একটি ইউনিট উৎপাদনে আসার কথা রয়েছে। বিদ্যুৎকেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিচালন) মনোয়ার হোসেন মজুমদার *প্রথম আলোকে* বলেন, কয়লা আমদানি না হওয়া পর্যন্ত এই কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ থাকবে।

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি সূত্র বলছে, কয়লা আমদানির দরপত্র নিয়ে জটিলতা আদালত পর্যন্ত গড়ানোয় আমদানিতে দেরি হয়ে গেছে। এক বছরের জন্য ৩৫ লাখ টন কয়লা সরবরাহে ইতিমধ্যে ক্রয়াদেশ দেওয়া হয়েছে। মাসে প্রায় তিন লাখ টন কয়লা লাগে বিদ্যুৎকেন্দ্রে। এ ছাড়া গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর থেকে প্রথম ইউনিট ও চলতি বছরের ২৮ আগস্ট দ্বিতীয় ইউনিটের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। তবে এখন পর্যন্ত কোনো বিল পায়নি এ বিদ্যুৎকেন্দ্র। তাদের সঙ্গে পিডিবির বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি (পিপিএ) না হওয়ায় বিল পরিশোধ করা যায়নি। শিগগিরই এ চুক্তি হতে পারে।

এর বাইরে বরগুনার আমতলী এলাকার ৩০৭ মেগাওয়াট সক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্রটিতে উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ আছে। গত ২৭ অক্টোবর থেকে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অংশ হিসেবে এটি বন্ধ করা হয়। পুনরায় উৎপাদনে ফিরতে আরও দুই সপ্তাহ লাগতে পারে।

বকেয়া শোধে চাপ বাড়াচ্ছে আদানি

বকেয়া বিল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চিঠি চালাচালি করছে ভারতীয় বিদ্যুৎ কোম্পানি আদানি ও পিডিবি। তবে বিষয়টির সুরাহা হয়নি। বর্তমানে আদানির দাবি অনুসারে পাওনা ৮৫ কোটি ডলারের বেশি। বিদ্যুৎকেন্দ্রের বকেয়া বিল পরিশোধে চাপ তৈরি করছে আদানি গ্রুপ। গত ৩১ অক্টোবর একটি ইউনিট বন্ধ করে দেয় আদানি। বাকি ইউনিট থেকে ৭০০ মেগাওয়াটের বেশি করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। বকেয়া বিল পরিশোধের বিষয়টি নিষ্পত্তি না হলে এটিও বন্ধ করে দিতে পারে আদানি।

আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যের গোড্ডায় নির্মিত। কয়লাভিত্তিক এ বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার। ৮০০ মেগাওয়াট সক্ষমতার দুটি ইউনিট আছে এ কেন্দ্রে। এতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ২৫ বছর ধরে কিনবে বাংলাদেশ। প্রথম ইউনিট থেকে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয় গত বছরের এপ্রিলে। দ্বিতীয় ইউনিট থেকে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় একই বছরের জুনে।

পিডিবির দুজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, আগের চেয়ে বিল পরিশোধের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। গত মাসে তাদের বিদ্যুৎ বিল এসেছে ৮ কোটি ৭০ লাখ ডলার। পরিশোধ করা হয়েছে বকেয়াসহ ৯ কোটি ৭০ লাখ ডলার। আগে সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হতো। ব্যাংক পরিবর্তন করে এখন কৃষি ব্যাংকে ঋণপত্র খোলার মাধ্যমে বিল পরিশোধের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার এক কোটি ডলার পরিশোধ করা হতে পারে।

পিডিবির চেয়ারম্যান মো. রেজাউল করিম *প্রথম আলোকে* বলেন, একবারে পুরো বকেয়া পরিশোধ করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া চাহিদামতো ডলারের সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই ধাপে ধাপে বিল পরিশোধের পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে।

পর্যাপ্ত সরবরাহ নেই কয়লার

উৎপাদন শুরুর পর থেকে চাহিদামতো নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছে পটুয়াখালীর পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট কেন্দ্র। তবে গত বছর ডলার-সংকটে কয়লার বিল বকেয়া পড়ায় এক মাস বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ রাখতে হয়েছে কেন্দ্রটির। বর্তমানে একমাত্র কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্র হিসেবে এটি পুরো সক্ষমতায় চালু আছে। বাংলাদেশ-চীন যৌথ উদ্যোগে এটি চলছে।

বাগেরহাটের রামপাল ১৩২০ মেগাওয়াট কেন্দ্রটি নির্মাণ শুরুর ১০ বছর পর একটি ইউনিট উৎপাদনে এসেছে। এরপর এ পর্যন্ত কয়েক দফায় বন্ধ ছিল। এর মধ্যে যান্ত্রিক ত্রুটির পাশাপাশি ডলারের অভাবে কয়লা কেনার সংকটেও পড়েছে। বাংলাদেশ-ভারত যৌথভাবে নির্মিত এ কেন্দ্রের একটি ইউনিট থেকে এখন ৬০০ মেগাওয়াটের কম বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে।

চট্টগ্রামের বাঁশখালী এসএস পাওয়ার ১২২৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি ইউনিট চালু আছে। এখন উৎপাদন হচ্ছে ৪০০ থেকে ৪৬০ মেগাওয়াট। আরেকটি ইউনিট বন্ধ বেশ কিছুদিন ধরে। বকেয়া বিল বাড়তে থাকায় কয়লার সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা যাচ্ছে না। দুই ইউনিট চালানোর মতো কয়লা কেন্দ্রে নেই।

কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো সচল রাখতে না পারলে আগামী মার্চে বিদ্যুৎ চাহিদা বাড়বে এবং পরিস্থিত আরও খারাপ হতে পারে। এ বিষয়ে বুয়েটের সাবেক অধ্যাপক ইজাজ হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, আমদানিনির্ভরতা বেড়েছে। এখন কয়লা আমদানির জন্য যে ডলার লাগবে, তা সংগ্রহ করে বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে।

ইসি গঠনে দলগুলোর কাছে নাম চেয়েছে অনুসন্ধান কমিটি

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবী সংগঠনের কাছে নাম চেয়েছে অনুসন্ধান কমিটি। ৭ নভেম্বর বিকেল পাঁচটার মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সর্বোচ্চ পাঁচজনের নাম প্রস্তাব করা যাবে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে কেউ আগ্রহী হলে তাঁরাও নিজ নিজ নাম প্রস্তাব করতে পারবেন।

গতকাল রোববার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে নাম চাওয়ার এ তথ্য জানানো হয়েছে। একই দিনে সুপ্রিম কোর্টে প্রথম বৈঠকে বসে অনুসন্ধান কমিটি। প্রসঙ্গত, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এই কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করছে।

এর আগে গত ৩১ অক্টোবর নতুন নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠনে যোগ্য ব্যক্তি বাছাইয়ের জন্য আপিল বিভাগের বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীকে সভাপতি করে ছয় সদস্যের অনুসন্ধান (সার্চ) কমিটি গঠন করে সরকার।

আইন অনুযায়ী, এই কমিটি নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের জন্য প্রতি পদের বিপরীতে দুজন করে ব্যক্তির নাম সুপারিশ করবে। আইনানুযায়ী অনুসন্ধান কমিটি গঠনের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে তাদের এই সুপারিশ দেওয়ার কথা।

অনুসন্ধান কমিটিতে সদস্য হিসেবে আছেন বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান, মো. নূরুল ইসলাম, মোবাশ্বের মোনেম, চৌধুরী রফিকুল আবরার এবং জিন্নাতুন নেছা তাহমিদা বেগম।

১৫ বছরে বিচার ছাড়াই ১৯২৬ জনকে হত্যা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রভাবশালীদের নির্দেশনা এবং প্রতিপক্ষকে দমনেও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

'ক্রসফায়ারের' মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করার প্রবণতা শুরু হয় মূলত ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর। এসব ঘটনায় জড়িত কর্মকর্তাদের কেউ কেউ অর্থের বিনিময়ে বা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। যার একটা বড় নজির ২০১৪ সালের ২৭ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জে সাত খুনের ঘটনা। র‍্যাব-১১-এর তৎকালীন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তারেক সাঈদসহ ১১ জন র‍্যাব সদস্য স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুর হোসেনের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে এসব খুনে জড়ান।

হত্যার পর ২৩ ধরনের পরিচয়

আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ক্রসফায়ারের ঘটনাগুলো নিয়ে এসবির তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নিহতদের নামের পাশে পরিচয়ের ঘর রয়েছে। তাতে নিহত ব্যক্তিদের ২৩ ধরনের পরিচয় পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীও রয়েছেন। তবে বেশির ভাগ নামের পাশে 'সন্ত্রাসী', 'দুষ্কৃতকারী', 'বন্দুকধারী' বা 'অস্ত্রধারী', 'মাদক কারবারি', 'জলদস্যু', 'বনদস্যু', 'ডাকাত', 'ছিনকাইকারী', 'মামলার আসামি', 'চরমপন্থী' ইত্যাদি পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অনেক রাজনৈতিক কর্মীকেও এসব পরিচয়ে ক্রসফায়ারে মারা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

উল্লিখিত সাত বছরে ক্রসফায়ারে নিহত ৪৭৭ জনের পরিচয় লেখা হয়েছে মাদক ব্যবসায়ী বা মাদক কারবারি। এরপর সবচেয়ে বেশিজনের (৩০০ জন) পরিচয়ের ঘরে লেখা হয়েছে ডাকাত, রোহিঙ্গা ডাকাত ও ছিনতাইকারী। নিহত ১৪২ জনের পরিচয় 'সন্ত্রাসী' লেখা।

এতে ৫ জনকে বিএনপি ও অন্যান্য সংগঠনের সদস্য এবং ৯ জনকে জামায়াত-শিবিরের কর্মী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তবে তালিকায় ২০১৭ সালের পর থেকে নিহত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক পরিচয় আর উল্লেখ করেনি এসবি।

এ ছাড়া জলদস্যু, বনদস্যু ও দস্যু পরিচয়ে ৮৩ জন, দুষ্কৃতকারী পরিচয়ে ৩৩ জন, বিভিন্ন হত্যা মামলার আসামি পরিচয়ে ১৭ জন, অন্যান্য মামলার আসামি পরিচয়ে ১৬ জন, চরমপন্থী পরিচয়ে ১৬ জন এবং অস্ত্রধারী বা বন্দুকধারী পরিচয়ে ৩৮ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। তা ছাড়া ধর্ষক বা ধর্ষণের আসামি পরিচয়ে ৭ জন, মানব পাচারকারী পরিচয়ে ৯ জন ও স্থানীয় সন্ত্রাসী বাহিনী সদস্য পরিচয় দেওয়া হয় ৬ জনের।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ৫২ জনের কোনো পরিচয় ক্রসফায়ার-সংক্রান্ত পুলিশের নথিতে উল্লেখ করা হয়নি। এ ছাড়া পাহাড়ি বিভিন্ন সশস্ত্র দল ও সংগঠনের সদস্য পরিচয়ে ৬ জন, চোরাকারবারি পরিচয়ে ৩ জন এবং অপহরণকারী পরিচয় দেওয়া হয়েছে ২ জনের।

তবে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, নিহত এসব ব্যক্তির অনেকে নানা ধরনের অপরাধে জড়িত বা মামলার আসামি এটা যেমন ঠিক, আবার এসবের সঙ্গে জড়িত নয় এমন ব্যক্তিকেও কোনো না কোনো তকমা দিয়ে ক্রসফায়ারের নামে হত্যা করার অভিযোগ রয়েছে।

এমনই একটি ঘটনা সারা দেশে আলোড়ন তৈরি করেছিল ২০১৮ সালে। ওই বছরের ২৬ মে রাতে কক্সবাজারের টেকনাফের মেরিন ড্রাইভ সড়কে মাদকবিরোধী অভিযানের নামে র‍্যাবের ক্রসফায়ারে নিহত হন টেকনাফ পৌরসভার কাউন্সিলর একরামুল হক। তিনি টেকনাফ উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ছিলেন। কিন্তু ক্রসফায়ারে নিহত ব্যক্তিদের নিয়ে এসবির করা তালিকায় তাঁর পরিচয় লেখা হয় 'মাদক ব্যবসায়ী'।

হত্যা করতে নেওয়ার সময় একরাম তাঁর মেয়েকে ফোন করেছিলেন। সেই কল কাটার আগেই একরামকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ক্রসফায়ারের নামে গুলি করে হত্যা করা হয়। পুরো সময়টায় ফোন কল চালু ছিল। পরে সেই কল রেকর্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে একরাম ও তাঁর মেয়ের শেষ কথা, কান্না, গাড়ি থেকে নামানোর শব্দ, তারপর গুলির শব্দ মানুষকে নাড়া দিয়েছিল।

এ ঘটনাকে 'ঠান্ডা মাথায় হত্যা' বলে উল্লেখ করেন একরামের স্ত্রী আয়েশা বেগম। তিনি গত ৩১ অক্টোবর *প্রথম আলোকে* বলেন, একরামকে হাত বেঁধে গুলি করে হত্যার পর র‍্যাব বলে বন্দুকযুদ্ধে সে মারা গেছে। ক্ষমতাসীন দলের কর্মী হওয়ার পরও তাঁকে রাজনৈতিক শত্রুতা থেকে মারা হতে পারে বলে ধারণা করছেন তিনি।

আয়েশা আরও বলেন, 'ক্রসফায়ারের ঘটনায় আমাদের কোনো মামলা, এমনকি জিডিও করতে দেওয়া হয়নি। উল্টো হয়রানি করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের দুই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী আমাকে এ বিষয়ে গণমাধ্যমে কথা বলতেও নিষেধ করেছিলেন।'

কোন এলাকায় কত হত্যা

ক্রসফায়ারের পুলিশি তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০১৫ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ৪৫৯ জন বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে, যা আট বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্রসফায়ার দেওয়া হয়েছে ঢাকা বিভাগে, এখানে নিহত হন ২৯১ জন। এরপরেই রয়েছে খুলনা, সেখানে নিহত ২৬০ জন। এর বাইরে রাজশাহী বিভাগে ১১৬ জন, বরিশাল বিভাগে ২৯ জন, সিলেট বিভাগে ৩৩ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৫৮ জন ও রংপুর বিভাগে ৪৭ জনকে বিচার ছাড়াই গুলি করে হত্যা করা হয়।

এই সময়ে ৬৪ জেলার প্রতিটিতেই কোনো না কোনো সময়ে 'ক্রসফায়ারে' হত্যার ঘটনা ঘটেছে। জেলা হিসেবে সবচেয়ে বেশি ক্রসফায়ারের ঘটনা কক্সবাজারে। সাত বছরে (২০১৫-২১) এই জেলায় ২২৬ জন নিহত হন পুলিশ, র‍্যাবসহ বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের ক্রসফায়ারে। জেলা হিসেবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্রসফায়ারে ঘটনা ঢাকায়; এখানে নিহত ১৫১ জন। তৃতীয় সর্বোচ্চ চট্টগ্রামে ৭০ জন। সবচেয়ে কম ঘটনা শেরপুর, ঝালকাঠি, গোপালগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও পঞ্চগড়ে। এসব জেলায় সাত বছরে একজন করে নিহত হন।

জড়িত কোন কোন বাহিনী

পুলিশের বিশেষ শাখার নথিতে (২০১৫-২১ সাল) ১ হাজার ৭টি ক্রসফায়ারের ঘটনায় ১ হাজার ২৯৩ জন নিহত হওয়ার তথ্য রয়েছে। এর মধ্যে ৬৫১টি ঘটনায় পুলিশ ও ২৯৩টিতে র‍্যাব যুক্ত ছিল। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) যুক্ত ছিল ৪৬টি ঘটনায়। ১০টি ঘটনায় পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ইত্যাদি বাহিনী যৌথভাবে অংশ নেয়। বাকি ঘটনাগুলোয় কোস্টগার্ডসহ অন্যান্য বাহিনী যুক্ত ছিল। একটি ঘটনায় কোনো বাহিনীর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

ক্রসফায়ারের ঘটনা নিয়ে কথা হয় পুলিশ সদর দপ্তরের উপমহাপরিদর্শক মো. রেজাউল করিমের সঙ্গে। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কাউকে বিনা বিচারে হত্যার সুযোগ নেই। আমরা সব পর্যায়ের পুলিশ সদস্যদের এই বার্তা দিয়েছি। অতীতের ঘটনাগুলোতে কারও বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হলে আমরা তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেব।'

২০১৫ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ক্রসফায়ারের ঘটনাগুলো সম্পর্কে ওই সময়ে বিভিন্ন দায়িত্বে থাকা পুলিশ ও র‍্যাবের মধ্যমসারির পাঁচজন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা হয় এ প্রতিবেদকের। তাঁরা জানান, কাউকে ক্রসফায়ার দেওয়া হয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে অথবা তাঁদের নির্দেশে। র‍্যাবের ক্ষেত্রে ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন্স) এবং মহাপরিচালক পর্যন্ত এ বিষয়ে জানতেন।

রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বা আলোচিত কাউকে ক্রসফায়ারে দেওয়ার আগে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে অনুমোদন নেওয়া হতো।

এ বিষয়ে র‍্যাবের বক্তব্য জানতে গত বুধবার বাহিনীর মুখপাত্র লে. কর্নেল মুনীম ফেরদৌসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। গতকাল রোববার পর্যন্ত কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

নির্বাচনের আগে-পরে ক্রসফায়ার বেশি

আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ২০১৮ সালের বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা অতীতের সব ঘটনাকে ছাড়িয়ে যায়। এটি ছিল একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বছর। এ বছরের ৩০ ডিসেম্বর সংসদ নির্বাচন হয়। তার আগে ৪ মে থেকে 'চলো যাই যুদ্ধে, মাদকের বিরুদ্ধে' স্লোগান নিয়ে বিশেষ অভিযান শুরু হয়। যদিও এই অভিযানের পরও দেশে মাদকের কারবার কমেনি, বরং বেড়েছিল বলে পরবর্তী সময়ে খবর বের হয়েছিল।

এসবির তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালে ৩০০টি ক্রসফায়ারের ঘটনায় ৩৫৮ জন নিহত হয়। এর মধ্যে ২০২টি ঘটনায় জড়িত ছিল পুলিশ, ৯৬টিতে ছিল র‍্যাব, পুলিশের সঙ্গে অন্যান্য বাহিনীর যৌথ অভিযান ছিল একটি এবং বিজিবি ও র‍্যাবের যৌথ অভিযান ছিল একটি। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ২২৭ জনকে মাদক কারবারি আখ্যা দেওয়া হয়। বাকিদের মধ্যে ৪৬ জনের পরিচয় লেখা হয়েছে ডাকাত বা ছিনতাইকারী।

শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলে সর্বোচ্চ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ২০১৮ সালে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ঘটনা ঘটে ২০১৯ সালে; ওই বছর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ক্রসফায়ারের ২৪১টি ঘটনায় ৩০৭ জন নিহত হন।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা গেছে, আওয়ামী লীগ সরকারের টানা দেড় দশকের শাসনামলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে-পরে ক্রসফায়ার বেড়ে যায়।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বছর ১২৮ জন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কথিত ক্রসফায়ারে নিহত হন, যা আগের পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চসংখ্যক মৃত্যু। এর আগে নবম জাতীয় নির্বাচনের পর ২০০৯ সালে ক্রসফায়ারে নিহত হন ১২৫ জন। মাঝের বছরগুলোতে ২০১০ সালে ৯৩ জন, ২০১১ সালে ৬২ জন, ২০১২ সালে ৫৮ জন ও ২০১৩ সালে ৪২ জন নিহত হন।

রাজনৈতিক দলগুলো বলছে, ক্রসফায়ার ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতিপক্ষকে দমন ও ভয়ের সংস্কৃতি তৈরির অন্যতম হাতিয়ার। এ জন্য নির্বাচনের আগে-পরে এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটেছে।

বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনগুলোর তথ্য অনুযায়ী, আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরে তাদের ৬৫১ জন নেতা-কর্মীকে ক্রসফায়ারের নামে হত্যা করা হয়েছে। আর জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবির বলছে, এই সময়ে একইভাবে তাদের ৫০ জনের অধিক নেতাকর্মীকে হত্যা করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

এ বিষয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর *প্রথম আলোকে* বলেন, 'গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ পরিকল্পিতভাবে ক্রসফায়ারসহ নানা উপায়ে বিচারবহির্ভূতভাবে মানুষ হত্যা করেছে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মূল ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করা এবং নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া।'

পুলিশের বিশেষ শাখার তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালে ১২৪ জন, ২০১৬ সালে ১৬৩ জন, ২০১৭ সালে ১৬৪ জন, ২০২০ সালে ১৪৭ জন ও ২০২১ সালে ৩০ জন পুলিশসহ বিভিন্ন বাহিনীর ক্রসফায়ার বা বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন।

পুলিশ সদর দপ্তরের মুখপাত্র ও সহকারী মহাপরিদর্শক ইনামুল হক সাগর *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বর্তমান পুলিশ প্রশাসন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সমর্থন করে না। আমরা চাই প্রকৃত অপরাধীর প্রচলিত আইনে বিচার হোক।'

নিষেধাজ্ঞায় নিয়ন্ত্রণে আসে মানুষ হত্যা

দেশে-বিদেশে নানা সমালোচনা সত্ত্বেও গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করেনি শেখ হাসিনা সরকার। বরং সরকার নানাভাবে এই ঘটনাগুলোর বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এমন পরিস্থিতিতে ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর 'গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের' দায়ে র‍্যাব এবং এর সাবেক মহাপরিচালক (পরে আইজিপি) বেনজীর আহমেদসহ বাহিনীটির সাবেক ও তখনকার সাত শীর্ষ কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র।

এরপর ক্রসফায়ার বা বন্দুকযুদ্ধের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড একেবারেই কমে যায়। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে ৪ জন ও ২০২৩ সালে একজন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ক্রসফায়ারে নিহত হন।

আগামীতে যেন এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সে জন্য কাজ করছে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত পুলিশ সংস্কার কমিশন। এ বিষয়ে পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রধান সফর রাজ হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মানবাধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পুলিশের সংস্কারের কাজ করছি। আমরা বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সংস্কারের এমন কিছু প্রস্তাব দিতে চাই, যাতে আগামীতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।'

ক্রসফায়ার থেকে গুলিতে অভ্যস্ততা

শেখ হাসিনা সরকারের একপর্যায়ে ক্রসফায়ারের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি মানুষকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে গুম করার ভয়ংকর প্রবণতা শুরু হয়। ২০১৪ সালের একতরফা নির্বাচনের আগ দিয়ে গুমের ঘটনা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। ভুক্তভোগীদের বড় অংশই ছিল বিরোধী দলের নেতা-কর্মী।

বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠনগুলোর হিসাবে শেখ হাসিনা সরকারের তিন মেয়াদে দেশে পাঁচ শতাধিক মানুষ গুমের শিকার হন। পরবর্তী সময়ে অনেকের লাশ পাওয়া যায়। কাউকে কাউকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। কেউ কেউ অনেক পরে ছাড়া পান। গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বজনদের সংগঠন মায়ের ডাকের হিসাবে এখনো ১৫৮ জনের খোঁজ পাওয়া যায়নি। সংগঠনটি নিখোঁজ এই ব্যক্তিদের তালিকা গত ১৮ আগস্ট প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) মহাপরিচালকের কাছে দিয়ে আসে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ক্রসফায়ার বা বন্দুকযুদ্ধ, হেফাজতে মৃত্যু ও গুমের ঘটনার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার দেশে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করেছিল। আর এটা করতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একশ্রেণির সদস্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। তারা অনেকটা 'বন্দুকবাজ' হয়ে ওঠে বলেও আলোচনা রয়েছে।

এর প্রতিফলন দেখা যায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময়ও। তখন আন্দোলন দমন করতে পুলিশ ব্যাপকভাবে প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহার করে। এর ফলে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পুলিশ ও থানাগুলো বিক্ষুব্ধ মানুষের আক্রোশের মুখে পড়ে।

পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) সাবেক প্রধান বাহারুল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'একসময়ে কাউকে গুলির কথা বললে আমাদের অন্তরে কাঁপন ধরে যেত। র‍্যাব গঠনের পর শীর্ষ সন্ত্রাসী ও চরমপন্থীদের গুলি করে হত্যার মাধ্যমে ক্রসফায়ারের সংস্কৃতি শুরু হয়। তখন মানুষও বাহবা দিতে থাকে। পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থা এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। একপর্যায়ে পুলিশও জনপ্রিয় হতে ক্রসফায়ার শুরু করে। এভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ট্রিগার হ্যাপি হয়ে যায়।' তাঁর মতে, এবারের ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পুলিশের বেপরোয়া গুলির পেছনে গত ২০ বছরের গুলি করার অভ্যস্ততা কাজ করেছে।

Government of the Peoples Republic of Bangladesh Office of the District controller of stores (Stores Section), Pahartali
Bangladesh Railway
Pahartali, Chattogram.
e-mail: dcospht@railway.gov.bd

Memo No: 54.01.1543.122.07.002.24 Date: 29.10.2024

e-Tender Notice No. 01/2024-25

e-Tender is invited in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the procurement of the following Goods:

Tender ID	Package No.	Description of Goods and Tender Method	Documents last selling Date and time	Tender Proposal Closing Date and time
1014031	54.01.1543.122.07.002.24	Procurement of Office Furniture OTM (NCT)	18.11.2024, 17:00	19.11.2024, 12:30

This is an online Tender, where only e-Tender will be accepted in the National e-GP Portal and no offline/hard copies will be accepted.

To submit e-Tender, registration in the National e-GP system portal (http://www.eprocure.gov.bd) is mandatory.

The fees for downloading the e-Tender Documents from the National e-GP System Portal have to be deposited online through any registered Banks' branches.

Further information and guidelines are available in the National e-GP System portal and from e-GP help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

Signed
(Md. Shazzadul Islam)
District controller of stores (Stores Section), Pahartali
Bangladesh Railway, Chattogram.

এস(২৪)(২২৪)

নাগরিকদের অংশগ্রহণ | নাগরিকদের অংশগ্রহণের অভাব বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

প্রশাসনিক সংস্কারের চ্যালেঞ্জগুলো কী

সংস্কার

গত অক্টোবরে আরও কিছু কমিশনের পাশাপাশি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী বাংলাদেশে সংস্কার কমিশনের প্রতি জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি। প্রশাসনিক সংস্কারের চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে লিখেছেন সৈয়দা লাসনা কবীর ও মোহাম্মাদ ঈসা ইবনে বেলাল

এ অঞ্চলে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের ইতিহাস দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময়। এর যাত্রা শুরু হয় ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই, যখন একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের লক্ষ্যে তারা কয়েকটি সংস্কার কমিশন গঠন করে। উল্লেখযোগ্য কমিশনগুলো হলো—হিচিসন কমিশন (১৮৮৬), ইসলিংটন কমিশন (১৯১২), লি কমিশন (১৯২৪) ও সাইমন কমিশন (১৯৩০)।

এসব কমিশনের মূল লক্ষ্য ছিল এ অঞ্চলের মানুষের প্রশাসনে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ তৈরি করা এবং এমন একটি আমলাতন্ত্র গঠন করা, যা ব্রিটিশ শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারবে। পাকিস্তান আমলে কিছু সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হলেও গণতন্ত্রের অভাব ও সামরিক শাসনের কারণে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য বেশ কয়েকটি কমিশন গঠন করা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবুর রহমান প্রশাসনিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে 'সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রেস্টোরেশন কমিটি' গঠন করেন। এরপর ১৯৭২ সালে 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রি-অর্গানাইজেশন কমিটি' এবং 'ন্যাশনাল পে-স্কেল কমিশন' গঠন করা হয়। এসব কমিশনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় পুনর্গঠন, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিষ্ঠা এবং একটি নতুন বেতনকাঠামো তৈরি করা হয়।

জিয়াউর রহমানের শাসনামলে 'পে অ্যান্ড সার্ভিস কমিশন' গঠন করা হয়, যার লক্ষ্য ছিল প্রশাসনের পুনর্গঠন ও বেতনকাঠামো উন্নয়ন। তার পরবর্তী সময়ে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১০টি সংস্কার কমিশন গঠন করেন। এগুলোর মধ্যে 'মার্শাল ল কমিটি', প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠন কমিটি (সিএআরআর), জাতীয় বেতন কমিশন ইত্যাদি। এসব কমিশনের উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বলতে থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা এবং নতুন বেতনকাঠামো প্রবর্তন করা হয়।

গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার প্রশাসনিক পুনর্গঠনের জন্য একটি সংস্কার কমিটি গঠন করে; যদিও এই কমিটি কোনো সুপারিশ জমা দিতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তী সময় ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার প্রশাসন সংস্কার কমিশন (এসিআর) এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন (পিএআরসি) গঠন করে, যার লক্ষ্য ছিল স্বচ্ছ, জবাবদিহি ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

২০০৫ সালে বিএনপি সরকার 'ট্যাক্স অমবাডসম্যান আইন' পাস করে, যা আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সহায়ক ছিল। সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৭ সালে 'রেগুলেটরি রিফর্ম কমিশন' গঠন করে এবং নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার মতো সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার আবার ক্ষমতায় এসে প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য কর্মদক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি (পিবিইএস) প্রবর্তনের চেষ্টা করে, যা জনগণের অংশগ্রহণ ও প্রশাসনিক কার্যকারিতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছিল। তবে এসব কমিশনের বেশির ভাগ প্রস্তাবনাই সরকার বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের ব্যর্থতার পেছনে কিছু সাধারণ কারণ দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান।

প্রথমত, রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব। নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রশাসনিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য তেমন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। ফলে অধিকাংশ সংস্কার উদ্যোগ কেবল পরিকল্পনা পর্যায়ে থেকে যায় এবং বাস্তবে তার সুফল জনগণ ভোগ করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, উপনিবেশবাদী আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর প্রভাব এখনো বাংলাদেশে বিদ্যমান। ব্রিটিশ শাসনকালে গড়ে ওঠা আমলাতন্ত্র কেন্দ্রভিত্তিক এবং স্বচ্ছতার অভাবে ভুগছে। সরকারি কর্মকর্তারা পরিবর্তনকে তাঁদের ক্ষমতা এবং প্রভাবের জন্য হুমকি হিসেবে দেখে থাকেন। তাঁরা প্রশাসনিক সংস্কারকে তাঁদের পদমর্যাদা এবং সুযোগ-সুবিধার জন্য ক্ষতিকর মনে করেন। এ কারণে প্রায়ই তাঁরা সংস্কারের বিরুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়ান; এমনকি তাঁরা সংস্কারের কাজে ধীরগতির নীতি গ্রহণ করেন, যাতে তা বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়ত, ব্যবসায়িক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা যখন রাজনীতিতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁরা প্রায়ই প্রশাসনিক সংস্কারের বিরোধিতা করেন। তাঁদের মূল লক্ষ্য থাকে নিজেদের ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক সুবিধা রক্ষা করা, যা প্রশাসনের উন্নয়ন ও জনসাধারণের কল্যাণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে প্রশাসনিক সংস্কার সফলভাবে বাস্তবায়িত হয় না।

চতুর্থত, প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট (পোষক-পোষ্য) সম্পর্কের কারণে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের অনুগত কর্মকর্তারা পদোন্নতি পান, অন্যদিকে বিরোধী মতাবলম্বী কর্মকর্তারা প্রশাসনিকভাবে অকার্যকর বা ওএসডি (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) হিসেবে চিহ্নিত হন। এই ধরনের পক্ষপাতিত্ব প্রশাসনের দক্ষতা এবং কার্যকারিতাকে দুর্বল করে তোলে। সরকার তাদের পছন্দের আমলাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে প্রশাসনিক সংস্কারের বিরোধিতা করে, এ কারণে সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাবও প্রশাসনিক সংস্কারের পথে একটি বড় বাধা। অনেক সময় প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ এবং সংস্থা সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বা প্রযুক্তিগত জ্ঞান রাখে না। একই সঙ্গে, আইনের শাসনের দুর্বলতা এবং প্রশাসনের স্বায়ত্তশাসনের অভাবও সংস্কারের সঠিক বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে।

এ ছাড়া নাগরিকদের অংশগ্রহণের অভাব বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। সংস্কারের সফল বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সঙ্গে পরামর্শ করা এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু প্রায়ই

■ উপনিবেশবাদী আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর প্রভাব এখনো বাংলাদেশে বিদ্যমান।

■ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাবও প্রশাসনিক সংস্কারের পথে একটি বড় বাধা।

■ প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট (পোষক-পোষ্য) সম্পর্কের কারণে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

■ প্রশাসনের কার্যক্রমে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা জরুরি।

সরকারি কর্মকর্তারা জনগণের মতামত বা সুপারিশ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেন। এমনকি যখন অংশীদারদের পরামর্শ নেওয়া হয়, তখনো তাঁদের মতামত বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। এই পরামর্শের অভাব এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণের অভাব প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাকে দুর্বল করে এবং প্রশাসনিক সংস্কারের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দেশের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ। এই সরকার মূলত রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং রাজনৈতিক দলের সরাসরি সহায়তা ছাড়াই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এটি একটি অনন্য পরিস্থিতি, যা দেশের উন্নয়ন ও সংস্কারের ধারায় নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করছে। যেহেতু এ সরকারের দৃশ্যমান কোনো রাজনৈতিক স্বার্থ নেই, তাই জনগণ আশা করছে যে এই সরকার দেশের সংস্কারে সফল হবে। তবে একটি বিষয় বেশ উদ্বেগজনক; এই সরকার কত দিন ক্ষমতায় থাকবে, তা সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। এ কারণে সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ প্রয়োজন, যা দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব; পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত, যাতে দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়।

জনপ্রশাসনকে জনমুখী করার জন্য প্রশাসনিক সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। ব্রিটিশরা তাদের উপনিবেশ শাসন দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে এ দেশে আধুনিক আমলাতন্ত্রের সূচনা করেছিল। সেই সময়ে জনগণের সেবা মুখ্য ছিল না; বরং ব্রিটিশ শাসনের সুবিধার্থে একটি কেন্দ্রীভূত ও নিয়ন্ত্রণমূলক প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করা হয়। এ কারণে ওই আমলাতন্ত্র কখনোই জনগণের সেবায় উৎসর্গিত হতে পারেনি।

পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত, আমলাতন্ত্র প্রায়ই সামরিক শাসনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৯১ সাল থেকে প্রশাসনে দলীয়করণের প্রভাব স্পষ্ট হতে শুরু করে। ২০০৮ পরবর্তী সময়ে আমলাতন্ত্র তার নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলে এবং দলীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নে বেশি গুরুত্ব দিতে থাকে। আওয়ামী লীগ সরকার তাদের সমর্থক সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করে, যার ফলে প্রশাসন জনগণের থেকে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এই প্রেক্ষাপটে, বর্তমান সংস্কার কমিটির অন্যতম লক্ষ্য—প্রশাসনকে জনমুখী করা। এটা অত্যন্ত কঠিন চ্যালেঞ্জ। অতীতে প্রশাসন জনগণের প্রত্যাশা পূরণে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল সরকারের আদেশ বাস্তবায়ন; জনগণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করা নয়।

প্রশাসনিক সংস্কৃতি পরিবর্তনের জন্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও নৈতিকতার ওপর জোর দিতে হবে। তাঁদের মধ্যে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে দেশের প্রকৃত মালিক জনগণ ও প্রশাসনের মূল লক্ষ্য জনগণের সেবা করা। জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার নীতিমালা যদি কর্মকর্তাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে প্রশাসন সত্যিকারের জনমুখী হয়ে উঠবে এবং জনগণের কল্যাণে কাজ করবে।

প্রশাসনে স্বচ্ছ জবাবদিহি নিশ্চিত করা গেলে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রশাসনের জনমুখীকরণও সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। বর্তমানে শুধু উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অধীনস্থ কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) মূল্যায়ন করে থাকেন। কিন্তু সাধারণ জনগণের কাছে প্রশাসনের কোনো সরাসরি জবাবদিহি নেই। এ কারণে সেবা গ্রহণের সময় জনগণ প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের ভোগান্তির শিকার হন।

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রশাসনের কার্যক্রমে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা জরুরি। প্রতিটি সরকারি দপ্তরে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা যেতে পারে বা অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এর মধ্য দিয়ে জনগণ তাঁদের অসন্তোষ ও অভিযোগ সরাসরি প্রশাসনের নজরে আনতে পারবেন। এতে কর্মকর্তারা তাঁদের কাজে আরও মনোযোগী ও দায়িত্বশীল হবেন। পাশাপাশি সরকার ও দুর্নীতি দমন কমিশন এসব অভিযোগ বিশ্লেষণ করে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অসৎ কর্মকর্তাদের দ্রুত শনাক্ত করতে পারবে, যা প্রশাসনে দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে ক্যাডারভিত্তিক দ্বন্দ্ব নতুন কিছু নয়। অন্যান্য দেশের মতো এখানে সাধারণ কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরাজমান এই দ্বন্দ্ব প্রশাসনের সামগ্রিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ঐতিহ্যগতভাবে সাধারণ কর্মকর্তারা সুবিধাজনক পদে বসে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, যেখানে বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে মূলত প্রযুক্তিগত বিষয়ে।

বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষের অন্যতম প্রধান কারণ হলো, সচিবালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো সাধারণ কর্মকর্তারা দখলে রাখেন। এমনকি যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান অপরিহার্য, সেখানেও সাধারণ কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। এ পরিস্থিতি বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও অবদানের যথাযথ স্বীকৃতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

এই দ্বন্দ্ব নিরসনে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা জরুরি, যেখানে বিশেষজ্ঞ ক্যাডারভুক্তদের নিয়োগ ও পদোন্নতি শুধু তাঁদের মধ্য থেকেই করা হবে। এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের অবদানকে যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে এবং প্রশাসনের উন্নয়নে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হবে।

প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যগুলো সফলভাবে অর্জন করতে হলে সময়ের চাহিদা, পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামোর ক্ষমতা ও উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করা অপরিহার্য। তবে সংস্কারের প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রভাবক বা ফ্যাক্টরগুলোর ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না। শক্তিশালী রাষ্ট্র, বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর নিজস্ব এজেন্ডা এবং স্বার্থ থাকায় তারা প্রায়ই এসব সংস্কারের দিকনির্দেশনাকে প্রভাবিত করতে চায়।

তাই প্রশাসনিক সংস্কারের কার্যক্রম কেবল আমলাদের ওপর নির্ভর না করে সমাজের সব স্তরের সমন্বিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষদের সমন্বয়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যারা সংস্কারের অগ্রগতি তদারক করবে এবং এর সফল বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিশেষ করে প্রশাসনিক সংস্কার একটি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম। এই অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত হবে ন্যূনতম কিছু সংস্কার কার্যক্রম দিয়ে এই যাত্রা শুরু করা। মনে রাখতে হবে আগের সব প্রশাসনিক কার্যক্রম বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মুখ থুবড়ে পড়েছিল রাজনৈতিক সমর্থনের অভাব ও আমলাতন্ত্রের বাধার কারণে।

সংস্কার প্রস্তাব করা আর তার বাস্তবায়ন এক বিষয় নয়। আমাদের শুরু থেকেই লক্ষ্য হওয়া উচিত, রাজনৈতিক শক্তির সমর্থন অর্জন করার চেষ্টা করা এবং তার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কিছু সংস্কার প্রস্তাবকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা। একটি অতি উচ্চাভিলাষী সংস্কার প্রস্তাবনা আশাবাদ তৈরি করতে পারে, কিন্তু বাস্তবায়নহীন এই প্রস্তাবনা দীর্ঘমেয়াদি হতাশার জন্ম দেবে।

● **ড. সৈয়দা লাসনা কবীর** অধ্যাপক, লোকপ্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মোহাম্মাদ ঈসা ইবনে বেলাল গবেষক

স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ | নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে পরকীয়া প্রেমের সন্দেহে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

সংক্ষেপে

নারায়ণগঞ্জ

পলিথিন ব্যাগ জব্দ

নারায়ণগঞ্জ শহরের পাইকারি কাঁচাবাজার দ্বিগুবাবুর বাজারে অভিযান চালিয়ে তিন দোকান থেকে নিষিদ্ধঘোষিত ২৯০ কেজি পলিথিন শপিং ব্যাগ জব্দ ও ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বিকেলে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিনিয়র সহকারী কমিশনার আল মামুনের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে জেলা পুলিশ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি দল উপস্থিত ছিল। শহরের পাইকারি দ্বিগুবাবুর বাজারের মেসার্স এলভি ট্রেডার্স থেকে ২৪০ কেজি পলিথিন জব্দ ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। মেসার্স ফাতেমা স্টোর থেকে ২১ কেজি পলিথিন জব্দ ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং মেসার্স সোহান স্টোর থেকে ২৪ কেজি পলিথিন জব্দ ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জ অফিসের উপপরিচালক এ এইচ এম রাসেদ বলেন, নিষিদ্ধঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ রোধকল্পে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ৬ক ধারা অনুযায়ী ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়। নিষিদ্ধঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, মজুত, ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ রোধকল্পে পরিবেশ অধিদপ্তরের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

কর্মচারীসহ আটক ৩

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গাঁজা সেবনরত অবস্থায় দুই কর্মচারীসহ এক বহিরাগতকে আটক করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলসংলগ্ন এলাকায় গাঁজা সেবনকাল অভিযুক্তদের আটক করে প্রক্টরিয়াল বডির হাতে সোপর্দ করেন শিক্ষার্থীরা। আটক বক্তিরা হলেন শহীদ রফিক-জব্বার হলের ডাইনিং কর্মচারী মো. আবু ইউসুফ, মীর মশাররফ হোসেন হলের ডাইনিং কর্মচারী নাসিমুল হক ও বহিরাগত সজীব ইসলাম। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, অভিযুক্তরা হলসংলগ্ন শান্তিনিকেতন নামক স্থানে বসে গাঁজা সেবন করছিলেন। এ সময় কয়েকজন শিক্ষার্থী এসে পরিচয় জানতে চাইলে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ান। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের খবরে প্রক্টররিয়াল টিম এসে ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্তদের আটক করে।

প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

জমি চাষ

শীতকালীন সবজি আবাদের জন্য জমি তৈরি করছেন কৃষক কাশেম মিয়া। গতকাল নারায়ণগঞ্জের মধ্য নরসিংপুর এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

সফল মাল্টাচাষি বিমল

ঢাকার কেরানীগঞ্জ

বিমল এখন পরিবারের চাহিদা মেটানোর পর বাণিজ্যিকভাবে প্রতিদিন ৭০-৮০ কেজি মাল্টা বিক্রি করছেন।

প্রতিনিধি, *কেরানীগঞ্জ, ঢাকা*

বিমল মণ্ডলের মাল্টার বাগান। সম্প্রতি ঢাকার কেরানীগঞ্জের জীবননগরে। ছবি : প্রথম আলো

২০১৮ সালের শেষের দিকে ব্যবসায়িক কাজে ভিয়েতনাম গিয়েছিলেন বিমল মণ্ডল। সেখানে সপ্তাহখানেক ছিলেন তিনি এবং মাল্টা খাওয়ার সময় তিনি লক্ষ করেন, মাল্টা খুবই রসালো ও সুস্বাদু। পরে সেখান থেকে ফেরার সময় শখের বশে চারটি মাল্টার চারা কিনে আনেন। তিনি ফিরে আসার কিছুদিন পর বিশ্বজুড়ে শুরু হয় করোনা মহামারি।

করোনার সময় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় অবসর সময় কাটানোর জন্য বিমল তাঁর পৈতৃক অনাবাদি জমিতে মাল্টাগাছের ওই চারাগুলো রোপণ করেন। বর্তমানে সেখানে ১ হাজার ৫০০টি মাল্টাগাছে ফল ধরেছে। তিনি এখন পরিবারের চাহিদা মেটানোর পর বাণিজ্যিকভাবে প্রতিদিন ৭০ থেকে ৮০ কেজি মাল্টা বিক্রি করছেন।

বিমলের বাড়ি ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানাধীন শুভাঢ্যা ইউনিয়নের জীবননগরে। তিনি জ্যাকো ব্যাটারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও জীবন অ্যাগ্রোর স্বত্বাধিকারী।

বিমল মণ্ডল বলেন, 'শখের বশে মাল্টাগাছের ৪টি, পেয়ারার ১২টি, কলাগাছের ১৫টি চারাসহ লাউ, বেগুন ও টমেটোর চারা রোপণ করেছিলাম। বর্তমানে আমাদের প্রায় ৬ একর জমিতে ১৫ শতাধিক মাল্টাগাছ, ১৫০টি পেয়ারাগাছ, ৩০০টি কলাগাছ, শতাধিক সফেদাগাছ ও ৭০টি জাম্বুরাগাছ রয়েছে। এ ছাড়া আমাদের বাগানে লাউ, মুলা, বেগুন, শসাসহ বিভিন্ন ধরনের সবজিও উৎপাদন করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রায় এক বিঘা জায়গায় মাছ চাষ করছি। আমাদের খামারে হাঁস ও মুরগি ছাড়া সাতটি দুগ্ধবতী গাভি রয়েছে। আমরা গাছে কোনো ধরনের রাসায়নিক সার প্রয়োগ করি না। বায়োগ্যাস প্রয়োগ করে সবজি উৎপাদন করছি। প্রতিদিন সকাল ও বিকেলে কেরানীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন এসে খামারের দুধ, সবজি ও ফলমূল কিনে নিয়ে যান। প্রতিবছর এই খামার থেকে ৮-১০ লাখ টাকা বাড়তি আয় হচ্ছে। খামার ও ফসলাদি পরিচর্যার জন্য চার কর্মচারী কাজ করছেন।'

বিমল মণ্ডল আরও বলেন, 'ছোটবেলা থেকে আমি ফলমূল পছন্দ করতাম। রাসায়নিক-জাতীয় খাবার পছন্দ করতাম না। সেই থেকে আমার ছেলেমেয়ে ও পরিবারকে সারমুক্ত ফলমূল ও সবজি খাওয়াতাম। জীবন অ্যাগ্রো খামারটি শুরু করার পর থেকে আমার চিন্তায় এল শুধু আমার পরিবারকে নয়, এখন থেকে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনকে রাসায়নিক ও বিষমুক্ত সবজি-ফলমূল খাওয়াব। সেই ভাবনা থেকে শখের বশে গড়ে তোলা ছোট পরিসরের খামারটিকে এখন বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগাচ্ছি।'

জানতে চাইলে কেরানীগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মহুয়া শারমিন বলেন, 'আমরা চাই, বিমলের মতো অন্যরা খামার গড়ে তোলায় এগিয়ে আসুক। এমন খামার গড়ে তোলায় একদিকে এলাকাবাসী বিষমুক্ত ও টাটকা শাকসবজি খেতে পারছেন। অন্যদিকে বছর শেষে উদ্যোক্তারা আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হচ্ছেন। বিমলের খামারটি আরও বড় পরিসরে বর্ধিত করার পরিকল্পনা থাকলে উপজেলা কৃষি কার্যালয় থেকে তাঁকে সহযোগিতা করা হবে।'

'ট্রাম্পের মন্তব্য আমাদের অনেককে বিব্রত করেছে'

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

বক্তব্য দিচ্ছেন ধর্ম উপদেষ্টা খালিদ হোসেন। গতকাল সাভারের বিরুলিয়ায়। প্রথম আলো

ট্রাম্প (ডোনাল্ড ট্রাম্প) যে মন্তব্য করেছেন, 'এটা আমাদের অনেককে বিব্রত করেছে। কারণ, আমরা এখানে (বাংলাদেশে) যাঁরা আছি, তাঁরা মনে করি, সকল ধর্মাবলম্বীদের রাজনৈতিক অধিকার, ধর্মীয় অধিকার, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকার স্বীকৃত। ফলে অন্য ধর্মাবলম্বীদের হয়রানি করা হচ্ছে, এমন ধরনের যে অভিযোগ আমরা শুনি, আমরা এ কথাগুলোর সঙ্গে একমত নই।'

ঢাকার সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ড্যাফোডিল ইসলামিক সেন্টার আয়োজিত গতকাল রোববার বেলা ১১টার দিকে দুই দিনব্যাপী 'সুন্নাহ ফাউন্ডেশন কনফারেন্স বাংলাদেশ-২০২৪'-এর উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান পার্টির নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে বাংলাদেশ হিন্দু, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বরোচিত সহিংসতা ঘটনা ঘটেছে উল্লেখ করে এর নিন্দা জানিয়েছেন।

খালিদ হোসেন বলেন, 'ভোটের ময়দানে অনেকে অনেক কথা বলেন, হয়তো মি. ট্রাম্প ভোট পাওয়ার জন্য এসব কথা বলেছেন।'

দুই দিনব্যাপী 'সুন্নাহ ফাউন্ডেশন কনফারেন্স বাংলাদেশ-২০২৪' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মনজুরে এলাহীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে ফিলিস্তিনের দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন জিয়াদ হামাদ, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ প্রমুখ।

সাংস্কৃতিক ক্রান্তিকালে পাশে ছিলেন নুরুন্নাহার আবেদীন

স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নুরুন্নাহার আবেদীন

দেশের সংস্কৃতির বিকাশের নেপথ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ থাকেন। সংস্কৃতির সংকটকালে তাঁদের প্রয়োজন হয়। রুচিশীল উপস্থাপনা অথবা আন্তরিক আতিথেয়তা নিয়ে তেমনই এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন নুরুন্নাহার আবেদীন। ছায়ানট ও দেশের সাংস্কৃতিক সংকটের ক্রান্তিকালে সব সময় পাশে থেকেছেন তিনি।

প্রয়াত সংস্কৃতিকর্মী নুরুন্নাহার আবেদীনের স্মরণে গতকাল রোববার সন্ধ্যায় আয়োজিত স্মরণসভায় উঠে আসে এ কথাগুলো। রাজধানীর ধানমন্ডির ছায়ানট ভবনে সাংস্কৃতিক আয়োজন ও কথন পর্বের মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হয় তাঁকে। নুরুন্নাহার আবেদীন ছিলেন ছায়ানটের ট্রাস্টি ও উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য।

অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে 'ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা প্রভু তোমার পানে' সংগীতের সুরে দ্বৈত নৃত্যের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর ছায়ানটের নির্বাহী সভাপতি সারওয়ার আলী বলেন, নুরুন্নাহার আবেদীন শিখিয়েছেন—আতিথেয়তা প্রদর্শন নয়, আন্তরিকতা ও যত্নের বিষয়।

রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী ও ছায়ানট সভাপতি সন্‌জীদা খাতুনের স্মরণ থেকে পাঠ করেন রুচিরা তাবাসসুম। সন্‌জীদা খাতুন তাঁর প্রিয় বন্ধুর স্মরণে লিখেছেন তাঁদের তারুণ্যকালে সাংস্কৃতিক চর্চাকে কেন্দ্র করে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার কথা।

গবেষক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক ছায়ানটের প্রথম দিকের মানুষদের অবদানের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন বেগম সুফিয়া কামাল, ফরিদা হাসান ও সন্‌জীদা খাতুন—এই ত্রয়ীর সঙ্গে নুরুন্নাহার আবেদীনের কথাও। তিনি বলেন, এক অনন্য দৃঢ়চেতা মানুষ ছিলেন নুরুন্নাহার আবেদীন।

অনুষ্ঠানে নুরুন্নাহার আবেদীনের স্মরণে গাওয়া হয় 'চরণ ফেলিয়া ধীরে ধীরে', 'ভেসে আসে সুদূর', 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু' গানগুলো। ২০টির বেশি একক ও সম্মিলিত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হয় নুরুন্নাহার আবেদীনকে। এ বছরের আগস্টে প্রয়াত হন বাংলাদেশের সংস্কৃতির এই সুহৃদ।

রাষ্ট্রপতিকে সম্মান রেখে বিদায় নিতে বললেন চরমোনাই পীর

প্রতিনিধি, *বাগেরহাট*

সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন চরমোনাই পীর। গতকাল বাগেরহাট সদর উপজেলার ষাটগম্বুজ ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে। ছবি : প্রথম আলো

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির (চরমোনাই পীর) মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম বলেছেন, 'শেখ হাসিনা পালানোর পর রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন, পদত্যাগপত্র পেয়েছেন। কিছুদিন পর বললেন, তিনি পদত্যাগপত্র পাননি। তিনি কচ্ছপের মতো আচরণ করছেন। বিপদ দেখে মাথা গুটিয়ে নিয়েছেন, বিপদ গেলে আবার মাথা বের করেছেন। সম্মানের সঙ্গে পদত্যাগ করে চলে যান। আর তা না হলে আপনাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে।'

গতকাল রোববার বিকেলে বাগেরহাট সদর উপজেলার ষাটগম্বুজ ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আয়োজিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

রেজাউল করিম বলেন, 'কারও লেজুড় হতে চাই না। বিগত সময়ে যাঁরা ক্ষমতায় গিয়েছেন, তাঁরা ইসলামের বারোটা বাজিয়েছেন। ৫ আগস্টের পর ইসলামী রাষ্ট্রের পর্যায়ে যাওয়ার একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ইসলামী দলগুলো একত্র হলে এবং একটি প্ল্যাটফর্ম গঠন করতে পারলে আশা করা যায়, ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হবে।'

চরমোনাই পীর বলেন, 'স্বাধীনতার পর থেকে যাঁরা দেশের ক্ষমতায় বসেছেন, তাঁরাই স্বৈরাচার হয়েছেন। গত দেড় দশকের এক স্বৈরশাসকের কবল থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেছেন। ছাত্র-জনতার জীবনের বিনিময়ে আমরা নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। নতুন বাংলাদেশে আর কেউ স্বৈরশাসক না হতে পারে, এ জন্য পিআর সিস্টেম বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনপদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে।'

রেজাউল করিম আরও বলেন, জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচার করতে হবে। আওয়ামী লীগসহ সব দুর্নীতিবাজের অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তাঁদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ বাগেরহাট জেলার সভাপতি মাওলানা মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে গণসমাবেশে আরও বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (খুলনা বিভাগ) মাওলানা শোয়াইব হোসেন, জেলা কমিটির উপদেষ্টা মাওলানা মুজ্জাম্মিল হক কাসেমী, বাগেরহাট জেলার সহসভাপতি মাস্টার মকবুল হোসেন প্রমুখ। সমাবেশে বাগেরহাটের বিভিন্ন উপজেলা থেকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও সহযোগী সংগঠনের কয়েক হাজার নেতা-কর্মী অংশ নেন।

দুই তরুণকে গ্রেপ্তারের পর মিলল আগ্নেয়াস্ত্র

প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

ইয়াবাসহ দুই যুবককে আটক করে গণপিটুনি দেন এলাকাবাসী। খবর পেয়ে হাসপাতাল থেকে তাঁদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। পরে জিজ্ঞাসাবাদে তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করে পুলিশ। গত শনিবার মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গ্রেপ্তার ওই দুই যুবক হলেন ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার কলাতিয়া গ্রামের মো. শাহিনুর ইসলাম (২৯) ও ধামরাইয়ের কালামপুর মধ্যপাড়া গ্রামের মো. সুমন হোসেন (২১)।

সিঙ্গাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, গতকাল দুপুরে গ্রেপ্তার দুই আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

গ্রেপ্তার | ছাত্র আন্দোলনে একজনকে হত্যার মামলায় নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের উত্তরা ১ নম্বর ওয়ার্ড সহসভাপতি মাসুদ আলী গ্রেপ্তার। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

পুলিশ সদর দপ্তর

ইন্টারপোল সম্মেলনে যোগ দিতে গেলেন আইজিপি

ইন্টারপোলের ৯২তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাজ্যে গেছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. ময়নুল ইসলাম। গত শনিবার রাতে তিনি যুক্তরাজ্যের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় পুলিশ সদর দপ্তর। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্মেলনে দুই সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন আইজিপি। প্রতিনিধিদলের অপর সদস্য হলেন পুলিশ সদর দপ্তরের সহকারী পুলিশ মহাপরিদর্শক (এআইজি) আলী হায়দার চৌধুরী। ৯ নভেম্বর তাঁদের দেশে ফেরার কথা। চার দিনব্যাপী ইন্টারপোলের সাধারণ অধিবেশন যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো শহরে অনুষ্ঠিত হবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পুলিশ সংস্কার

সাধারণ মানুষের মতামত জানতে চেয়েছে কমিশন

পুলিশ সংস্কারের জন্য সাধারণ মানুষের মতামত জানতে চেয়েছে পুলিশ সংস্কার কমিশন। ১৫ নভেম্বরের মধ্যে এ-সংক্রান্ত মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। পুলিশ সংস্কার কমিশনের ওয়েবসাইটে 'কেমন পুলিশ চাই' শীর্ষক এক জনমত জরিপ বিজ্ঞপ্তিতে এ অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে https://forms.gle/kcXcL247eTbp3fHk6 লিংকে অথবা পুলিশ সংস্কার কমিশনের www.prc.mhapsd.gov.bd ওয়েবসাইটে ঢুকে মতামত দেওয়া যাবে। এখানে 'কেমন পুলিশ চাই' বিষয়ে একটি প্রশ্নমালা আছে। তা পূরণ করে সবাইকে মূল্যবান মতামত দিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

উদীচী

নাটক বন্ধ করা প্রগতিশীল সংস্কৃতিচর্চায় বাধা

প্রদর্শনীর মাঝপথে নাটক বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। সংগঠনটি মনে করে, এ ঘটনা প্রগতিশীল সংস্কৃতিচর্চার জন্য সহায়ক নয়। এ ধরনের কাজ বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথে বাধা। গত শনিবার রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে প্রদর্শনীর মাঝখানে একটি নাটক বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল রোববার উদীচী এক বিবৃতিতে এ কথা বলে। উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি অধ্যাপক বদিউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে এক বিবৃতিতে বলেন, তাঁরা মনে করেন যে এ ঘটনার মাধ্যমে দেশে সংস্কৃতিচর্চার পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। উদীচীর বিবৃতিতে বলা হয়, কেউ দোষী হলে বা অন্যায় করলে দেশের প্রচলিত আইনের মাধ্যমে তাঁর বিচার হবে। শিল্পকলার ভেতরের কেউ এর সঙ্গে জড়িত কি না, এসব বিষয় খতিয়ে দেখে দ্রুত তদন্ত করতে হবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

১৪ হাসপাতালের নাম পরিবর্তন

বাসস, *ঢাকা*

রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটসহ ১৪ মেডিকেল, ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের নাম পরিবর্তন করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

গতকাল রোববার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব এম এ আকমল হোসেন আজাদ স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, জাতীয় ও জেলা পর্যায়ের ১৪টি হাসপাতালের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

নাম পরিবর্তন করে ঢাকার শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটকে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি, ফরিদপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, গোপালগঞ্জের শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে গোপালগঞ্জ চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, টাঙ্গাইলের শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজকে টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ, শেখ রাসেল ন্যাশনাল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালকে ন্যাশনাল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালকে গোপালগঞ্জ ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল, গোপালগঞ্জের শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, গোপালগঞ্জের শেখ সায়রা খাতুন ট্রমা সেন্টারকে গোপালগঞ্জ ট্রমা সেন্টার নামকরণ করা হয়েছে।

এ ছাড়া সিরাজগঞ্জের ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জেনারেল হাসপাতালকে সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল, জামালপুরের শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে জামালপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনার শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতালকে খুলনা বিশেষায়িত হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীর বঙ্গবন্ধু (দলদিয়া) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের নাম দলদিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র, মানিকগঞ্জের কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও দিনাজপুরের এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নামকরণ করা হয়েছে।

অব্যাহতি পেলেন বিএনপির ৬ আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আপিল বিভাগের তৎকালীন দুই বিচারপতির বক্তব্য নিয়ে সংবাদ সম্মেলন ঘিরে আদালত অবমাননার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন বিএনপিপন্থী ছয়জন আইনজীবী। আদালত অবমাননার অভিযোগ তুলে বিএনপিপন্থী ছয়জন আইনজীবীর বিরুদ্ধে যে আবেদন করা হয়েছিল, তা খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ। পাশাপাশি আবেদনকারীকে খরচা হিসেবে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনে তিন সপ্তাহের মধ্যে এক লাখ টাকা দিতে বলা হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগ গতকাল রোববার এ আদেশ দেন।

বিশৃঙ্খলা সড়কের বেশির ভাগ অংশজুড়ে যত্রতত্র রাখা হয়েছে সিএনজিচালিত ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা। এতে সৃষ্টি হচ্ছে যানজট। গতকাল রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বছিলার চৌরাস্তা মোড় এলাকায়। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

মেটা ৪ হাজারের বেশি ফেসবুক পোস্ট সরাল

স্বচ্ছতা প্রতিবেদনের তথ্য

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৩ সালে এ পদক্ষেপ নেয় মেটা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

স্থানীয় আইন লঙ্ঘনের কারণে ২০২৩ সালে বাংলাদেশে ৪ হাজার ৩০৮টি ফেসবুক পোস্টে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে মেটা। এ ছাড়া একই সময়ে ১৪টি প্রোফাইলেও (অ্যাকাউন্ট) নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে এ পদক্ষেপ নেয় মেটা।

বিশ্বের শীর্ষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা বছরে দুবার স্বচ্ছতা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই স্বচ্ছতা প্রতিবেদন থেকে বাংলাদেশ-সম্পর্কিত এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ২০২৩ সালে বাংলাদেশের আইন লঙ্ঘনের জন্য মেটা ৫ হাজার ৮৭৮টি আইটেমে নিষেধাজ্ঞা দেয়। এর মধ্যে ৪ হাজার ৩০৮টি ফেসবুক পোস্ট আর ফেসবুক প্রোফাইল ১৪টি। এর মধ্যে শেষ ছয় মাসে ৩ হাজার ৩০০টির বেশি আইটেমে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে ফেসবুক পোস্ট ২ হাজার ৪৯টি আর প্রোফাইল ৪টি।

গত বছরে মেটার কাছে বাংলাদেশ সরকার ব্যবহারকারীর তথ্য চেয়ে ২ হাজার ৪৭৩টি অনুরোধ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালের দ্বিতীয়ার্ধ (জুলাই-ডিসেম্বর) থেকে মেটার কাছে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধের পরিমাণ টানা বাড়তে দেখা গেছে।

মেটার সর্বশেষ স্বচ্ছতা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২৩ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মেটার কাছে বাংলাদেশ সরকার ব্যবহারকারীর তথ্য চেয়ে ১ হাজার ৪৮৫টি অনুরোধ করেছে। এর মধ্যে এর মধ্যে আইনি প্রক্রিয়ায় অনুরোধ করা হয়েছে ১ হাজার ৪৩৩টি আর জরুরি ভিত্তিতে চাওয়া অনুরোধ ছিল ৫২টি। এর মাধ্যমে সরকার ২ হাজার ১৬৪ জন ব্যবহারকারী সম্পর্কে তথ্য চেয়েছে। সরকারের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মেটা ৬৭ দশমিক ৮১ শতাংশ ক্ষেত্রে সাড়া দিয়েছে।

এর আগে ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সরকার ৯৮৮টি অনুরোধ করে। এর মাধ্যমে ১ হাজার ৪৫৪ ব্যবহারকারীর বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়। এ সময় ৬৭ শতাংশের বেশি সাড়া দেয় মেটা।

নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছ থেকে প্রতিবেদন পেয়ে মেটা পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। মেটা জানিয়েছে, জুয়া এবং নিয়ন্ত্রিত পণ্য, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে যায় এমন বিষয়বস্তু, অশ্লীল আচরণ, ধর্মের ওপর আক্রমণ এবং বিভিন্ন অপরাধের জন্য স্থানীয় আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে বিটিআরসি এসব অনুরোধ করে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, সাইবার নিরাপত্তা আইনসহ অন্যান্য স্থানীয় আইন লঙ্ঘনের কারণে এসব আইটেমে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়।

গুগলে সমালোচনার আধেয় সরানোর অনুরোধ বেশি

এদিকে বিশ্বের শীর্ষ সার্চ ইঞ্জিন গুগলের কাছেও প্ল্যাটফর্মটির বিভিন্ন সেবা গ্রহণকারীর তথ্য চেয়েছে বাংলাদেশ সরকার। প্রতিষ্ঠানটির স্বচ্ছতা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩ সালে গুগলের কাছে ৪৯টি অনুরোধে সরকার ৮৫ জন ব্যবহারকারীর তথ্য চায়। এতে বছরের প্রথমার্ধে গুগল ২৩ শতাংশ এবং দ্বিতীয়ার্ধে ২২ শতাংশ তথ্য সরবরাহ করে।

আধেয় সরানোর জন্য বাংলাদেশ গত বছর ১ হাজার ৩৯১টি অনুরোধ করে। গুগল বলছে, সরকারি সংস্থাগুলো স্থানীয় আইন লঙ্ঘনের দায়ে এবং আদালতের আদেশে আধেয় সরানোর অনুরোধ করে থাকে। গুগল এ ক্ষেত্রে নিজস্ব নির্দেশিকা এবং নীতি লঙ্ঘন করে কি না, তা পর্যালোচনা করে থাকে।

২০২৩ সালে গুগলের কাছে ৫ হাজার ৬৬৭টি আধেয় সরানোর অনুরোধ করে সরকার। এর মধ্যে ইউটিউবের আধেয় ৫ হাজার ৪৮৯টি। বাকি অনুরোধগুলোর মধ্যে আছে অ্যাপস, ওয়েবসাইট।

আধেয় সরানোর অনুরোধে গুগল বছরের প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধে অর্ধেকের কম ক্ষেত্রেই সাড়া দিয়েছে। এ ছাড়া সবচেয়ে বেশি—৫৯৪টি অনুরোধ করা হয়েছে সরকারের সমালোচনার জন্য।

অরফানেজ ট্রাস্ট মামলা

খালেদা জিয়ার লিভ টু আপিল শুনানি ১০ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় উচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার করা পৃথক দুটি লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) আপিল বিভাগে শুনানির জন্য ১০ নভেম্বর দিন ধার্য করেছেন চেম্বার আদালত। আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক গতকাল রোববার শুনানির এই দিন ধার্য করেন।

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বিশেষ জজ আদালত-৫ রায় দেন। রায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরের সাজা ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে একই বছর হাইকোর্টে আপিল করেন খালেদা জিয়া। এই আপিলের ওপর শুনানি শেষে ২০১৮ সালের ৩০ অক্টোবর হাইকোর্ট রায় দেন। রায়ে খালেদা জিয়ার সাজা বাড়িয়ে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের পর ২০১৯ সালে আপিল বিভাগে পৃথক দুটি লিভ টু আপিল করেন খালেদা জিয়া।

চট্টগ্রাম সিটির মেয়র হিসেবে শপথ নিলেন শাহাদাত হোসেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র হিসেবে শপথ নিয়েছেন শাহাদাত হোসেন। গতকাল রোববার সকালে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। একই সঙ্গে কাউন্সিলর না থাকায় করপোরেশন পরিচালনার জন্য ১৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি করে দেন।

২০২১ সালের ২৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ৩ লাখ ৬৯ হাজার ২৪৮ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন নৌকার প্রার্থী রেজাউল করিম চৌধুরী। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী শাহাদাত ধানের শীষ প্রতীকে পান ৫২ হাজার ৪৮৯ ভোট। সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া আওয়ামী লীগের নগর কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম রেজাউল করিম চৌধুরীকে বিজয়ী ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।

তবে ভোটে কারচুপির অভিযোগ তুলে ফল বাতিল চেয়ে ওই বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরের আহ্বায়ক শাহাদাত।

কোনো বিচারক কর্মস্থলে অনধিক তিন বছর দায়িত্ব পালন করবেন

বদলি ও পদায়ন নীতিমালার খসড়া

অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি ও পদায়ন নীতিমালার খসড়া গতকাল রোববার সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অধস্তন আদালতে কর্মরত কোনো বিচারক প্রতিটি কর্মস্থলে অনধিক তিন বছর দায়িত্ব পালন করবেন—এমন বিধান রেখে অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি ও পদায়ন নীতিমালার খসড়া তৈরি করেছে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন।

অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি ও পদায়ন নীতিমালার খসড়া গতকাল রোববার সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এই নীতিমালার বিষয়ে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসে কর্মরত সব জেলা ও দায়রা জজ/সমপর্যায়ের বিচারকদের মতামত লিখিত আকারে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের দপ্তর বা ই-মেইল অথবা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৭ নভেম্বরের মধ্যে পাঠাতে বলা হয়েছে।

গত ২১ সেপ্টেম্বর প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ অধস্তন আদালতের বিচারকদের উদ্দেশে অভিভাষণ দেন। সেখানে তিনি বিচার বিভাগ সংস্কারে রোডম্যাপ ঘোষণা করেন। সেদিন প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন, বিচারকদের পদায়ন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনো ঘোষিত নীতিমালা নেই। ফলে পদায়ন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনেক সময়ই বিচারকেরা বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। এ বিষয়ে একটি যথোপযুক্ত নীতিমালা দ্রুত প্রণয়ন করবেন।

প্রধান বিচারপতির দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ যথাযথভাবে পালনের ক্ষেত্রে অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি ও পদায়ন নীতিমালা, ২০২৪ (খসড়া) প্রস্তুত করা হয়েছে। নীতিমালার বিষয়ে মতামত লিখিত আকারে জানাতে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মো. আজিজ আহমদ ভূঞার আজ সই করা এক স্মারকে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। স্মারকসহ নীতিমালা সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

খসড়া নীতিমালার অংশবিশেষ

'বিচারকদের পদায়নের সাধারণ মেয়াদ' বিষয়ে খসড়ায় বলা হয়, অধস্তন আদালতে কর্মরত কোনো বিচারক প্রতিটি কর্মস্থলে অনধিক তিন বছর দায়িত্ব পালন করবেন। তবে যদি প্রধান বিচারপতির কাছে প্রতীয়মান হয় যে কোনো বিচারক কোনো বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন বা কোনো বিচারক বদলি হলে বিচার প্রশাসনে ব্যাঘাত সৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে, সে ক্ষেত্রে ওই বিচারক অনধিক আরও এক বছর ওই কর্মস্থলে নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। আর চৌকি আদালতে কর্মরত বিচারকের পদায়নের মেয়াদকাল হবে সর্বোচ্চ এক বছর।

কোনো ধরনের ব্যতিক্রম ছাড়া অধস্তন আদালতের বিচারকদের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে পালাক্রমে বদলি করতে হবে বলে খসড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে। একই কর্মস্থলে পুনঃপুন বদলি বারিত করার বিষয়ে খসড়ায় বলা হয়, কোনো কর্মস্থলে একজন বিচারককে একাদিক্রমে দুবার বদলি বা পদায়ন করা যাবে না।

শ্রমিক ট্রলার থেকে নামানো হচ্ছে বালু। ট্রলার থেকে বালু নামিয়ে ৮০০ টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারেন একজন শ্রমিক। গতকাল রাজধানীর গাবতলী এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

অংশীজনদের মতামত নেওয়া শুরু করছে সংস্কার কমিশন

সংবিধান

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সংবিধান সংস্কারের সুপারিশ তৈরির জন্য অংশীজনদের মতামত ও প্রস্তাব নেবে সংবিধান সংস্কার কমিশন। আগামী সপ্তাহ থেকে রাজনৈতিক দল বাদে অন্য অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করবে তারা। তবে যেসব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক দল জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের সময় সক্রিয়ভাবে হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থেকেছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়নকে সমর্থন করেছে, ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমকে বৈধতা দিতে সাহায্য করেছে, তাদের সংস্কার প্রস্তাবের সুপারিশ তৈরিতে যুক্ত না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ কমিশন।

গতকাল রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ এ পরিকল্পনার কথা জানান। এ সময় তিনি সাংবিধানিক সংস্কারের সাতটি উদ্দেশ্যের কথা তুলে ধরেন। জাতীয় সংসদের একটি মিলনায়তনে ওই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবিধান পুনর্লিখন করা হবে কি না বা কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কার দরকার, তা কমিশন চিহ্নিত করেছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে আলী রীয়াজ বলেন, তাঁরা এখন বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা করছেন। এ ক্ষেত্রে ৫২ বছর ধরে সংবিধানের যে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমালোচনা, সাংবিধানিক আলোচনা সেগুলো পর্যালোচনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। এর মধ্য দিয়ে চিহ্নিত করা হবে কোন কোন জায়গায় সুনির্দিষ্টভাবে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন, পুনর্লিখন প্রয়োজন। পূর্বধারণা থেকে কমিশন কিছু করছে না।

লিখিত বক্তব্যে সংস্কার কমিশনের পরিধির কথা তুলে ধরেন অধ্যাপক আলী রীয়াজ। তিনি বলেন, জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের লক্ষ্যে সংবিধানের সামগ্রিক সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন, পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্লিখনের বিষয় আসবে।

এক প্রশ্নের জবাবে আলী রীয়াজ বলেন, তাঁরা সব কটি বিষয় টেবিলে রাখছেন। তাঁরা জানেন না, অংশীজনেরা কী চান। অংশীজনদের কথা শোনার পর যা প্রয়োজন হবে, তা সুপারিশ করতে কমিশন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

ঋণসুবিধার অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ

বসুন্ধরা গ্রুপ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বসুন্ধরা গ্রুপের ৩ হাজার ৮৫৯ কোটি টাকা ঋণসুবিধা দেওয়ার অভিযোগ তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। অর্থসচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনরসহ বিবাদীদের প্রতি এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তদন্তের অগ্রগতি জানিয়ে বিবাদীদের আদালতে প্রতিবেদন দিতেও বলা হয়েছে।

এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহ ও বিচারপতি ফয়েজ আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গত মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) রুলসহ এ আদেশ দেন। 'সরকার পতনের ৪ দিন আগে বসুন্ধরা গ্রুপকে বিশেষ সুবিধা' শিরোনামে গত ১৫ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোয় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি যুক্ত করে ঋণ অনুমোদন ও ঋণ পরিশোধে বিশেষ সুবিধার বৈধতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এম সারোয়ার হোসেন গত ২৭ অক্টোবর রিটটি করেন। আদালতে রিট আবেদনের পক্ষে আবেদনকারী নিজেই শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল খান জিয়াউর রহমান শুনানিতে ছিলেন।

২৯ অক্টোবরের আদেশের বিষয়টি গতকাল রোববার জানিয়ে রিট আবেদনকারী আইনজীবী এম সারোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, নিয়ম অনুসারে বসুন্ধরা গ্রুপ ৮০৩ কোটি টাকা ঋণ পেতে পারে। অথচ ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে বসুন্ধরা গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঋণের পরিমাণ ৩ হাজার ৮৫৯ কোটি টাকা। ঋণ পুনঃ তফসিলের ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুসারে সর্বোচ্চ এক বছরের জন্য ছাড় দিতে পারে। অথচ বসুন্ধরা গ্রুপের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তৎকালীন গর্ভনর দুই বছর পর্যন্ত ঋণ পরিশোধে ছাড়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়।

জনপ্রশাসন সংস্কারে ৯ দফা প্রস্তাব দিল এবি পার্টি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জনপ্রশাসনে অরাজকতা নিরসন ও সংস্কারে ৯ দফা প্রস্তাব দিয়েছে এবি পার্টি। দলটি বলেছে, গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী সময়ে প্রশাসন প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে। বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা দিয়ে জনতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা সম্ভব নয়।

গতকাল রোববার বিকেলে রাজধানীর বিজয়নগরে এবি পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলো তুলে ধরেন দলের যুগ্ম সদস্যসচিব আসাদুজ্জামান ফুয়াদ।

দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে সরকারি চাকরিতে ক্যাডারভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা; পুরোনো আমলের চাকরির নিয়োগপ্রক্রিয়া, পরীক্ষাপদ্ধতি ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের বদলে শারীরিক, মানসিক, মানবিক ও মেধার সৃষ্টিশীলতা যাচাই করার আধুনিক পদ্ধতি চালু করা; আমলাদের প্রশিক্ষণে দুই বছর মেয়াদি কোর্স চালু করা; স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারে নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকরির যোগ্যতা ও শর্ত আলাদা করে উল্লেখ করে তা জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া।

টক শোতে বক্তব্য, সমন্বয়ক হাসিবকে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে মেট্রোরেলে অগ্নিসংযোগ ও পুলিশ হত্যা নিয়ে সম্প্রতি টক শোতে সমন্বয়ক হাসিব আল ইসলামের এক বক্তব্যকে 'আপত্তিকর' বলেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। হাসিবকে ওই বক্তব্যের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সংগঠনটি।

গতকাল রোববার হাসিব আল ইসলামকে কারণ দর্শানোর এক নোটিশে এ নির্দেশ দিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক আবদুল হান্নান মাসউদ। সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের টক শোতে আলোচনায় অংশ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী হাসিব বলেন, 'যদি মেট্রোরেলে আগুন না দেওয়া হতো, যদি পুলিশদের না মারা হতো, তাহলে এই বিপ্লব এত সহজে অর্জিত হতো না। ফ্যাসিবাদের পতন নিশ্চিত করা যেত না'।

হাসিবের ওই বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়।

৯ নভেম্বর সমাবেশ

পিটিআই নেতা খাইবার পাখতুনখাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী আলী আমিন গান্দারপুর বলেছেন, দলের পরবর্তী সমাবেশ ৯ নভেম্বর। জিও নিউজ

সংক্ষেপে

রাশিয়া

আরও একটি গ্রাম দখলের দাবি

ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় আরও একটি গ্রাম দখলের দাবি করেছে রাশিয়া। গতকাল রোববার ভিচনেভ গ্রামটি দখলের দাবি করে রুশ বাহিনী। এটি ইউক্রেনের সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ শহর পোকরোভস্ক থেকে মাত্র কয়েক ডজন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। শহরটির দিকে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে রুশ বাহিনী। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, আক্রমণাত্মক অভিযানের পর ভিচনেভ শহরটি মুক্ত করেছে তারা। কয়েক সপ্তাহ ধরে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দোনেৎস্ক অঞ্চলে দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে রাশিয়া। এই সময়ে কয়েক ডজন শহর ও গ্রামের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে রুশ বাহিনী। দনবাস অঞ্চলের কয়েকটি ঘাঁটিকে যুক্ত করেছে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের কেন্দ্র পোকরোভস্ক। এই শহরের দখল নেওয়া রাশিয়ার মূল উদ্দেশ্য। এর আগের দিন মস্কো বলেছিল, শিল্পনগরী কুরাখোভের কাছে বড় গ্রাম কুরাখিভকা দখলে নিয়েছে রুশ বাহিনী। কুরাখোভ শহরটিও দখল করতে চায় রাশিয়া। এ ছাড়া পূর্বাঞ্চলীয় লুহানস্কের খারকিভ অঞ্চলে পেরশোত্রাভনেভ নামের ছোট একটি গ্রামও ওই দিন দখলে নেয় রুশ বাহিনী।

এএফপি, *মস্কো*

যুক্তরাজ্য

কনজারভেটিভ পার্টির নেতৃত্বে কেমি ব্যাডেনক

যুক্তরাজ্যের কনজারভেটিভ পার্টির নতুন নেতা নির্বাচিত হয়েছেন কেমি ব্যাডেনক। ঋষি সুনাকের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দৌড়ে পাঁচটি ধাপ পেরিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে বিজয়ী হয়েছেন তিনি। ফলে যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে প্রথম সারির কোনো দলের নেতা নির্বাচিত হলেন ব্যাডেনক। কনজারভেটিভ পার্টির প্রধান হওয়ার দৌড়ে ১৫ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত কেমি ব্যাডেনক ও রবার্ট জেনরিকের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। দলীয় সদস্যরা অনলাইনে ও সরাসরি ভোটের মাধ্যমে তাঁদের ভবিষ্যৎ নেতাকে ভোট দেন। গত শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে কেমি ব্যাডেনককে কনজারভেটিভ পার্টির নেতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কনজারভেটিভ পার্টির নেতা নির্বাচিত হওয়াকে 'বিশাল সম্মান' বলে মন্তব্য করেছেন কেমি ব্যাডেনক। তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও লেবার পার্টির প্রধান কিয়ার স্টারমার।

প্রতিনিধি, *লন্ডন*

নৃত্য পরিবেশন

বার্ষিক 'তুমাইনি উৎসব' উপলক্ষে শরণার্থীশিবিরে আশ্রিতরা স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক নৃত্য পরিবেশন করছেন। গত শনিবার মধ্য মালাবির দুয়ায়। ছবি : এএফপি

তাইওয়ান

চীনের মহড়া

তাইওয়ান ঘিরে আবারও মহড়া চালিয়েছে চীন। গতকাল রোববার স্বশাসিত দ্বীপের কাছে ৩৭টি চীনা যুদ্ধবিমান, ড্রোন ও অন্যান্য উড়োজাহাজ শনাক্ত করার কথা জানিয়েছে তাইওয়ান। তাইওয়ানকে নিজের অংশ বলে দাবি করে চীন। এই দাবি মেনে নিতে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় তাইপের ওপর চাপ দিচ্ছে বেইজিং। এর অংশ হিসেবে তাইওয়ান ঘিরে সামরিক তৎপরতা জোরদার করেছে তারা। তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গতকাল স্থানীয় সময় সকাল নয়টার দিকে ৩৫টি যুদ্ধবিমান তাইওয়ান প্রণালির মধ্যসীমা অতিক্রম করে। মধ্যসীমাটি চীন ও তাইওয়ানকে পৃথক করেছে। চীনের যুদ্ধবিমানগুলো মধ্যসীমা অতিক্রম করে তাইওয়ানের আকাশসীমায় ঢুকে পড়ে। এরপর সেগুলো প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম দিকে চলে যায়। চীনের মহড়ার প্রতিক্রিয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে উড়োজাহাজ, নৌযান ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধব্যবস্থা জোরদার করে তাইওয়ান।

এএফপি, *তাইপে*

পাকিস্তান

ইমরানের অপহৃত আইনজীবী উদ্ধার

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের আইনজীবী ইন্তেজার হোসাইন পানজুথাকে গত শনিবার রাতে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে দলের পক্ষ থেকে এ ঘটনাকে সাজানো বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এ বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আদেশ দিতে প্রধান বিচারপতির প্রতি আহ্বান জানিয়েছে দলটি। এ ঘটনায় অ্যাটর্নি জেনারেলের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করারও দাবি জানিয়েছে পিটিআই। পানজুথাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করা হবে বলে হাইকোর্টকে জানিয়েছিলেন তিনি। পিটিআইয়ের দাবি, পানজুথার অবস্থানের বিষয়ে জানতেন অ্যাটর্নি জেনারেল। উল্লেখ্য, আটক এলাকা থেকে পিটিআইয়ের এই নেতাকে উদ্ধার করে পুলিশ। অপহরণকারীরাই তাঁকে সেখানে নিয়ে যায় বলে দাবি করা হচ্ছে। পরে পুলিশ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পানজুথাকে ৮ অক্টোবর ইসলামাবাদ থেকে অপহরণ করা হয়েছিল বলে পিটিআই অভিযোগ করে।

ডন, *ইসলামাবাদ*

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

কমলা হ্যারিস নর্থ ক্যারোলাইনায় নির্বাচনী সমাবেশে। ছবি : এএফপি

কমলা বলেন, ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফিরলে ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন, তিনি অস্থির, প্রতিশোধের নেশায় আচ্ছন্ন ব্যক্তি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প নর্থ ক্যারোলাইনায় নির্বাচনী সমাবেশে। ছবি : এএফপি

ট্রাম্প বলেন, কমলা এলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি শহর বিপজ্জনক শরণার্থীশিবিরে পরিণত হবে।

সাত দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যে ঘুরে ঘুরে প্রচার কমলা-ট্রাম্পের

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২৪ বাকি আর ১ দিন

পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, নির্বাচনী প্রচারে প্রায়ই কাছাকাছি চলে আসছেন দুজন। নর্থ ক্যারোলাইনায় দুজন খুব কাছাকাছিই ছিলেন।

বিবিসি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি মাত্র আর এক দিন। দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোতেই ছুটছেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প। স্থানীয় সময় গত শনিবার রাতে যখন যুক্তরাষ্ট্রবাসী ঘুমিয়ে পড়েছিল, তখন দুই প্রচারশিবিরও কিছুক্ষণের জন্য শান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু রোববার আবার দুই দল ঝাঁপিয়ে পড়ে শেষ মুহূর্তের প্রচারে। গতকাল রোববার কমলা হ্যারিসের মিশিগান ও পেনসিলভানিয়ায় নির্বাচনী সমাবেশ করার কথা। আর ডোনাল্ড ট্রাম্পের পেনসিলভানিয়া, নর্থ ক্যারোলাইনা ও জর্জিয়ায় প্রচার চালানোর কথা।

বসে নেই দুই দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরাও। মার্কিন ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনের গতকাল পেনসিলভানিয়ায় প্রচার চালানোর কথা। সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন জর্জিয়ায় হাজির হবেন। রিপাবলিকান ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জে ডি ভ্যান্স ফ্লোরিডা, পেনসিলভানিয়া ও নিউ হ্যাম্পশায়ারে প্রচার চালাবেন। এর আগে শনিবার নর্থ ক্যারোলাইনায় সমাবেশ করেন কমলা ও ট্রাম্প।

কমলা ও ট্রাম্প কয়েক দিন ধরেই বিশেষ করে দোদুল্যমান সাতটি অঙ্গরাজ্য চষে বেড়াচ্ছেন। ব্যতিক্রম ছিল না শনিবারও। স্মরণকালের সবচেয়ে টানটান উত্তেজনার এ নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা ভোটারদের প্রতি রিপাবলিকান রাজনীতির 'পোড়ামাটি নীতি' উল্টে দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, নির্বাচনী প্রচারে প্রায়ই কাছাকাছি চলে আসছেন দুজন। শনিবার নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যে শার্লট বিমানবন্দরে দুজন খুব কাছাকাছিই ছিলেন। কমলা নর্থ ক্যারোলাইনায় গিয়েছিলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের জন্য নির্ধারিত উড়োজাহাজে (এয়ার ফোর্স টু)। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের ছবিতে দেখা যায়, কমলা তাঁর এয়ার ফোর্স টুয়ের সিঁড়ি দিয়ে শার্লট বিমানবন্দরে নামছেন। কাছেই ছিল ট্রাম্পের ব্যক্তিগত বোয়িং ৭৫৭ উড়োজাহাজটি (ট্রাম্প ফোর্স ওয়ান) পার্ক করা। শার্লট বিমানবন্দরে ট্রাম্পের উড়োজাহাজ থাকার অর্থ, তিনিও এখানে নির্বাচনী প্রচারে এসেছেন।

নির্বাচনী প্রচার চালাতে নর্থ ক্যারোলাইনায় গিয়ে ব্যক্তি ট্রাম্পের সঙ্গে কমলার মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়নি। তবে কাকতালীয়ভাবে ট্রাম্পের উড়োজাহাজের দেখা পেয়ে গেলেন কমলা। এভাবে 'কাছাকাছি' আসাটা এ বিষয়ই তুলে ধরে যে উভয় প্রার্থী তাঁদের শেষ মুহূর্তের নির্বাচনী প্রচারে গুটিকয়েক অঙ্গরাজ্যকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাঁদের সব মনোযোগ এখন হাতে গোনা কয়েকটি অঙ্গরাজ্য ঘিরে।

এ নিয়ে টানা চার দিন দুই প্রার্থীকে একই দিন একই অঙ্গরাজ্যে নির্বাচনী প্রচার চালাতে দেখা গেল। আগামীকাল মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এই নির্বাচনে সাতটি অঙ্গরাজ্যকে 'দোদুল্যমান' হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এসব অঙ্গরাজ্য নির্বাচনে জয়-পরাজয় ঠিক করে দিতে পারে। এই সাত অঙ্গরাজ্যের মধ্যে নর্থ ক্যারোলাইনাও আছে।

শেষ মুহূর্তের নির্বাচনী প্রচারে বিভিন্ন ইস্যুতে ট্রাম্প ও কমলা পরস্পরকে আক্রমণ করে চলেছেন। ট্রাম্প বলেছেন, তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে লাখ লাখ অভিবাসীকে বিতাড়িত করবেন। আর কমলা যদি জয়ী হন, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি শহর বিপজ্জনক শরণার্থীশিবিরে পরিণত হবে।

কমলা বলেছেন, ট্রাম্প যদি হোয়াইট হাউসে ফিরে আসেন, তাহলে তিনি তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন। ট্রাম্প অস্থির, প্রতিশোধের নেশায় আচ্ছন্ন ব্যক্তি।

টুকরো খবর

ট্রাম্পের শক্ত ঘাঁটিতে এগিয়ে কমলা

রয়টার্স, *ওয়াশিংটন*

আইওয়ায় ২০১৬ ও ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সহজ জয় পেয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু এই অঙ্গরাজ্যে নতুন এক জনমত জরিপে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ট্রাম্পকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন কমলা হ্যারিস। আইওয়ার ডেজ মইনেস রেজিস্ট্রার/মিডিয়াকম আইওয়ার পোলের প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

দুয়ারে কড়া নাড়ছে ভোট। একেবারে শেষ মুহূর্তে আইওয়ায় জনমত জরিপে এগিয়ে যাওয়া ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলার জন্য নিশ্চিতভাবে দারুণ এক সুখবর। কমলার এই অপ্রত্যাশিত এগিয়ে যাওয়ার পেছনে নারী ভোটাররা ভূমিকা রেখেছেন বলে বলা হচ্ছে।

গত ২৮ থেকে ৩১ অক্টোবর এই জরিপ পরিচালিত হয়। মোট ৮০৮ ভোটার জরিপে অংশ নেন। গত শনিবার জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। জরিপে কমলা ৪৭ শতাংশ ও ট্রাম্প ৪৪ শতাংশ সমর্থন পেয়েছেন।

মূল্যস্ফীতি কমানোর প্রতিশ্রুতি ট্রাম্পের

বিবিসি

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত শনিবার নর্থ ক্যারোলাইনার গ্রিনসবরো শহরে নির্বাচনী সমাবেশে তিনি এ প্রতিশ্রুতি দেন।

নর্থ ক্যারোলাইনায় ২০১৬ ও ২০২০ সালের নির্বাচনে জিতেছিলেন ট্রাম্প। এখানকার সমাবেশে তিনি ঘোষণা দেন, যুক্তরাষ্ট্রের স্বপ্নকে আবার তিনি ফিরিয়ে আনবেন। তিনি এখানে যেকোনো দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সমাবেশ করার দাবি করেন। প্রায় দেড় ঘণ্টার বক্তব্যে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে অধিকৃত দেশ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, এবারের নির্বাচন হবে দেশকে স্বাধীন করার নির্বাচন।

কমলার সমালোচনা করে ট্রাম্প আরও বলেন, মার্কিন শক্তিতে কমলার যুদ্ধ তিনি শেষ করে দ্রুত মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনবেন। এ ছাড়া তিনি আরও বেশি তেল উত্তোলনে 'ড্রিল বেবি ড্রিল' কর্মসূচি চালাবেন। তিনি ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, 'সবকিছুই এখন আপনাদের হাতে।'

জিল স্টেইন

কর্নেল ওয়েস্ট

চেজ অলিভার

কেনেডি জুনিয়র

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ছেন আরও যে চার প্রার্থী

এএফপি, *ওয়াশিংটন*

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ও রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিকল্প কে? এ দুজনের বাইরে আলোচনায় আছেন আরও চার প্রার্থী।

এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কমলা ও ট্রাম্পের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই দুই প্রার্থীর বাইরেও ভোট দেওয়ার বিকল্প রয়েছে মার্কিন ভোটারদের। আগামী মঙ্গলবারের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে এই চারজনও প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারেন।

বামপন্থী জিল স্টেইন

গ্রিন পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ৭৪ বছর বয়সী জিল স্টেইন এর আগে ২০১২ ও ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়েছিলেন। ওই সময় তিনি দশমিক ৪ শতাংশ ও ১ শতাংশ করে ভোট পেয়েছিলেন। শিকাগো শহরে জন্ম নেওয়া ৭৪ বছর বয়সী চিকিৎসক ও পরিবেশকর্মী জিল স্টেইন এবার ৪০টি অঙ্গরাজ্যে লড়ছেন। তাঁকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাথাব্যথা ডেমোক্র্যাট শিবিরে। কারণ, তিনি কমলা হ্যারিসের গুরুত্বপূর্ণ অনেক ভোট তাঁর পক্ষে টানতে পারেন। ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় কমিটি মিশিগান, পেনসিলভানিয়া ও উইসকনসিনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যে জিল স্টেইনের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপনী প্রচার চালিয়েছে। তাদের ভাষ্য, জিল স্টেইনকে একটি ভোট দেওয়ার অর্থ ট্রাম্পকে ভোট দেওয়া।

কর্নেল ওয়েস্ট

গ্রিন পার্টি থেকে জিল স্টেইন ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করছেন কর্নেল ওয়েস্ট। বর্ণবাদবিরোধী ৭১ বছর বয়সী এ শিক্ষাবিদ বাইডেনকে 'যুদ্ধাপরাধী' ও ট্রাম্পকে 'নব্য ফ্যাসিস্ট' বলে মনে করেন। তিনি ১২টির বেশি অঙ্গরাজ্যে লড়ছেন। তাঁর সমর্থন অল্প হলেও ডেমোক্র্যাট শিবিরের জন্য তিনি বড় দুশ্চিন্তার নাম।

চেজ অলিভার

লিবার্টারিয়ান পার্টি ২০২০ সালের নির্বাচনে ১ শতাংশের কিছু বেশি ভোট পেয়েছিল। এ বছর যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যের প্রায় সব কটিই লড়ছেন দলটির প্রার্থী চেজ অলিভার। তাঁকে এবারের নির্বাচনের সম্ভাব্য অঘটন সৃষ্টিকারী ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। সাবেক ডেমোক্র্যাট ৩৯ বছর বয়সী অলিভার মুক্ত বাণিজ্য ও ছোট আকারের সরকারব্যবস্থার পক্ষে প্রচার চালান।

রবার্ট জুনিয়র কেনেডি

এবারের নির্বাচনে অন্যতম আলোচিত ব্যক্তি রবার্ট কেনেডি জুনিয়র। তাঁর পক্ষে এবারের নির্বাচনে ৫-৭ শতাংশ সমর্থন ছিল। কিন্তু গত আগস্ট মাসে তিনি ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়ে নির্বাচন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। তবে কয়েকটি অঙ্গরাজ্য তাঁর নাম ব্যালট থেকে সরাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ট্রাম্পের পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালানো কেনেডি নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলবেন, তা স্পষ্ট নয়।

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত

গাজার সরকার নিয়ে আলোচনায় হামাস ও ফাতাহ

রয়টার্স, *কায়রো*

মিসরের রাজধানী কায়রোয় ফিলিস্তিনের দুই শাসকগোষ্ঠী হামাস ও ফাতাহর শীর্ষ নেতাদের বৈঠক চলছে। যুদ্ধের পর গাজায় সরকার পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠনের বিষয়ে তাঁরা আলোচনা করছেন। মিসরের নিরাপত্তা বাহিনীর একটি সূত্রের বরাত দিয়ে স্থানীয় সময় গত শনিবার এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম আল কাহেরা নিউজ টিভি।

গাজায় ইসরায়েল ও অবরুদ্ধ উপত্যকাটির শাসকগোষ্ঠী হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির জন্য জোর চেষ্টা চালাচ্ছে মিসর। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দুই পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করছেন দেশটির কর্মকর্তারা। এর অংশ হিসেবে যুদ্ধের পর গাজা কেমন হবে, তা নির্ধারণে হামাসের সঙ্গে অবরুদ্ধ পশ্চিম তীরের শাসকগোষ্ঠী ফাতাহকে আলোচনার টেবিলে বসিয়েছে মিসর।

যুদ্ধ-পরবর্তী গাজায় শাসনব্যবস্থা কেমন হবে, তা নিয়ে একটি প্রস্তাব দিয়েছিল মিসর। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী একটি কমিটি গঠনের বিষয়ে আলোচনা করতে গত মাসে কায়রোয় হামাস ও ফাতাহর নেতারা আলোচনায় বসেন। এ আলোচনা সম্পর্কে জানেন এমন একাধিক সূত্র রয়টার্সকে জানিয়েছে, পরে আলোচনা হবে, এ বিষয়ে একমত হয়ে সেবারের মতো আলোচনা স্থগিত করা হয়েছিল।

সূত্রগুলো রয়টার্সকে জানিয়েছে, কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা নেই, এমন মানুষজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে। ইসরায়েলের হামলা বন্ধ হওয়ার পর গাজা কে শাসন করবে আর গাজার শাসনব্যবস্থা কেমন হবে, সেই বিষয় নিয়ে কাজ করবে এই কমিটি।

জাবালিয়ায় ৪৮ ঘণ্টায় ৫০ শিশু হত্যা : ইউনিসেফ

আল-জাজিরা জানায়, উত্তর গাজায় এ সপ্তাহে ভয়াবহ হামলা চলছে। এসব হামলায় শুধু গত ৪৮ ঘণ্টায় জাবালিয়া এলাকায় ৫০ জনের বেশি শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। গত শনিবার এক বিবৃতিতে এমন তথ্য জানিয়েছে জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ। সংস্থারটির নির্বাহী পরিচালক ক্যাথেরিন রাসেল ওই বিবৃতিতে ভয়াবহ এ হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন।

কানাডার 'সাইবার শত্রুর' তালিকায় ভারতের নাম

এনডিটিভি, *নয়াদিল্লি*

কানাডার জাস্টিন ট্রুডোর নেতৃত্বাধীন সরকারের সর্বশেষ পদক্ষেপ অনুযায়ী ভারতকে শত্রুদেশ হিসেবে দেখতে শুরু করেছে দেশটি। সাইবার নিরাপত্তার দিক থেকে শত্রু হিসেবে গণ্য করা দেশগুলোর তালিকায় নাম উঠেছে ভারতের। ভারতকে 'সাইবার শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করেছে দেশটি। কানাডার এই পদক্ষেপকে ভারতকে আক্রমণ করার এবং আন্তর্জাতিকভাবে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার দেশটির আরেকটি কৌশল বলে মন্তব্য করেছে নয়াদিল্লি।

গত শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ট্রুডোর প্রশাসনের অধীনে কানাডার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে ভারতের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মনোভাব প্রভাবিত করতে চায় কানাডা। মন্ত্রণালয় আরও বলেছে, অন্যান্য ঘটনার মতো সাইবার নিরাপত্তা প্রতিবেদনেও কোনো ধরনের প্রমাণ ছাড়াই এসব অভিযোগ করা হয়েছে।

সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে 'জাতীয় সাইবার হুমকি পর্যালোচনা ২০২৫-২৬' শীর্ষক সর্বশেষ প্রতিবেদনে ভারতকে 'সাইবার শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করেছে কানাডার সরকার। এ তালিকায় অন্য দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে চীন, রাশিয়া, ইরান ও উত্তর কোরিয়া।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বৈশ্বিক ব্যবস্থায় নতুন করে ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে উঠতে প্রত্যাশী ভারতের মতো দেশগুলো সাইবার কর্মসূচি গড়ে তুলছে, যেগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে কানাডার জন্য হুমকি তৈরি করছে।

একটি জবস্ প্রিপারেশন এন্ড লার্নিং অ্যাপ

এক অ্যাপেই!

বিসিএস, প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক নিবন্ধন, ব্যাংক নিয়োগ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগসহ যেকোনো চাকরির প্রস্তুতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি।

কী কী আছে প্রিয় শিক্ষালয় অ্যাপে...

- এক্সাম কোর্সপ্ল্যান
- মডেল টেস্ট
- কাস্টম এক্সাম
- প্রশ্নব্যাংক সল্যুশন
- লেকচার শীট
- টপিক শীট
- কুইজ খেলুন
- কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স
- জবস্ সার্কুলার
- ব্লগ
- বুকশপ সহ আরও কিছু

অ্যাপ ডাউনলোড করুন

প্রিয় শিক্ষালয় অ্যাপ ফ্রি-তে ডাউনলোড করতে প্লে-স্টোরে গিয়ে সার্চ করুন Priyo Shikkhaloy লিখে

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ ধানমন্ডি ৩নং রোডে ১৬৪৫ বর্গফুটের ৩ বেডের পার্কিং, লিফট, গ্যাস সংযোগসহ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৩৭৩১২০৯, ০১৭১৩৩৫৮৮৯১। সি-৮০৪১৩৮

✸ মগবাজারে ১১৬৩ এবং ৮৩৪ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। # ০১৩১৫৮৫১৬০৮, ০১৭৪৮৫১৭৪৪৪। সি-৬০৪০৭৯

✸ জলসিঁড়িতে (৪০´-১০০´ রাস্তা) নির্মাণাধীন প্রকল্পে সেক্টর-১৩, ১৭ তে ২৭৫০ ও ২৮০০ বর্গফুট এর ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। মোবাইল : ০১৩২৯৭১১৫৪০। সি-৬০৪১২৭

✸ বনানী ২৭নং রোডে ১৭৯৫ বফু এর ব্যবহৃত ২টি ফ্ল্যাট গ্যাস বিদ্যুৎ সংযোগসহকারে বিক্রয় হবে। ফ্ল্যাট ২টি কমার্শিয়ালি ব্যবহারের উপযোগী। ০১৭১২০২১০৭২। সি-৬০৪১০৪

✸ বসুন্ধরা "ই-ব্লকে" ২য় তলায় দক্ষিণমুখী ১৫০০ বর্গফুট সিঙ্গেল ইউনিট রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭৩০-৪৭৯৫৭৬, ০১৭৩০-৪৭৯৫৬৫। সি-৬০৪১৩৬

✸ বসুন্ধরা এল ব্লকে একই বিল্ডিংয়ে ৩টি ১৫২০ বর্গফুটের প্রায় রেডি ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লিঃ। মোবা : ০১৭০৪১৭০০৭৭, ০১৭০৪১৭০০৭৬। মোবু-৬০৪০৫১

✸ আগারগাঁও (শের-ই-বাংলা নগর) জনতা হাউজিংয়ে ১৩২৫ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লিঃ। মোবা: ০১৭০৪১৭০০৭৬, ০১৭০৪১৭০০৭৮। মোবু-৬০৪০৫২

পাত্র চাই

✸ ডাক্তার প্রফেসর পিতা-মাতার কন্যা, এমবিবিএস সরকারি মেডিকেল এমআরসিপি পার্ট-১, অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড (২৮-৫´-৪´´) সুন্দরী পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র # ০১৭৩২২৩১৩০৭। সি-৬০৪০৬৫

✸ আমেরিকান সিটিজেন, আইটি ইঞ্জিনিয়ার, বিএসসি (সিএসই) আমেরিকা (২৭-৫´-৫´´) সুন্দরীর আমেরিকা/দেশে উচ্চশিক্ষিত পাত্র # মোবা : ০১৭৯১৬৪৮৫৬৭। সি-৬০৪০৬৬

✸ ফিজিক্স অনার্স মাস্টার্স ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সচিব পিতা অভিজাত এলাকায় (৫´-৪´´-২৪) সুন্দরী পাত্রীর পাত্র চাই। মোবাইল: ০১৭১৪-৮৮১৫৪৪, alammoudud@gmail.com সি-৬০৪১২৯

✸ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ও/এ লেভেল লন্ডন হতে এলএলবি (২৭-৫´-৩´´) পাত্রীর পাত্র চাই। ০১৭৮০-৪১৪৮৯৭/০১৬১৮-৮৭০৬৮৬। সি-৬০৪১৩০

হারিয়েছে

✸ আমার এসএসসির মূল সার্টিফিকেট ও মার্কশিট হারিয়েছে। নাম : মোছা : ইসমত আরা, সাল ১৯৯০, রাজশাহী বিভাগ, রোল নং-রং-ম-৪০৮৪২, জিডি নং-২৪৪৪, ধানমন্ডি থানা, ঢাকা। সি-৬০৪০৭৩

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, খিলগাঁও ও বসুন্ধরায় বিডিডিএল এর দক্ষিণমুখী ৩/৪ বেডের ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৫৫৫১১০২০, ০১৭৫৫৫১১০১৮। মোবু-৬০৪০৫৩

✸ মোহাম্মদপুর বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটিতে ১১০০-১২৮০ বর্গফুটের ৩ বেডের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৩৫০২৪৭৬, ০১৭১৩৫০২৩৯২। মোবু-৬০৪০৫৪

✸ মনোরম পরিবেশে দয়াল হাউজিং মোহাম্মদপুরে ২২০০ বর্গফুটের ৪ বেডরুমের এক্সক্লুসিভ ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে। ০১৮১০০৩২৫১১, ০১৮১০০৩২৫১৩। মোবু-৬০৪০৫৫

✸ শ্যামলী রিং রোড সংলগ্ন মোহাম্মদপুর এবং আদাবরে নিরিবিলি পরিবেশে ৮৯০-১৮২০ বঃফুটের দক্ষিণমুখী প্রায় রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮১০০৩২৫০৭, ০১৮১০০৩২৫১০। মোবু-৬০৪০৫৬

✸ উত্তর বাড্ডায় সাতারকোল রোডে আলীর মোড়ে মেইনরোডে কর্ণার প্লটে ৯তলা বাড়ির ৪র্থতলায় তিন বেড, তিন বাথ, ড্রয়িং কাম ডাইনিং, ২ বারান্দা এক বৎসর ব্যবহৃত ১১৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট পার্কিংসহ বিক্রয় হবে। ০১৬৭০১৫৩৮২৪। সি-৬০৪১৪৯

ভাড়া হবে

✸ **অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া :** র‌্যাংগস প্রপার্টিজের ভাটারা-বসুন্ধরায় দশতলায় ৬৫০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ সাজানো স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট ডিসেম্বর ১ হতে ভাড়া হবে। আছে আধুনিক, নতুন, পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় সকল আসবাবপত্র, যন্ত্রাদি ও সংযোগ। সকল ইউটিলিটি বিল ভাড়াটিয়ার। পৃথক সিলিন্ডারে গ্যাস। যোগাযোগ ০১৮৭৫৩১২৭৬৪। সি-৬০৪১২৩

✸ **দোকান ভাড়া :** ঢাকার অভিজাত বিপণীবিতান ইষ্টার্ন প্লাজা মার্কেটের নিচতলার সামনের সারিতে ১১০ বর্গফুটের দোকান ভাড়া হবে। যোগাযোগ : ওবায়দুল হক- ০১৮১১৫৪০২৮৯। টিবু-৬০৪০৪৯

আবশ্যক

✸ ঘরোয়া রান্নায় পারদর্শী অভিজ্ঞ বাবুর্চি জরুরি আবশ্যক। যোগাযোগ পুষান বাংলাদেশ। ১৭, মহাখালী ঢাকা। ফোন : ০১৭১১৫৬৪৮৮৪, ০১৭১৪২৮৫৯৪৫। টিবু-৬০৪০৫৭

✸ ডিটিসি কোম্পানিতে পরিচালক, ম্যানেজার ও একাউন্টেন্ট কাম ক্যাশিয়ার প্রয়োজন। অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী অগ্রাধিকার। ১৯/১০, হাতিরপুল, ঢাকা। ০১৭৪২-১৮৬৮৪৬, ই-মেইল : dtc5800@gmail.com সি-৬০৪০৫০

প্লট বিক্রয়

✸ আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ির গাঁ ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট, এখনই বাড়ি করে বসবাস করুন। কাঠা ৫ লক্ষ। ০১৩২৯৬৯৩০৪৭। সি-৬০৪১২২

✸ ঢাকা-মাওয়া ৪০০´ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত রেডি প্লট কম মূল্যে বিক্রয় চলছে। ০১৩২৯৭১১৫৭৮। সি-৬০৪১২৪

✸ পূর্বাচল আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ির সাথেই আফতাব নগরের শেষে বালি ভরাটকৃত রেডি প্লট। কাঠা ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। মোবা : ০১৭০৮-৪৩৩৯২৩। সি-৬০৪১২৫

✸ বসুন্ধরা ঢাকা, রাজউক প্ল্যান পাস করা, আই-ব্লক ৮ কাঠা # এল-ব্লক ৫ কাঠা কর্নার # এম-ব্লক ৮ কাঠা # এন এক্স ১০ কাঠা কর্নার। মোবা : ০১৭২৭৫২৫৫৮৫। সি-৬০৪০৮৩

✸ পূর্বাচল ২৭ নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠাপ্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। মোবাইল : ০১৮৯৭-৬২৩৯৭৪। টিবু-৬০৩৯৭৬

✸ রাজউক পূর্বাচলে ২৫নং সেক্টরে রোড ১২০, ৭৫ ফিট রোডের সাথে ১০ কাঠার বাগান করা ৭ ফিট বাউন্ডারীকৃত প্লট বিক্রয়। সরাসরি মালিক : ০১৭১০১৩৯৬৭৪। যাবু-৬০৪১৪৭

পাত্র-পাত্রী চাই

✸ সুপ্রতিষ্ঠিত বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ডাক্তার, পররাষ্ট্র, ম্যাজিস্ট্রেট, শিল্পপতি, সিটিজেনশিপ, হিন্দু সম্প্রদায়সহ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। তামান্না আপা, হোম সার্ভিস # ০১৭৮৭৫১১৭১৭, tamannamediaonline@gmail.com সি-৬০৪০৬১

✸ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্র-পাত্রী ম্যাচমেকিং-এর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করেছ "ম্যারেজ সল্যুশনবিডি" "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান/জীবন বদলে যাবে" # ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯/০১৬১৮৮৭০৬৮৪। সি-৬০৪১৩৩

✸ আপনি কী মনের মত পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন? বাংলা ও ইংলিশ মিডিয়ামের দেশি/প্রবাসী অভিজাত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সব ধরনের পাত্র/পাত্রীর জন্য আসুন লগনে, গুলশান-১। # ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯। সি-৬০৪১২৮

✸ ডিভোর্সী/বয়স্ক ছেলে-মেয়ের আর্জেন্ট বিবাহের আলাদা ইউনিট, সফলতার ২৫ বছর, সকলের জন্য সেতু। ০২-৫৮৩১৩২৮৬, ০১৮১৭-৫১২০৪৭, setuahmed75@gmail.com সি-৬০৪০৭৮

পাত্রী চাই

✸ কানাডার সিটিজেন বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার পিএইচডি কানাডা বাবা-মা বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ছোট পরিবার ঢাকায় সেটেল্ড (৩৭-৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৯৯৩-৮১৯৭৯৫। সি-৬০৪০৬২

✸ ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইবিএ থেকে বিবিএ এমবিএ, বহুজাতিক কোম্পানির প্রধান শাখার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা গুলশান (৩০-৫´-৮´´) পাত্রের পাত্রী চাই। মোবাইল : ০১৭০৬৩১৯৩৩১। সি-৬০৪০৬৩

✸ ইংল্যান্ডের সিটিজেন জেনারেল সার্জন সরকারি মেডিকেল লন্ডন, এমবিবিএস, এমআরসিপি, বাবা প্রফেসর (৩৩-৫´-৮´´) পাত্রের জন্য পাত্রী # ০১৭০৬৩১৯৩৩২। সি-৬০৪০৬৪

✸ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র মিশর থেকে অনার্স এবং মালয়েশিয়ায় মাস্টার্স অধ্যয়নরত (২৭-৫´-৬´´) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। মোবা : ০১৬১৮-৮৭১০৪৮/০১৬১৮৮৭০৬৮২। সি-৬০৪১৩১

✸ ঢাকায় স্থায়ী আর্মির মেজর মেডিকেল কোর (৫´-৮´´+৩০) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন # ০১৭৩২-২১৩০৫১। সি-৬০৪১৩২

✸ ইঞ্জিনিয়ার (নিউজিল্যান্ড) (৫´-১০´´-২৮+) ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার (অস্ট্রেলিয়া) (৫´-৮´´-৩০+) সুদর্শন হাইলিপেইড প্রফেশনালদ্বয়ের। "গুলশান মিডিয়া" বাড়ি-১৩, রোড-৯, গুলশান-১, # ৫৮৮১৪০৪৪, +৮৮০১৫৫৬৫৯০৮৮৪, www.gulshanmedia.net। মহাবু-৬০৪১৩৫

✸ ঢাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকৌশলীর পুত্র, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জি. বুয়েট, এমএসসি সফটওয়্যার ইঞ্জি. ইউএসএ, চাকরিরত সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জি. গুগল (৩০+৫´-৯´´) সুদর্শনের আর্জেন্ট। ০১৯১১৬৭৪৯৩৯। সি-৬০৪১৪৬

✸ পাত্র ইংল্যান্ডের সিটিজেন। ছুটিতে বাংলাদেশে, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। ইংল্যান্ডের সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। স্ত্রী মৃত সন্তান নাই, (৫´-৭´´-৪৪) আগ্রহী পাত্রী চাই। সন্তান থাকলেও চলবে। সরাসরি পাত্র # ০১৯৩৪-৭৫৬৩৮৪। সি-৬০৪১৩৭

✸ স্ত্রী মৃত ইউএসএ এর সিটিজেন, সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার, ঢাকায় স্থায়ী (৪০-৫´-৯´´) সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ : +৮৮০১৭৬৮১০৯৫৩৩। সি-৬০৪১৪১

জমি বিক্রয়

✸ ঢাকা উত্তরখানের (ময়নারটেক) ২০ ফিট রাস্তার পাশে ৫.৫ কাঠা এবং কারওয়ান বাজারে কমার্শিয়াল ৮.০ কাঠা নিষ্কণ্টক জমি বিক্রয় হবে। ফাইন হোমস্ লি. ০১৭১১৩২১০৫৭, ০১৭০৬৩১৪১০১। সি-৬০৪১০৫

✸ শেয়ারে জমি : আপনি কি শেয়ারে জমি ক্রয় করতে চাচ্ছেন? ভিজিট করুন আমাদের প্রজেক্ট বসুন্ধরা, রামপুরা, আমুলিয়া মোস্তমাঝির মোড়, ঢাকা উদ্যান, বসিলা ব্রিজ সংলগ্ন শ্যামলাসী মডেল টাউন (শেয়ার মূল্য ১১ লক্ষ টাকা থেকে ৬৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)। # ০১৮১৮১৭৬৪১৭, ডিমান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড। সি-৬০৪১০৬

বিবিধ বিক্রয়

✸ **ল্যান্ড শেয়ার :** বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ১৫০০ বর্গফুট ফ্ল্যাটের ল্যান্ড শেয়ার বিক্রয় হবে। শেয়ার মূল্য ৪১ লক্ষ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৫-৮০৩৮৫৩। সি-৬০৪০৮২

✸ **বিক্রয় হইবে :** খুলনা সোনাডাঙ্গায় জি+৯ বিলাসবহুল হোটেল ও রেস্তোরাঁ, ৪৮টি রুম ও স্যুইট, ৪০০ জন ধারণক্ষমতার কনভেনশন হল, ১০০+ অতিথির ছাদ রেস্তোরাঁ, সম্পূর্ণ সিসিটিভি কভারেজ, আরএফআইডি লক, স্বাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ওয়েবসাইটসহ আন্তর্জাতিক বুকিং সংযোগ। পর্যটনবান্ধব এলাকায় চমৎকার ব্যবসায়িক সুযোগ। যোগাযোগ : ০১৭১৭৫৮৮৯১০। সি-৬০৪০৭২

সোনালী ব্যাংক পিএলসি
বিশ্বস্ত ও স্মার্ট
দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারা মোতাবেক বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের নিলাম বিজ্ঞপ্তি : হিসাব-মেসার্স লিনা কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

এতদ্বারা প্রকৃত ক্রেতা ও সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সোনালী ব্যাংক পিএলসি., দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ঢাকার খেলাপী ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স লিনা কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ঋণের বিপরীতে বন্ধকীকৃত এবং অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারার বিধান মোতাবেক ব্যাংকের অনুকূলে সনদপ্রাপ্ত নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি উক্ত ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ঋণের পাওনা আদায়ের নিমিত্ত নিলাম দরপত্র বিজ্ঞপ্তি।

১। সোনালী ব্যাংক পিএলসি., প্রধান কার্যালয় 'সোনালী ব্যাংক ভবন' ৩৫-৪২, ৪৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ এবং ইহার একটি শাখা, দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ৫, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০। ইহার পক্ষে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। ....ডিক্রীদার পক্ষ।

দায়িকগণ :

১। মেসার্স লিনা পেপার মিলস লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস : ২১, হাজী আব্দুর রশিদ লেন, নয়াবাজার, থানা-বংশাল, ঢাকা-১১০০। কারখানা : সাং-মুড়াপাড়া, থানা-রূপগঞ্জ, জেলা-নারায়ণগঞ্জ।
২। আব্দুল জাব্বার মিয়া, পিতা- মোঃ আফতাব উদ্দিন মিয়া, চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক-মেসার্স লিনা পেপার মিলস লিমিটেড (ইউনিট-২), ঠিকানা : বাসা নং-৩২৭ (লিফট-৫), রোড নং-১০, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা।
৩। মিসেস মলিনা বেগম, স্বামী-আব্দুল জাব্বার মিয়া, পরিচালক-মেসার্স লিনা পেপার মিলস লিমিটেড (ইউনিট-২), বাড়ি # ৯১-সি, রোড # ২৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

দায়িকগণের নিকট হতে ব্যাংকের পাওনা টাকা হালনাগাদ সুদ ও অন্যান্য খরচসহ ২৫/১০/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ১২,৯৫,৬৩,১০৭.১২ টাকা এবং আদায়কালতক সুদসহ পাওনা আদায়ের নিমিত্ত নিম্ন তফসিলভুক্ত স্থাবর সম্পত্তি, তদুপরিস্থিত যাবতীয় স্থাপনাদি ও স্থাপিত যন্ত্রপাতি যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে নিলামে বিক্রয়ের জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে।

তফসিল 'খ'

জেলা : ঢাকা, হালে নারায়ণগঞ্জ, থানা : ফতুল্লা, মৌজা : ধোপাতিতা, খতিয়ান নং-সিএস-১০৭, পরবর্তীতে ১০৭/৩, এসএ-৮৪, খারিজা খতিয়ান নং-৬৮৭, আরএস-২৩৭, দাগ নং-সিএস ও এসএ-২৯৩, আরএস-৩৭৪, জমির পরিমাণ-৩৯.৫০ শতাংশ। চৌহদ্দি : উত্তরে-সরকারী রাস্তা, দক্ষিণে-আব্দুল জাব্বার মিয়া, পূর্বে-জিন্নাতুল ইসলাম এবং পশ্চিমে-৩৭৪ নং দাগের জমি। জমির মালিক : লিনা কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লি.।

তফসিল 'গ'

জেলা : ঢাকা, হালে নারায়ণগঞ্জ, থানা : ফতুল্লা, মৌজা : ধোপাতিতা, খতিয়ান নং-সিএস-৯৬, পরবর্তীতে ৯৬/১, এসএ-৬৬ ও ৬৭, খারিজা খতিয়ান নং-৬৭/১, পরবর্তীতে-৬৯১, আরএস-১২১, দাগ নং-সিএস-২৮১, আরএস-৩৭০ ও ৩৭১, জমির পরিমাণ-২২.৫০ শতাংশ। চৌহদ্দি : উত্তরে-আরএস ৩৭৪ নং দাগ-এ আব্দুল জাব্বার মিয়া গং, দক্ষিণে-৩৬৯ নং দাগ-এ মোঃ নিজামউদ্দিন মিঞা, পূর্বে-আরএস ৩৭২ নং দাগ এবং পশ্চিমে-বিক্রিত আরএস ৩৭০ নং দাগের অবশিষ্ট জমি, কোন শরীক প্রজা নাই। জমির মালিক : লিনা কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লি.।

তফসিল 'ঘ'

জেলা : নারায়ণগঞ্জ, থানা : ফতুল্লা, মৌজা : ধোপাতিতা, জেএল নং-১৫১, হালে-৯, খতিয়ান নং-সিএস-৭৪, এসএ-৩৮, আরএস-১০৪, খারিজা খতিয়ান নং-৭৬৮, দাগ নং-সিএস ও এসএ-২৯৪, আরএস-৩৭৬, জমির পরিমাণ-৪৪.০০ শতাংশ। চৌহদ্দি : উত্তরে-রাস্তা, দক্ষিণে-আব্দুল জাব্বার মিয়া, পূর্বে-খিদীর আলী এবং পশ্চিমে-আব্দুল জাব্বার মিয়ার স্বত্বদখলীয় লিনা কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠান। জমির মালিক : আব্দুল জাব্বার মিয়া।

তফসিল 'ঙ'

জেলা : নারায়ণগঞ্জ, থানা : ফতুল্লা, মৌজা : ধোপাতিতা, জেএল নং-সিএস-১৫১, এসএ-৯, খতিয়ান নং-সিএস-৯৬, পরবর্তীতে সাবেক এসএ-৯৬/১, হাল এসএ-৬৭, আরএস-১২১, খারিজা-৭৬৯, জোত নং-৮৫০, দাগ নং-সিএস ও এসএ-২৯২, আরএস-৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৭, ৩৭৮, জমির পরিমাণ-৪৮.০০ শতাংশ। চৌহদ্দি : উত্তরে-জিন্নাতুল ইসলাম, দক্ষিণে-আবুল হোসেন রতন, পূর্বে-সিএস ও এসএ ২৯৬ নং দাগ এর জমি এবং পশ্চিমে-বিক্রিত দাগে আব্দুল জাব্বার মিয়ার পূর্বে খরিদা জমি। জমির মালিক : আব্দুল জাব্বার মিয়া।

উল্লেখ্য, উল্লেখিত 'খ' হইতে 'ঙ' পর্যন্ত তফসিলভুক্ত সম্পত্তি লিনা পেপার মিলস লিমিটেড এর দায়ের বিপরীতেও বন্ধকীকৃত রয়েছে।

উপরোল্লিখিত তফসিলভুক্ত মোট সম্পত্তির পরিমাণ = তফসিল (খ হইতে ঙ)
= (৩৯.৫০+২২.৫০+৪৪.০০+৪৮.০০) শতাংশ।
= ১৫৪.০০ শতাংশ।

নিলামের শর্তাবলী

১। প্রকৃত নিলাম ক্রেতা বা দরদাতাকে তাদের নিজস্ব প্যাডে বা সাদা কাগজে স্পষ্টাক্ষরে নিলাম ক্রেতার নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা, এনআইডি/এসআইডি নম্বর, টিআইএন নম্বর যদি থাকে, কোম্পানী/ফার্মের ক্ষেত্রে উহার নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা এবং উদ্ধৃত দর কথায় ও অংকে উল্লেখপূর্বক সীলমোহরকৃত খামে আগামী ২৭/১১/২০২৪ তারিখ বিকাল ৪.০০ ঘটিকার মধ্যে সোনালী ব্যাংক পিএলসি., দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ঢাকায় রক্ষিত টেন্ডার বক্সে জমা প্রদান কিংবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দরপত্র প্রেরণ করতে হবে এবং ঐ দিন বিকাল ৪.০১ ঘটিকার সময় দরপত্র দাতাগণের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকে) টেন্ডার বক্স খোলা হবে।
২। দরপত্র দাতাগণকে অবশ্যই বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে। নিলাম দরপত্রের সাথে দরপত্র দাতার জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।
৩। দরপত্র দাখিল করিবার সময় প্রযোজ্য আর্নেস্ট মানি ও মূল্য পরিশোধের সময়সীমা নিম্নোক্ত ছকে দেওয়া হইলো :

	আর্নেস্ট মানি/জামানতের পরিমাণ	অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধের সময়সীমা
ক.	উদ্ধৃত দর ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দরপত্র মূল্যের ২০% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ দিবসের মধ্যে
খ.	উদ্ধৃত দর ১০.০১ লক্ষ টাকা হতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দরপত্র মূল্যের ১৫% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ দিবসের মধ্যে
গ.	উদ্ধৃত দর ৫০.০০ লক্ষ টাকার অধিক হইলে দরপত্র মূল্যের ১০% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ দিবসের মধ্যে

৪। দাখিলকৃত দরপত্রে উল্লেখিত অবশিষ্ট মূল্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধের ব্যর্থতায় সর্বোচ্চ দরদাতার জামানত বাজেয়াপ্ত হইলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর এবং পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের অর্থ একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক দর অপেক্ষা কম না হইলে, উক্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে মালামাল/সম্পত্তি নিলামে খরিদ করিতে আহ্বান করা হইবে; এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা (আহূত হইবার পর ০৩নং অনুচ্ছেদে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে) সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার জামানতও বাজেয়াপ্ত করা হইবে। বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের টাকা উক্ত দাবিকৃত টাকার সহিত সমন্বয় করা হইবে।
৫। দরপত্রে উল্লেখিত মূল্য অস্বাভাবিক কম/অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হলে এবং কম জামানত প্রদান করা হলে এবং/কিংবা ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র দাখিল করা হলে কর্তৃপক্ষ দরপত্র বাতিল করিতে পারিবেন।
৬। ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নিকট নিলামতব্য সম্পত্তি/মালামাল সংক্রান্ত কোন সরকারি, আধা-সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ পৌরসভা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পিডিবি, পল্লী বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদিসহ অন্য যে কোন পাওনাদারের পাওনা বা দাবি থাকিলে তা নিলাম ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।
৭। দরপত্র জমা দেওয়ার পর বিক্রয় প্রস্তাবিত সম্পত্তির আকার, আকৃতি, প্রকৃতি, অবস্থান, দখল ও স্বত্বের দলিলপত্র সম্পর্কে কোন প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না। তাছাড়া, বিক্রিতব্য মেশিনারীজ/দ্রব্য সামগ্রীর গুণাগুণ, স্থায়িত্ব, আকার, আকৃতি, প্রকৃতি, অবস্থান সম্পর্কে কোন প্রকার আপত্তিও গ্রহণযোগ্য হইবে না।
৮। নিলাম ক্রেতা কর্তৃক সমুদয় মূল্য পরিশোধের পর প্রয়োজনীয় আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন সাপেক্ষে নিলাম ক্রেতার অনুকূলে মালামাল/সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইবে। নিলাম ক্রেতাকে মালামাল হস্তান্তরের/সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন, দখল সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে হইবে। প্রস্তাবিত মূল্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর দরপত্রদাতাকে বহন করিতে হইবে।
৯। সরকারী বিধি মোতাবেক যাবতীয় হস্তান্তর ফি, রেজিস্ট্রেশন খরচ, কমিশন, ভ্যাট/মূল্য সংযোজন কর, স্ট্যাম্প ডিউটি, অন্যান্য শুল্ক এবং দলিল নিবন্ধন ফিসহ যাবতীয় ব্যয় নিলাম ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।
১০। ব্যাংক কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার এবং এই বিজ্ঞপ্তির যে কোন শর্তাবলী পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
১১। নিলামে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বন্ধক সম্পত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
ফোন নং-০২২২৩৩৮৩৬৯৭
মোবাইল : ০১৭১৩০৪৬৩৫৩

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Food
Directorate General of Food
Procurement Division
16, Abdul Gani Road, Dhaka.
Website: www.dgfood.gov.bd

No. 13.01.0000.093.46.004.24-347 Date: 03/11/2024.

INTERNATIONAL TENDER NOTICE FOR IMPORT OF NON-BASMATI PARBOILED RICE.
(Package-02, FY 2024-2025)

International tender in sealed cover are invited from bonafide traders for supply of 50,000 (Fifty thousand) (±5%) Metric Tons of Non-Basmati Parboiled Rice. The particulars of international tender are furnished below:

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH			
1	Ministry/Division	:	Ministry of Food
2	Agency	:	Not applicable
3	Procuring Entity Name	:	Director Procurement
4	Procuring Entity Code	:	Not applicable
5	Procuring Entity District	:	Dhaka
6	Invitation for		Procurement of 50,000 MT (±5%) Non-Basmati Parboiled Rice
7	Invitation Ref. No. & Date	:	13.01.0000.093.46.004.24-347, Dated: 03/11/2024
KEY INFORMATION:			
8	Procuring Method	:	International Open Tender Method
FUNDING INFORMATION:			
9	Budget and Source of Fund	:	GoB Fund
10	Development Partners (If applicable)	:	Not applicable
PARTICULAR INFORMATION:			
11	Project/ Programme / Code (If applicable)	:	Not applicable
12	Project/ Programme Name (If applicable)	:	Not applicable
13	Package No.	:	Package-02
14	Package Name	:	Procurement of 50,000 MT (±5%) Non-Basmati Parboiled Rice
15	Notice publication date	:	04 November, 2024
16	Selling of Tender schedule	:	04 November, 2024 to 17 November, 2024 up to 4.30 PM (BST)
17	Date and Time of closing	:	18 November, 2024, Upto Time 1.00 PM (BST)
18	Date and Time of opening	:	18 November, 2024, Time 2.30 PM (BST)
19	Name and Address of the Office(s):		
	Selling Tender Documents	:	Office Chamber of Director, (Procurement), Room No. 501, Directorate General of Food, 16 Abdul Gani Road, Dhaka.
	Receiving place of Tender	:	1) Office Chamber of Director, (Procurement), Room No. 501, Directorate General of Food, 16 Abdul Gani Road, Dhaka. 2) Office Chamber of Joint Secretary, Room No. 114, (1st floor), Building No. 04, Ministry of Food, Bangladesh Secretariat, Dhaka.
	Opening Place of Tender		Office Chamber of Director, (Procurement), Room No. 501, Directorate General of Food, 16 Abdul Gani Road, Dhaka.
20	Place/Date/Time of Pre-Tender Meeting (Optional)		Not applicable
INFORMATION FOR TENDERER			
21	Eligibility of Tender	:	Necessary papers to be submitted complying the conditions mentioned in the tender documents.
22	Brief Description of Goods or Works	:	50,000 (±5%) (Fifty thousand) MT. of Non-basmati Parboiled rice at Chattogram (60%) and Mongla (40%) port on CIF Liner Out term. Cost of the Cargo, Insurance and Freight including Stevedoring, Overside Handling and Lightering are on seller's account. Single price per MT is to be quoted in US$.
23	Brief Description of Related Services	:	Not applicable
24	Price of Tender Document (Tk.)	:	Tk 5,000 (five thousand) or USD 100 (One hundred) non-refundable by Pay Order/Bank Draft drawn in favour of Director General, Directorate General of Food.
	Mode of Payment		Through Letter of Credit (L/C).
	Crop Year		2024 or latest
	Validity of the offer		02 December, 2024 Upto 5.00 PM. (BST)

25 Quality & Specification:

Quality parameters	Specification	Margin of tolerance with claim for deviation beyond specification	Rejection
Moisture (maximum)	13.5%	14.0%	above 14.0%
Broken grain (Maximum)	5.0% (Rice of size 3/4th and below will be considered as broken and less than 1/4th broken should not be more than 2%)	6.0% (Rice of size 3/4th and below will be considered as broken and less than 1/4th broken should not be more than 3%)	above 6.0%
Foreign matter (Maximum)	0.3%	0.5%	above 0.5%
Dead, damaged & discoloured grains (Maximum)	3% in total	4.0%	above 4.0%
Radio-Activity (maximum)	50 Bq/Kg of 137Cs/134Cs (Relaxable for the crop of SAARC and South-East Asian country)	50 Bq/Kg of 137Cs/134Cs (Relaxable for the crop of SAARC and South-East Asian country)	above 50 Bq/Kg of 137Cs/134Cs

All the parameters must be limited to percentage mentioned against each item individually and separately.

Pack no.	Identification of Shipment	Country of origin	Location	Tender Security Amount (US$.)	Shipment period
Pack-02	50,000 MT (±5%) Non-Basmati Parboiled rice on CIF Liner out term	Any country of the world except Israel	Chattogram port-60% and Mongla port-40%	US$ 3,00,000 in favour of Director General of Food for 50,000 MT Parboiled rice (±5%) in the form of a Bank draft/pay-order (No Bank Guarantee is allowed)	40 (forty) days from the date of opening of the L/C. Note that at least 50% of the total quantity must be shipped within 25 days of opening of the L/C.

PROCURING ENTITY DETAILS:		
26	Name of official inviting tender	Md. Moniruzzaman
27	Designation of official inviting tender	Director (Procurement)
28	Address of official inviting tender	Office Chamber of Director, (Procurement), Room No. 501, Directorate General of Food, 16 Abdul Gani Road, Dhaka.
29	Contact details of official inviting tender	Phone: +88-02-41050178 E-mail- dproc@dgfood.gov.bd
30	(i) Incomplete, conditional tender and alternate offer shall not be considered. The procuring entity reserves the right to accept or reject all tenders partly or wholly without assigning any reason. (ii) Tenderer who has been awarded two NOAs (Notification of Award) waiting for signing the contract or has signed two contracts but shipment under any of the contracts has not yet set sailed for destination, shall not be eligible to participate in the tender; (iii) Tenderer who had been awarded NOAs (Notification of Award) earlier but could not execute contract by submitting PG (Performance Guarantee) on time, shall not be eligible to participate in the next two tenders; (iv) Tenderer whose bid-bonds had been forfeited twice for not submitting PG or signing contract on time, shall not be eligible to participate in the tender for the rest period of the current financial year, whether the money accruing from the bid-bonds so forfeited is deposited to the Government treasury or not; (v) Tenderer whose whole PG (Performance Guarantee) had been forfeited for non-supply of the contracted quantity, shall not be eligible to participate in the tender for the rest period of the current financial year, whether the money accruing from PG so forfeited is deposited to the Government treasury or not.	

03/11/24
Md. Moniruzzaman
Director
Procurement Division
Directorate General of Food
Phone: +88-02-41050178
Email: dproc@dgfood.gov.bd

Government of the People's Republic of Bangladesh
Bangladesh Stationery Office
Department of Printing & Publications
Ministry of Public Administration
Tejgaon 1/A, Dhaka-1208, Bangladesh
www.bso.dpp.gov.bd

"e-GP Tender Notice"

e-Tender is invited in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the Procurement of

Sl. No.	Goods Description, Invitation Reference No. and Date	Tender/ Proposal Package No.	Tender/ Proposal ID No	Scheduled Tender/ Proposal Publication date and Time	Tender/ Proposal Document last selling/ Downloading date and Time	Tender/ Proposal Closing & Opening Date & Time
01	a. Staple machine big Size, 24/6 to 26/6 (guide sample) b. Staple pin big size, 24/6 to 26/6 (guide sample), box of 1000 Nos c. Docket Punch-1 Hole d. Docket Punch-2 Hole (As per schedule and guide sample). Invitation Reference No: 05.85.0000.009.04.039.24/34 Date: 03.11.2024	BSO-34/24-25	1032168	04.11.2024 at 16:00	18.11.2024 at 17:00	19.11.2024 at 14:30

This is an online Tender, where only e-Tender will be accepted in the National e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-Tender registration in the National e-GP system portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required.
The fee for downloading the e-Tender documents from the National e-GP System portal have to be deposited online through any e-GP registered bank's branches. Further information and guidelines are available in the National e-GP system Portal and from e-GP help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd)

03.10.2024
Brenjon Chambugong
Deputy Director
Bangladesh Stationery Office
Tejgaon, Dhaka-1208
Phone: 02-226603937
E-mail:dd.bso@dpp.gov.bd

Office of The Swarupkathi Pourashava
District-Pirojpur

Memo No.-Swa-Pou/Eng/2024-25/65 Date : 23-10- 2024

e-GP Tender Notice : 01/2024-2025(OTM)

e-Tender is invited in the national e-GP system portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the procurement of:

Tender ID no.	Package No.	Description of the Goods/Works	Last Selling Date & Time	Closing and Opening Date & Time	Last Date & Time for Tender Security Submission
1026286	LGCRRP/ Swarupkati/ 2024-25/W-06	Upgrading of RCC road from RHD road polli Biddut Station to Dockyard at ward no-07, Under Swarupkati Pourashava. Ch.00-210.00m. (a) Construction of Plasiding work near Rovernment pond to late Mayor Honorable Freedom Fighter Delower Hossain Faruk Bari ward no-09(Ch00m-210m).(b) Construction of Plasiding workhat Bridge to Sumsudin Akcher Bari ward no-09(Ch00m-200m). (c) Construction of Plasiding work RHD to end Pourashava ward no-02(Ch00m-150m).	18-Nov-2024 16:00pm	19-Nov-2024 14:00pm	19-Nov-2024 13:00pm

This is an online tender, where only e-Tender will be accepted in the National e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted.
To submit e-Tender, registration in the National e-GP system portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required.
The fees for downloading the e-Tender Document from the National e-GP System Portal have to be deposited online through any registered Bank Branches.
Further information and guidelines are available in the National e-GP System Portal and from e-GP help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

(Md. Mohsin)
Executive Engineer
Swarupkathi Pourashava
Pirojpur

দ্বৈত ব্যবহার্য পণ্য সরবরাহে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় ভারতের ক্ষুব্ধ হওয়া কিংবা হালকাভাবে নেওয়া ঠিক হবে না

ভারতের কোম্পানির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

অন্তর্বর্তী সরকার

কাজে সমন্বয়হীনতা কোনোভাবে কাম্য নয়

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি জনগণের প্রত্যাশা অনেক। এই প্রত্যাশার পারদ আরও বেড়েছে এ কারণে যে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের আমলে মানুষ ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এটি মুদ্রার এক দিক। অপর দিক হলো বিগত সরকারের আমলে বঞ্চিত ছিল—এ যুক্তি দেখিয়ে অনেক মহল নানা দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে। সরকারের দেখার বিষয় সত্যিকারভাবে কারা বঞ্চিত ছিল আর কারা ক্ষমতার পালাবদলের সুযোগে আত্মস্বার্থ উদ্ধারে সচেষ্ট।

যেকোনো দায়িত্বশীল সরকারের কর্তব্য হলো জনগণের জানমালের নিরাপত্তা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও মানুষের দৈনন্দিন সমস্যাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করা। সে কাজ অন্তর্বর্তী সরকার কতটা ভালোভাবে করতে পেরেছে, এ প্রশ্নও উঠেছে।

দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনো উদ্বেগজনক। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের পাশাপাশি যৌথ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কোথাও কোথাও সেনাক্যাম্প বসানোর পরও জনজীবনে নিরাপত্তা ফিরে আসেনি। ঢাকাতেই ছিনতাইকারী ও ডাকাতেরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে কোনো কোনো দলের রাজনৈতিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করেও আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে। অশান্ত পাহাড়ে থেমে থেমে সংঘাতের ঘটনা ঘটছে।

জাতীয় পার্টির কর্মসূচি ঘিরে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। জাতীয় পার্টি নিয়ে কারও অভিযোগ থাকলে আইনের আশ্রয় নিতে পারতেন। কিন্তু সেটি না করে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার ব্যানারে কিছু লোক জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে। এটাই শেষ নয়, পরদিন খুলনায় জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এভাবে অন্য সংগঠনের কর্মসূচি বন্ধ করা কিংবা কার্যালয়ে হামলার ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, যাঁরা জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁরাও বলেছেন, সেখানে কোনো কর্মসূচি নেওয়া হয়নি। কোনো পক্ষ অতি উৎসাহী হয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করতে চায় কি না, সে ব্যাপারে সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে এবং তা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। কোনো দল বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে আইনি প্রক্রিয়ায় সেটি নিরসন করতে হবে। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া যাবে না কোনোভাবেই।

মানুষ সরকারের ওপর তখনই আস্থা রাখবে, যখন দেখবে তাদের নিত্যদিনের সমস্যা ও নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর ও টেকসই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে যাঁরা জীবন দিয়েছেন, তাঁদের পরিবারকে সহায়তা করা এবং যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। শনিবার জুলাই-আগস্ট স্মৃতি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ৩০০ পরিবারকে সহায়তা দেওয়ার দৃষ্টান্তটি ভালো। অবিলম্বে গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের তালিকাটাও পূর্ণাঙ্গ করা জরুরি।

শুরু থেকে সরকারের কার্যক্রমে একধরনের সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা গেছে। যেকোনো বিষয়ে একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে সেটা আবার বদল বা সংশোধন করার মধ্যে সরকারের অস্থিরতারই প্রকাশ। সাত কলেজের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সে বিষয়েও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভিন্নমত পোষণ করেছে। তাহলে এই সমস্যার সমাধান কী করে হবে?

বর্তমান সরকার জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ফসল। এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে ছিল ছাত্রসমাজ এবং রাজনৈতিক দল ও সশস্ত্র বাহিনীর সমর্থনে তা সফল পরিণতি পায়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সব পক্ষের মধ্যে কতটা সমন্বয় আছে, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সব বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা জরুরি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেছেন, এমন দুজন সরকারে রয়েছেন। এমন বাস্তবতায় ভিন্ন কোনো দাবি নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাঠে থাকা বা নামার বিষয়টি প্রত্যাশিত নয়। নিজেরা আলাপ করেই বিষয়গুলো ঠিক করা যায়। তা না হলে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। বর্তমান পরিস্থিতি এই পক্ষগুলো পারস্পরিক সমঝোতা ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে, এটাই প্রত্যাশিত।

৭ হাজার একর বনভূমি দখল

ভূমিদস্যুদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিন

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের একটি বাংলাদেশ। সাম্প্রতিক সময়ের অতিবৃষ্টি, মাত্রাতিরিক্ত গরম ও ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলার অন্যতম পথ হচ্ছে সবুজায়ন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এ ব্যাপারে আমাদের সচেতনতা ও মনোযোগের ঘাটতি এবং আইন অমান্যের প্রবণতা লক্ষণীয়ভাবে বেশি। ফলে বনভূমি মানেই সেটা উজাড় করে দখলে নেওয়ার মতো অপরাধ একটা স্বাভাবিক রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর জানাচ্ছে, গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর গাজীপুরে বনের জমি দখল ও সেই জমি নিয়ে বাণিজ্য শুরু করেন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। বন বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, দুই মাসে দখল হয়েছে বনের সাড়ে ৭ হাজার একর জমি। এর মধ্যে সাড়ে ৩ হাজার একর জমির বন উজাড় করে সেখানে অবৈধ স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, দুই মাসে যদি সাড়ে ৭ হাজার একর বনভূমি দখল হয়, তাহলে এ গতিতে দখল অব্যাহত থাকলে গাজীপুরের বন উজাড় হতে কত দিন সময় লাগবে? ভূমিদস্যুরা এতটাই বেপরোয়া যে বন বিভাগের কর্মীরা একাধিকবার তাঁদের বাধা দিলেও অবৈধ স্থাপনা গড়ে তোলা থেকে বিরত থাকেননি তাঁরা। বন বিভাগের লোকজন অবৈধ এসব স্থাপনা নির্মাণে বাধা দিতে গিয়ে একাধিকবার হামলার শিকার হয়েছেন।

বনের জমি দখলের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রভাবশালীরাই জড়িত থাকেন। দখল করা জমিতে কেউ মার্কেট বানাচ্ছেন, কেউ বাড়িঘর বানাচ্ছেন, কেউ-বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বানিয়ে ভাড়া দিচ্ছেন। গত দুই মাসে এসব দখলদারের বিরুদ্ধে ৪১টি মামলা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ আসামি না ধরায় ভূমিদস্যুরা ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন।

২০০০ সালের জরিপে, গাজীপুর জেলায় বনভূমির পরিমাণ ছিল ৩৯ হাজার ৯৪৩ হেক্টর বা ২৩ দশমিক ৪৪ শতাংশ। ২০২৩ সালে বনভূমির পরিমাণ এসে দাঁড়ায় মাত্র ১৬ হাজার ১৭৪ হেক্টর বা ৯ দশমিক ৪৯ শতাংশ। গত দুই মাসে সাড়ে ৭ হাজার একর বনভূমি দখল হলে, এখন বনের পরিমাণ কোথায় এসে দাঁড়াল? একটি বনভূমিসমৃদ্ধ জেলার অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে বাকি দেশের পরিস্থিতি কী, সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। কাগজে-কলমের হিসাবের বাইরে বাংলাদেশের মোট আয়তনের কতভাগ বনভূমি অবশিষ্ট আছে?

দুই মাসে সাড়ে ৭ হাজার একর জমি দখল হলেও যৌথ বাহিনীর অভিযানে মাত্র ৬ একর বনভূমি উদ্ধার করা হয়েছে। এটাকে পর্বতের মূষিক প্রসব ছাড়া আর কী বলার আছে। ভূমিদস্যুদের কবল থেকে যেকোনো মূল্যে বনের জমি উদ্ধার করতে হবে। ভূমিদস্যুদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিন।

চিঠিপত্র

বাস-সংকট

ঢাকা কলেজে উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে ২০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী। এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর যাতায়াতের জন্য রয়েছে মাত্র আটটি বাস। বিভিন্ন রুটে বাস না থাকায় দূরের শিক্ষার্থীদের প্রতিনিয়ত ভোগান্তির শিকার হতে হয়। তা ছাড়া যেসব রুটে বাস রয়েছে, সেসব রুটের শিক্ষার্থীরাও বাসের অপর্যাপ্ততার কারণে ভালোমতো চলাচল করতে পারেন না। দেখা যায় একটি রুটে মাত্র একটি বাস থাকায় শিক্ষার্থীদের গাদাগাদি করে যাতায়াত করতে হয়। ফলে অনেকে কলেজ বাসে জায়গা না পেয়ে ভোগান্তির শিকার হন। অনেকে সঠিক সময়ে ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেন না।

শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের ভোগান্তি দূর করার লক্ষ্যে ঢাকা কলেজের বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেই সঙ্গে যেসব গুরুত্বপূর্ণ রুটে বাস নেই, সেসব রুটে বাস সংযোজন করার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি।

হাসিবুল হাসান হিমেল
শিক্ষার্থী, মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা কলেজ

পাঠকের প্রতি

আপনার চারপাশের সমস্যা-অসংগতি কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠিপত্র বিভাগে লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদকীয় বিভাগ, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
editorial@prothomalo.com

প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

ইন্টারনেটে ভাইরালের যুগে সাংবাদিকতা

কামাল আহমেদ

এখন থেকে মাত্র দুই দশক আগেও খবরের জন্য আমরা প্রধানত সংবাদমাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল ছিলাম। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ঘটনার খবর রেডিও-টিভিতে সব সময় পাওয়া যেত না। যদি পাওয়াও যেত, তাতে সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে প্রধানত থাকত মূল ঘটনা। কিন্তু খুঁটিনাটি বিবরণ কিংবা তার পটভূমি ও সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে জানা ও বোঝার জন্য সংবাদপত্রই ছিল ভরসা। ২০০৪ সালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম ফেসবুকের যাত্রা শুরু হলো। আমাদের অঞ্চলে তা জনপ্রিয় হতে আরও কয়েক বছর সময় কেটে গেছে। ২০০৫ সালে এল আরেক বিস্ময়—ভিডিও প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব। পরের বছর ২০০৬ সালে এসেছে মাইক্রোব্লগিং নামের আরেক মাধ্যম টুইটার, যাতে মাত্র ১৪০ অক্ষরে খবর প্রচারের চল শুরু হয়। এরপর যোগ হয়েছে আরও অনেক প্ল্যাটফর্ম।

প্রথম প্রথম এসব মাধ্যমের বিষয়ে অনেকের মনেই কিছুটা সংশয় ও সন্দেহ ছিল। অনেকে জড়তাও অনুভব করতেন। কিন্তু গত এক থেকে দেড় দশকে এর প্রসার এতটাই ঘটেছে যে মূলধারার সংবাদমাধ্যমকে এখন রীতিমতো এই নতুন বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। লড়াইটা সহজ নয়। কেননা সামাজিক যোগাযোগের এসব মাধ্যম অনেককে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমতায়িত করেছে। হাজার হাজার তো বটেই, এমনকি কোটি মানুষের কাছে কোনো ধরনের বাধা ছাড়াই নিজের কথা পৌঁছে দেওয়ার এ সুযোগ অনেকেই নানাভাবে কাজে লাগাচ্ছেন। রাজনীতিকেরা নিজেদের রাজনীতির প্রসারে, তারকারা তাঁদের তারকামূল্য বাড়াতে, পণ্য বিক্রেতারা তাঁদের পণ্যের প্রচার ও বিক্রি বাড়াতে এসব মাধ্যমে দারুণভাবে লাভবান হচ্ছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এই অভূতপূর্ব বিকাশ সমাজ ও অর্থনীতির প্রচলিত সব রীতিনীতি ও কাঠামোয় নানা রকম পরিবর্তন এনেছে। এসব পরিবর্তনের অনেকগুলো যেমন ইতিবাচক, তেমনি আবার কিছু আছে নেতিবাচক। আমরা সমাজে আগে যাঁদের প্রভাবশালী বলে জানতাম, তাঁদের প্রভাবের উৎস ছিল অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পেশিশক্তিরও ভূমিকা ছিল। কিন্তু এগুলোর সবই ছিল নির্দিষ্ট সীমানা বা এলাকার মধ্যে সীমিত। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে প্রভাবশালীর পুনঃসংজ্ঞায়ন হয়েছে। এখনকার অন্তর্জালের জগতে প্রভাবশালীদের সীমানা নেই। পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে আরেক প্রান্তের ঘটনাপ্রবাহে প্রভাবকের ভূমিকা নেওয়া এখন অসাধ্য কিছু নয়।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন, অর্থাৎ স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার পতনের পর তাঁর সহযোগী ও লাঠিয়ালদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠীর যে রোষ ও ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তার পরিণতিতে যেসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে, তা নিয়ে প্রতিবেশী ভারতের সংবাদমাধ্যমে কী ধরনের অপপ্রচার হচ্ছে, তা আমরা সবাই জানি। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের দলীয় পরিচয়ের কারণে জনরোষের শিকার ব্যক্তির ধর্মীয় পরিচয় ব্যবহার করে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ও পরিকল্পিত হামলার অভিযোগ করে চলেছে তারা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সুযোগসন্ধানীরা কিছু ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের ওপর যে হামলা চালিয়েছে, তা কেউ অস্বীকার করবে না। পুলিশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় দুর্বৃত্তপনার এ সুযোগ তৈরি হয়েছিল, যার শিকার সংখ্যালঘু না হয়েও অনেকে হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে সংখ্যালঘুদের আক্রান্ত হওয়ার খবরকে বহুগুণ ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে রাজনৈতিক অপপ্রচার চলছে।

এই অপপ্রচার এখন আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প এর আগেও একবার প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় একটি দলের নেতা হিসেবে তিনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগেই তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সবচেয়ে প্রভাবশালীদের তালিকায় নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন।

২০২০ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প হেরে যাওয়ার পর নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল, তার পটভূমিতে ভিত্তিহীন অপপ্রচারের অভিযোগে ফেসবুক ও টুইটারে তিনি নিষিদ্ধ হয়েছিলেন। এরপর ক্ষুব্ধ ট্রাম্প নিজেই ট্রুথ সোশ্যাল নামের নিজস্ব একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম চালু করেন। এবারের নির্বাচনের আগে ফেসবুক ও এক্সও (সাবেক টুইটার) তাঁর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। সব মিলিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি এখন আগের চেয়েও বেশি প্রভাবশালী।

ডোনাল্ড ট্রাম্প 'বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুর ওপর দলবদ্ধ হামলার' নিন্দা জানিয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে হিন্দুদের উপেক্ষা করার অভিযোগ করেছেন। আমিও এক্স ব্যবহার করি এবং ট্রাম্পের এক্সে দেওয়া বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আমি শুধু লিখেছিলাম, 'হিন্দু আমেরিকানদের ভোট বাড়াতে হিন্দুত্ববাদী প্রচারণার প্রসার।' ফল দাঁড়িয়েছে শত শত উগ্রবাদী-হিন্দুত্ববাদী গালাগালি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো ক্রমেই বাছবিচারহীন ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর এক অভূতপূর্ব মাধ্যমে রূপান্তরিত হতে চলেছে। ফেসবুকের মন্তব্য ঘিরে সাম্প্রদায়িক উসকানি ও হাঙ্গামার ঘটনাও আমরা বেশ কয়েকবার প্রত্যক্ষ করেছি।

ইউটিউবও এখন আর পিছিয়ে নেই। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ভিডিও সম্প্রচারের ব্যবস্থা সেই সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে এখন আমরা সবাই স্মার্টফোনে ভিডিও ধারণ করতে পারি। গত আন্দোলনে এই ভিডিও ধারণের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা দারুণভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রযুক্তির এসব অগ্রগতির কারণে সাংবাদিকতা এখন এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। যে কেউ যেকোনো জায়গা থেকে সেখানে ঘটে যাওয়া যেকোনো কিছুই ইন্টারনেটে প্রকাশ করে দিতে পারে এবং মুহূর্তের মধ্যেই তা আলোড়ন তুলতে পারে। অনেকে বলেন, 'আমরা এখন ভাইরালের যুগে প্রবেশ করেছি।' কোনো কিছুর ব্যাপক প্রচার বোঝাতেই এই ভাইরাল বিশেষণটি ব্যবহৃত হয় এবং ভাইরাল হওয়ার চেষ্টা এখন অনেকের নেশায় পরিণত হয়েছে। অনেকের আয়রোজগারের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে ভাইরাল ভিডিও, যার আরেক নাম কনটেন্ট। কনটেন্টের নেশায় অর্ধসত্য বা খণ্ডিত তথ্য প্রচার কিংবা তথ্য বিকৃতি ও ভিত্তিহীন বা বানোয়াট তথ্য প্রকাশ এখন নিত্যকার ঘটনা হয়ে উঠেছে। এসব ভাইরাল কনটেন্টের সবচেয়ে বড় সমস্যা, এগুলোতে কেউ সত্যতা যাচাই করে না, ঘটনা বা বক্তব্যের পটভূমি নেই বা অসম্পূর্ণ এবং তার ভ্রান্তিমূল্য ওই কনটেন্টের নির্মাতা-প্রকাশক বিচার করেন না।

মূলধারার সংবাদমাধ্যমের খবর ও অন্যান্য রচনার সঙ্গে এসব সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সারের কনটেন্টের ফারাকটা এখানেই। সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিক ও সম্পাদকেরা কোনো তথ্যই যাচাই-বাছাই ছাড়া প্রকাশ করেন না। ফলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ঝুঁকি সেখানে সামান্যই। আবার মূলধারার গণমাধ্যমকে সব সময়ই বহুমত ও ভাষ্যকে স্থান দিতে হয়, তা কোনো একতরফা ভাষ্য প্রচারের মাধ্যম নয়। যদিও বিশ্বের বহু দেশেই রাজনৈতিক মতাদর্শনির্ভর সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল রয়েছে এবং শুধু নির্দিষ্ট মতধারার কারণে তা বন্ধ করে দেওয়ার কথা ওঠে না। গণতন্ত্রে তা কখনোই কাম্য নয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণহীন পরিবেশে যেখানে তথ্য ও অপতথ্য, সত্য ও মিথ্যা, কানকথা ও গুজবের অহরহ মিশ্রণ ঘটছে, ঘৃণা ও বিদ্বেষ সহজেই প্রসার পাচ্ছে, তার বিপরীতে মূলধারার সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা এখন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিশ্বাসযোগ্যতার নিরিখে সংবাদপত্র এখন হয়ে উঠছে ভরসার কেন্দ্র, অনেকটাই পয়েন্ট অব রেফারেন্স। আশার কথা, আন্দোলনের দিনগুলোতে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার যখন তথ্যপ্রবাহ রুদ্ধ করে দিতে ইন্টারনেটও বন্ধ করে দিয়েছিল, তখন *প্রথম আলোর* মতো কয়েকটি সংবাদপত্র সেই ভূমিকা পালন করেছে। প্রমাণ করেছে, সাংবাদিকতা ও মূলধারার সংবাদমাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা কেন ফুরায়নি, ফুরাবে না।

● **কামাল আহমেদ** সাংবাদিক

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন

ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে দুই ভাগ করে ফেলছেন

সাইমন টিসডাল

ডোনাল্ড ট্রাম্প কি পাগল হয়ে যাচ্ছেন? আপনি পাগলামিকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করছেন, তার ওপর এ প্রশ্নের জবাব নির্ভর করছে। তবে যেহেতু মঙ্গলবারের নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি নির্বাচিত হওয়ার আশা করছেন, সেহেতু এ প্রশ্নের জবাব জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাম্পের অসংলগ্ন আচরণ ও কথাবার্তার জন্য ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্পকে 'আজব' ও 'অস্থির' লোক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

কমলা হ্যারিস গত সপ্তাহে আবারও ট্রাম্পের নির্বাচনের বিষয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কমলা তাঁকে একজন প্রতিশোধপরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, ট্রাম্প ক্ষমতার লোভে আচ্ছন্ন এবং তিনি ক্ষমতা পেলে সেটি সবার জন্য বিপদ বয়ে আনতে পারে। ট্রাম্পের সমালোচনা করতে গিয়ে কমলা হ্যারিস তুলনামূলকভাবে শালীন ছিলেন। সে জন্য তাঁকে কৃতিত্ব দিতেই হবে। যদিও কেন তিনি ট্রাম্পের সমালোচনায় তুলনামূলকভাবে নমনীয় ছিলেন, তা বোঝা কঠিন। কারণ, ট্রাম্প প্রথম থেকে তাঁকে চরম অবজ্ঞা ও হেয় করে এসেছেন।

এমনিতে ট্রাম্পের মানসিক সুস্থতা নিয়ে আরও সহজ ভাষায় প্রশ্ন তোলা যায় : ট্রাম্প কি সম্পূর্ণরূপে তাঁর মস্তিষ্ক হারিয়ে ফেলেছেন? তাঁর মাথায় কি বাদুড় এসে বাসা বেঁধেছে? যদি তিনি অস্থিরমতির হয়ে থাকেন, তিনি যদি পূর্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন না হয়ে থাকেন এবং কল্পনার জগতে বাস করেন, তাহলে তাঁর মাথা ঠিক আছে কি না, তা ভোটার এবং বাকি বিশ্বের জানার অধিকার আছে। ট্রাম্পের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কমলা হ্যারিসের এ মূল্যায়ন কোনো মানসিক রোগের একটি নিরপেক্ষ রোগনির্ণয় নয়। এটি একজন সাধারণ মানুষের সরল প্রতিক্রিয়া, যা ট্রাম্পের অস্বাভাবিক আচরণ ও মন্তব্যগুলোর ক্ষেত্রে উপযুক্ত বলে মনে হয়।

গত সপ্তাহে ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে ট্রাম্প ও তাঁর সমর্থকেরা যে উন্মত্ত প্রচারাভিযান চালিয়েছেন, তার সঙ্গে নাৎসিদের নুরেমবার্গ সমাবেশের মিল আছে। এ কারণে ট্রাম্পের মানসিক সুস্থতা নিয়ে আবার বিতর্ক জেগে উঠেছে।

২০১৭ সালে প্রকাশিত *দ্য ডেঞ্জারাস কেস অব ডোনাল্ড ট্রাম্প* বইয়ে ২৭ জন মনোবিজ্ঞানী, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবী অনেকগুলো সতর্কসংকেত দিয়েছিলেন। সে বইয়ে যাঁরা মত দিয়েছিলেন, তাঁদের একজন বলেছিলেন, ট্রাম্প স্পষ্টতই মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, 'ট্রাম্প বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী প্রেসিডেন্ট; একই সঙ্গে তিনি একজন অত্যন্ত আবেগের বশবর্তী, অহংকারী, অজ্ঞ, বিশৃঙ্খল, নৈরাজ্যবাদী, আত্মমুখী ও স্বার্থপর ব্যক্তি।'

সাত বছর আগে দেওয়া সেই মানসিক বিশেষজ্ঞের মতামত এখনো সঠিক ও প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়; এখন এ প্রশ্নও সামনে আসছে—তবে কি পাগল রাজা জর্জের (যাঁর কর্তৃত্ববাদী শাসনকে ট্রাম্প অনুসরণ করতে চান) মতো 'রাজা' ট্রাম্পের উন্মাদনাও আরও খারাপ দিকে যাবে?

শব্দচয়নের মানদণ্ডে বিচার করলে ট্রাম্পের অসভ্য ও অভব্য ভাষা থেকে বোঝা যায়, তাঁর মানসিক অস্থিরতা অবনতির দিকে গেছে। প্রবীণ হোয়াইট হাউস পর্যবেক্ষক পিটার বেকার লিখেছেন, ট্রাম্পের ভাষণগুলো দিন দিন আরও অশালীন হয়ে উঠছে। এ কারণে তিনি ট্রাম্পকে 'গালিগালাজের প্রেসিডেন্ট' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

পিটার লিখেছেন, 'ট্রাম্প শুধু ২০২৪ সালেই চার অক্ষরের অশ্লীল শব্দটি জনসমক্ষে উচ্চারণ করেছেন

ট্রাম্পের মানসিক সুস্থতা নিয়ে আবার বিতর্ক জেগে উঠেছে। ছবি : এএফপি

অন্তত ১ হাজার ৭৮৭ বার।' তাঁর বিশ্লেষণ অনুসারে, ট্রাম্প ২০১৬ সালের চেয়ে ৬৯ শতাংশ বেশি এই ভাষা ব্যবহার করছেন। তিনি কমলা হ্যারিসকে 'নোংরা ভাইস প্রেসিডেন্ট' বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাঁকে 'বুদ্ধিতে খাটো মেয়েমানুষ' বলেও উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তিনি যা যা বলেছেন, সেগুলোর অর্থ কী, তা তিনি ভালোভাবেই জানেন।

অশালীন ভাষা প্রয়োগ যদিও মোটেও মানসিক রোগের প্রমাণ নয়; তবে এটিকে রোগের উপসর্গ হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম অভিধান 'মেরিয়াম-ওয়েবস্টার'-এ উন্মাদ ব্যক্তিকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, একজন উন্মাদ ব্যক্তি 'যুক্তি ও বিবেকের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হন না এবং যুক্তিযুক্ত উপায়ে চিন্তা করতে অক্ষম'। ট্রাম্প যখনই মুখ খোলেন, তখনই তিনি এ সংজ্ঞায় নিজের 'যোগ্যতা' প্রমাণ করেন। এ সংজ্ঞা তাঁর ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য হয়ে ওঠে।

ট্রাম্পের আরেকটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি সমানে অসংযত কথা বলেন এবং স্পষ্ট মিথ্যাচার করেন। এগুলো এলোমেলো মস্তিষ্কের মানুষের সংজ্ঞায় পড়ে।

আরও একটি সংজ্ঞা প্রমাণ করে, ট্রাম্প নিঃসন্দেহে উন্মাদ। যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী, একজন উন্মাদ ব্যক্তি প্রায় সব সময় অতিমাত্রায় অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ ও তিরিক্ষি মেজাজে থাকে। ট্রাম্পের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তিনি সব সময়ই 'তীব্রভাবে ক্রুদ্ধ বা অসন্তুষ্ট' থাকেন। যে ব্যক্তি সব সময় ক্ষিপ্ত মেজাজে থাকেন, তাঁকে তাঁর পাশে থাকা লোকের কাছে 'ভয়ানকভাবে পাগল' মনে হতে পারে। আর এ ধরনের বদমেজাজ যে কাউকে পাগল করে তুলতে পারে। মানুষ বৃদ্ধ বয়সে এলে সাধারণত মেজাজ তিরিক্ষি হয়। ৭৮ বছর বয়সী ট্রাম্পের ক্ষেত্রে তা ঘটতেই পারে। তাহলে কি ধরে নেওয়া যায়, বার্ধক্যই তাঁর বিবেচনাবোধ হ্রাসের প্রাথমিক কারণ?

যদি ট্রাম্প নিজের জগতে থেকে উন্মাদ হয়ে যেতেন, তাহলে সমস্যা হতো না। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি জাতীয় স্তরে প্রতিদিন অসুস্থ মানসিকতার প্রদর্শন ঘটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে পাগল বানাচ্ছেন। ভক্ত ও শত্রু—উভয়কেই তিনি অস্থির করে তুলছেন। তিনি সবাইকে—ডান ও বামপন্থী উভয় পক্ষকে—খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। একে জাতীয় বিকৃতি সিনড্রোম (এনডিএস) বলা যেতে পারে। এই সামষ্টিক উন্মাদনা ও গণ-উন্মত্ততা সর্বগ্রাসী এবং সর্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক। যুক্তরাষ্ট্রে যা ঘটে, তা যেমন সারা বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হয়, তেমনি ট্রাম্পের ফ্যাসিবাদী উন্মত্ত দুনিয়া বাকি দুনিয়াকে অস্থির করে তুলবে। এটিই সবচেয়ে ভয়ের কথা।

● **সাইমন টিসডাল** *দ্য অবজারভার*-এর পররাষ্ট্রবিষয়ক বিশ্লেষক

গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ : **সারফুদ্দিন আহমেদ**

জনসমাজ

মানুষ থেকে জনতা আর ভিড়ের মনোবিদ্যা

জাভেদ হুসেন

'যদু ডাক্তারের পেশেন্ট' নামে পরশুরামের একটা গল্প আছে। পঞ্চী আর জটারাম নামের প্রেমিক-প্রেমিকা দুজনের ধড় থেকে মাথা আলগা করে দেয় একজন কোপ মেরে। বাবা বিঘোরানন্দের কল্যাণে এরা বেঁচে যায়। তবে পাকচক্রে একজনের মাথা আরেকজনের জোড়া লাগানো হয়। দেহ একজনের। মাথা আরেকজনের। এখন কে তাহলে জটারাম আর কে পঞ্চী? বিঘোর বাবা বললেন, 'মাথা হলো উত্তমাঙ্গ। মাথা অনুসারেই লোকের নাম হয়, ধড় যারই হোক।'

আসলেও আমরা ধড়ের ওপর এক আশ্চর্য জিনিস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর মনের বাস যে মস্তিষ্কের মধ্যে, সে তো জগতের জটিলতম ব্যাপার। মস্তিষ্কে থাকে নার্ভ সেল। এর নাম নিউরন। এই নিউরন সারা দেহে বার্তা পাঠায়। সেই বার্তা মেনে আমরা খাই, ঘুমাই, চিন্তা করি, কথা বলি, হাঁটাচলা করি। আমাদের প্রত্যেকের মস্তিষ্কে এই নিউরনের সংখ্যা ৮৯ বিলিয়ন! এরা প্রত্যেকে আশপাশের আরও প্রায় ৭ হাজার নিউরনের সঙ্গে যুক্ত থাকে আর প্রতি সেকেন্ডে ১০ থেকে ১০০ সংকেত পাঠায়।

এই মাথাওয়ালা মানুষ একলা একরকম আচরণ করে। আর যখন সে ভিড়ের একজন হয়ে যায়, তখন তার আচরণ হয় অন্য রকম। ব্যাপারটা নজরে পড়েছিল গুস্তাভ লে বঁ নামের ফরাসি পণ্ডিতের। চেনাজানা নিরীহ মানুষ যখন ভিড়ের একজন হয়ে যায়, সেই মানুষটাকে অচেনা মনে হয়। *দ্য ক্রাউড : আ স্টাডি অব দ্য পপুলার মাইন্ড* নামে গুস্তাভের বই ছাপা হয় ১৮৯৫ সালে। এই বইয়ে তিনি এই ভিড় করা মানুষের মনস্তত্ত্ব বুঝতে চান। অনেক একা মানুষ যখন কোনো মুহূর্তে এক হয়ে যায়, তখন তাদের মন মোটেও একলা মানুষের মনের মতো থাকে না। তার মন তখন ঠিক চেতন থাকে না। সব মানুষ মিলে কেমন এক বিশাল এক মনের মতো কাজ করে। এর লজিকই অন্য রকম। তাদের সিদ্ধান্তও হয় অন্য রকম। গুস্তাভ এই ভিড়কে পছন্দ করেননি। একে তাঁর মনে হয়েছিল কোনো আদিম প্রাণীর মতো। বিশাল, তার শরীর অতিকায়। কিন্তু বোধবুদ্ধি, যুক্তি বলে কিছু নেই।

গুস্তাভের এই বই খুব কাটতি হয়েছিল। এখনো আছে। ছাপা হওয়ার এক বছরের মধ্যে এর ১৯ ভাষায় অনুবাদ হয়ে যায়। দুনিয়াজুড়ে প্রেসিডেন্ট, স্বৈরশাসকেরা তাঁর ভক্ত বনে যান। হিটলার নিজে তাঁর অনুরাগী ছিলেন। মুসোলিনি তো গুস্তাভের পত্রমিতা ছিলেন। এখনো পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমে রাজনৈতিক দাবি নিয়ে কোনো ভিড় দেখলে সেই বই থেকে উদ্ধৃতি দিতে ভোলে না।

এই মানুষের ভিড়কে বদনাম করতে পারলে ক্ষমতায় থাকা এলিটদের সুবিধা হয়। যুক্তরাজ্যজুড়ে ফিলিস্তিনের পক্ষে লাখ লাখ মানুষ জমায়েত হলেন। যুক্তরাজ্যের সে সময়ের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ভয় পেয়ে বললেন, 'মব রুল ইজ রিপ্লেসিং ডেমোক্রেটিক রুল'। একই রকম জমায়েত দেখে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের দপ্তর থেকে সংসদ সদস্যদের এমন জমায়েতে না যাওয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

> রাষ্ট্রের মধ্যে যখন ক্ষমতা আর জনগণের সম্পর্কে অচলাবস্থা চলতে থাকে, তখন ঝটকা মেরে তার সমাধান করে দেন একজোট হওয়া মানুষ। এই হচ্ছে সেই ক্ষণ, যখন মানুষ হয়ে ওঠে জনতা। ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বিষয় নিয়ে নুসরাত সাবিনা চৌধুরীর একটা বই বের হয় ২০১৯ সালে। বইয়ের নাম *প্যারাডক্সেস অব দ্য পপুলার : ক্রাউড পলিটিকস ইন বাংলাদেশ*। এখানে নুসরাত নতুন দৃষ্টিতে ভিড়ের রাজনীতিকে দেখাতে চেয়েছেন। মোদ্দাকথা, তিনি বলতে চেয়েছেন যে এই ভিড়ের মানুষগুলো নিজেই এক রাজনৈতিক চরিত্র। এরা জনমানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো আলাপ থেকে সচেতনভাবেই এই চরিত্রের জন্ম হয়।

তবে একটা ব্যাপার এখানে লক্ষ করার মতো। ক্ষমতা এই ভিড়ের রাজনীতিকে ভয় পায়। আবার কাজেও লাগায়। যে মানুষগুলো কিছুদিন আগে মাজার ভাঙল, এরা একা কি এইভাবে ভাবত? তাহলে এই ভাবনার ধরন ঘুরিয়ে দিতে পারলে কোনো পক্ষের লাভ হতে পারে। গণজাগরণ মঞ্চের কথা ধরা যাক। শাহবাগের এক ভিড় থেকে যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য আইন বদলানোর দাবি উঠল। সে অনুযায়ী হাসিনা সরকার আইন বদল করল। এই দাবিতে যে বিশাল জমায়েত হয়েছিল, সরকার তাতে সমর্থন দিল, সহায়তা করল। সরকারের উদ্দেশ্য হাসিলের পরই সমর্থন প্রত্যাহার করা হলো।

রাষ্ট্রের মধ্যে যখন ক্ষমতা আর জনগণের সম্পর্কে অচলাবস্থা চলতে থাকে, তখন ঝটকা মেরে তার সমাধান করে দেন একজোট হওয়া মানুষ। এই হচ্ছে সেই ক্ষণ, যখন মানুষ হয়ে ওঠে জনতা। ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। একটা দাবি যখন একটা ক্ষণে এসে এক হয়, তখন এর সামনে কোনো কিছুই দাঁড়াতে পারে না।

গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই 'ক্ষণ'। ক্ষণকে যদি জীবন্ত রাখা যায়, তাহলে ভিড়ের মানুষ নিজেই একটা সচেতন চরিত্র হয়ে উঠতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে সেই ক্ষণকে জীবন্ত রাখা যায়।

● **জাভেদ হুসেন** *প্রথম আলোর* সম্পাদকীয় সহকারী

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

বায়ুমণ্ডলে সৌরতাপ আটকা পড়ে বর্তমানে বিশ্বের তাপমাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, একে বলা হয় 'বৈশ্বিক উষ্ণায়ন'।

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ২য় পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

ব্যাকরণ : পরিচ্ছেদ ১১

১১. 'গেঁয়ো' শব্দটিতে কী অর্থে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে?
ক. যুক্ত অর্থে খ. উপকরণ অর্থে
গ. সংশ্লিষ্ট অর্থে ঘ. অবজ্ঞা অর্থে

১২. 'নৈপুণ্য' অর্থে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে কোন শব্দে?
ক. ডাক্তারি খ. নেয়ে
গ. বাহাদুরি ঘ. বাঘা

১৩. ভাববাচক বিশেষ্য পদ গঠনে ধাতুর পর কোন প্রত্যয় যুক্ত হয়?
ক. আন খ. আই
গ. আল ঘ. আও

১৪. বাংলা ভাষায় প্রত্যয় কয় প্রকার?
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

১৫. ধাতুর পরে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে কী বলে?
ক. স্ত্রী প্রত্যয় খ. কৃৎ প্রত্যয়
গ. বচন প্রত্যয় ঘ. তদ্ধিত প্রত্যয়

১৬. 'মোড়ক' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
ক. মোড় + অক খ. মুড় + অক
গ. মোড়া + অক ঘ. মুড়ি + অক

১৭. 'শ্রমী' শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?
ক. শ্রম + বিন খ. শ্রম + ইষ্ণু
গ. শ্রম + ঞ্চ ঘ. শ্রম + ইন্

১৮. 'যুক্ত' শব্দের সঠিক প্রকৃতি- প্রত্যয় কোনটি?
ক. যু + ক্ত খ. যুক + ত
গ. যুহ + ক্ত ঘ. যুচ + ত

১৯. 'দাতা' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
ক. দা + তৃচ খ. দাতৃ + আ
গ. দা + তা ঘ. দাত + আ

২০. 'ক্রেতা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?
ক. ক্রে + তৃচ খ. ক্রী + তৃচ
গ. কৃৎ + তৃচ ঘ. কৃ + তা

২১. 'শ্রবণ' শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?
ক. শ্রবণ + অ খ. শ্রী + অন
গ. শ্রব + অন ঘ. শ্রু + অন>অনট

২২. শ্রু + অনট = 'শ্রবণ' কোন সূত্রে প্রাপ্ত?
ক. গুণ ও বৃদ্ধি খ. গুণ ও সন্ধি
গ. বৃদ্ধি ও সন্ধি ঘ. সন্ধি সূত্রে

২৩. ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত করার উদ্দেশ্য কী?
ক. ভাষা সংক্ষেপণ খ. শব্দের মিলন
গ. নতুন শব্দ গঠন ঘ. বাক্যে অলংকরণ

সঠিক উত্তর
পরিচ্ছেদ ১১ : ১১. গ ১২. খ ১৩. ঘ ১৪. ক ১৫. খ ১৬. খ ১৭. ঘ ১৮. ঘ ১৯. ক ২০. খ ২১. ঘ ২২. ক ২৩. গ

ইংরেজি ২য় পত্র | Prefixes and Suffixes

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, *সহকারী অধ্যাপক*
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

 # Complete the text adding suffixes, prefixes or the both with the root words given in the parenthesis.

19.

You should bear in mind that (a) ___ (confidence) ___ assists a man to reach the goal of life. The lack of (b) ___ (determine) ___ leads one to lose the confidence. You need it in order to (c) ___ (come) ___ the problems of life. Fix a target and then try (d) ___ (sincere) ___ to gain success. Don't lose heart if you fail. Remember that (e) ___ (fail) ___ is the pillar of success. Whereas, success without (f) ___ (compete) ___ is not enjoyable. Determination keeps you (g) ___ (mental) ___ strong and makes (h) ___ (prepare) ___ for struggling to reach the goal. Nobody can be (i) ___ (success) ___ in his mission, Failure makes him more (j) ___ (determine) ___ to work hard. In fact, failure and success are (k) ___ (separable) ___ connected to each other. Failure paves the way for (l) ___ (glory) ___ success. So, never get (m) ___ (hearten) ___ when you fail in anything. Rather take it as a forward step towards (n) ___ (inevitability) ___ success.

Answer
a. self-confidence; b. determination; c. overcome; d. sincerely; e. failure; f. competition; g. mentally; h. prepared; i. successful; j. determined; k. inseparably; l. glorious; m. disheartened; n. inevitable.

20.

Early rising is the habit of (a) ___ (get) ___ up from bed early in the morning. An early (b) ___ (rise) ___ can enjoy the (c) ___ (fresh) ___ of the morning air. He can hear the (d) ___ (melody) ___ songs of the birds. Again, he can start his day's work (e) ___ (early) ___ than others. An early riser does not suffer from (f) ___ (physic) ___ problems very often. So, he need not go to any (g) ___ (physic) ___ (h) ___ (frequent) ___. Thus, an early riser enjoys (i) ___ (vary) ___ benefits and leads a (j) ___ (peace) ___ life. On the contrary, a person, who gets up late, becomes (k) ___ (deprive) ___ of many blessings of the morning. He cannot perform his duties (l) ___ (proper) ___ .Having no time to take physical exercise, he cannot enjoy (m) ___ (health) ___ life. Such a person hardly achieve (n) ___ (prosper) ___ in life.

Answer
a. getting; b. riser; c. freshness; d. melodious; e. earlier; f. physical; g. physician; h. frequently; i. various; j. peaceful; k. deprived; l. properly; m. healthy; n. prosperit

আগামীকাল থাকবে
- **নবম শ্রেণি** : গণিত, ডিজিটাল প্রযুক্তি
- **অষ্টম শ্রেণি** : গণিত
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ২য় পত্র, জীববিজ্ঞান, পৌরনীতি ও নাগরিকতা
- **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা** : বাংলা
- **নোটিশ বোর্ড** : বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেশনাল এমবিএ প্রোগ্রাম, ভারতেশ্বরী হোমসে ৫ম থেকে ৯ম শ্রেণিতে ছাত্রী ভর্তি

পৌরনীতি ও নাগরিকতা
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৪

২৭. 'একনায়কতন্ত্র' কোন ধরনের শাসনব্যবস্থা?
ক. গঠনমূলক খ. স্বেচ্ছাচারী
গ. নমনীয় ঘ. কাল্পনিক

২৮. এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা—কোন রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ?
ক. গণতান্ত্রিক খ. একনায়কতান্ত্রিক
গ. সমাজতান্ত্রিক ঘ. রাজতান্ত্রিক

২৯. কোন শাসনব্যবস্থা গণতন্ত্রের উপযোগী?
ক. রাষ্ট্রপতি শাসিত
খ. সামরিক
গ. সমাজতান্ত্রিক
ঘ. একনায়কতন্ত্র

৩০. কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্যে, রাষ্ট্র ব্যক্তির জন্য নয়?
ক. একনায়কতান্ত্রিক
খ. গণতান্ত্রিক
গ. রাজতান্ত্রিক
ঘ. প্রজাতান্ত্রিক

৩১. 'বেকার ভাতা প্রদান' কোন রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য?
ক. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র
খ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র
গ. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র
ঘ. যুক্তরাষ্ট্রীয়

৩২. এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় সরকারের সব ক্ষমতা কার হাতে ন্যস্ত থাকে?
ক. সরকারি কর্মকর্তার
খ. প্রধান বিচারপতির
গ. কেন্দ্রীয় সরকারের
ঘ. জনগণের

৩৩. এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয় কোথা থেকে?
ক. কেন্দ্র থেকে খ. জেলা থেকে
গ. বিভাগ থেকে ঘ. উপজেলা থেকে

৩৪. কোন রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান?
ক. যুক্তরাজ্য খ. ভারত
গ. কানাডা ঘ. যুক্তরাষ্ট্র

৩৫. ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ কোন ধরনের রাষ্ট্র?
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. এককেন্দ্রিক
গ. একনায়কতান্ত্রিক
ঘ. রাজতান্ত্রিক

৩৬. এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে কিসের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সব শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়?
ক. কর্তৃত্ব খ. সংবিধান
গ. প্রথা ঘ. আইন

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ২৭. খ ২৮. খ ২৯. ক ৩০. ক ৩১. ক ৩২. গ ৩৩. ক ৩৪. ক ৩৫. খ ৩৬. খ

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ডিজিটাল প্রযুক্তি
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৩, সেশন ৪

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বর্তমানে সরকারি সব অফিসেই ই-মেইলের পাশাপাশি কী থাকে, যা থেকে যেকোনো তথ্য জানা যায়?
ক. মোবাইল নম্বর খ. ফ্যাক্স নম্বর
গ. ওয়েবসাইট ঘ. অফিসের ঠিকানা

২. বর্তমানে অফিসে সপ্তাহে প্রতিদিন কত ঘণ্টা যোগাযোগ করা যায়?
ক. ৫-৭ ঘণ্টা খ. ৮ ঘণ্টা
গ. অফিস সময় ঘ. ২৪ ঘণ্টা

৩. অনেক সরকারি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও গ্রাহকসেবাকে সহজলভ্য ও ব্যবহারকারীর সহজ করার জন্য কী চালু হচ্ছে?
ক. মোবাইল নম্বর খ. ফেসবুক
গ. মোবাইল অ্যাপ ঘ. ইনস্টাগ্রাম

৪. ওয়েবসাইট দেখার সফটওয়্যার কোনটি?
ক. ওয়েব লিংক খ. ওয়েব ব্রাউজার
গ. ওয়েব ট্যাগ ঘ. ওয়েব রাউটার

৫. ওয়েবসাইট তৈরি করা এখন-
ক. সহজ খ. অনেক সহজ
গ. অনেক কঠিন ঘ. সম্ভব নয়

৬. ওয়েবসাইট বা পেজটির প্রথম পাতাকে কী বলে?
ক. লিনিয়ার পেজ খ. হোম পেজ
গ. সাব পেজ ঘ. পোস্ট পেজ

৭. ওয়েবসাইটের হোম পেজ কী?
ক. প্রথম পাতা খ. দ্বিতীয় লিংক
গ. শেষ পাতা ঘ. ছবির লিংক

৮. ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট ও সংস্কারের দায়িত্বে কে থাকেন?
ক. ব্যবস্থাপক খ. মালিক
গ. অ্যাডমিন ঘ. অধ্যক্ষ

৯. একই ডোমেইনের অধীন একাধিক ওয়েব পেজের সমষ্টিকে কী বলে?
ক. হোস্টিং খ. ওয়েবসাইট
গ. ডোমেইন নেম ঘ. ব্রাউজার

১০. ওয়েবসাইট দেখার সফটওয়্যার কোনটি?
ক. ওয়েব পেজ খ. ওয়েব লিংক
গ. ওয়েব ব্রাউজার ঘ. ওয়েব লেভেল

১১. ডোমেইন নেম কী?
ক. ওয়েব ফাইলের নাম খ. সার্ভারের নাম
গ. ওয়েবসাইটের একটি স্বতন্ত্র নাম
ঘ. ফোল্ডারের নাম

১২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত টপ লেভেল ডোমেইনের নাম কী?
ক. .gov খ. .com
গ. .edu ঘ. .org

সঠিক উত্তর
সেশন ৪ : ১. গ ২. ঘ ৩. গ ৪. গ ৫. খ ৬. খ ৭. ক ৮. গ ৯. খ ১০. গ ১১. গ ১২. গ

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রণজিৎ কুমার শীল, *সিনিয়র শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৭

 # এক কথায় উত্তর

২৭. $\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$ এবং $\tan\theta$ ঋণাত্মক হলে, $\cos\theta$-এর মান কত?
২৮. $\sec(90^\circ + \theta)$ এর মান কত?
২৯. $\tan(180^\circ - \theta)$= কত?
৩০. $\cot(270^\circ - \theta)$= কত?
৩১. $\cot(-1470^\circ)$ এর মান কত?
৩২. $2\cos A = \sqrt{2}$ হলে A এর মান কত?
৩৩. -240° এর রেফারেন্স কোণ কত?
৩৪. $\frac{-85\pi}{18}$ রেডিয়ান কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত?
৩৫. একটি বৃত্তের পরিধি তার কেন্দ্রে কত কোণ উৎপন্ন করে?
৩৬. দুটি চাকার ব্যাসের পার্থক্য 10 সেমি হলে, পরিধির পার্থক্য কত সেমি?
৩৭. একটি চাকার ব্যাস 10 সেমি। চাকাটি একবার ঘুরলে কত সে.মি. দূরত্ব অতিক্রম করবে?
৩৮. 405° এর রেফারেন্স কোণ কত ডিগ্রি?
৩৯. বিকেল 4টার সময় একটি ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত ডিগ্রি হবে?
৪০. 750 কিমি দূরে কোনো বিন্দুতে একটি পাহাড় 8° কোণ উৎপন্ন করলে পাহাড়টির উচ্চতা কত?

অধ্যায় ৯

 # এক কথায় উত্তর

১. কেন্দ্রীয় মান থেকে উপাত্তের অন্য মানগুলোর ব্যবধানকে কী বলে?
২. পরিমিত ব্যবধান সম্পর্কে ধারণা প্রদানকারী ব্যক্তির নাম কী?
৩. উচ্চতর পরিসংখ্যানে কোন বিস্তার পরিমাপটি ব্যবহৃত হয়?
৪. তথ্যসারির প্রতিটি মান থেকে এদের গাণিতিক গড়ের বিচ্যুতির সমষ্টি কত হয়?
৫. উপাত্তের মানসমূহের কেন্দ্রের দিকে ঝুঁকে থাকার প্রবণতাকে কী বলে?
৬. বিস্তার পরিমাপের সহজ পদ্ধতি কোনটি?
৭. নিবেশনের মানগুলোর পারস্পরিক ব্যবধানকে কী বলে?
৮. -21, 29, 17, -9, 21 তথ্যসারির পরিসর কত?

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৭
২৭. $-\frac{2}{5}$, ২৮. $-\operatorname{cosec}\theta$, ২৯. $-\tan\theta$, ৩০. $\tan\theta$, ৩১. $-\sqrt{3}$, ৩২. 45°, ৩৩. 60°, ৩৪. তৃতীয় চতুর্ভাগে, ৩৫. 2π রেডিয়ান, ৩৬. 10π, ৩৭. 10π, ৩৮. 45°, ৩৯. 120°, ৪০. 1.745 কি.মি.।
অধ্যায় ৯
১. বিস্তার, ২. কার্ল পিয়ারসন, ৩. পরিমিত ব্যবধান, ৪. শূন্য (০), ৫. কেন্দ্রীয় প্রবণতা, ৬. পরিসর নির্ণয়, ৭. বিস্তার, ৮. 50

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

ষষ্ঠ শ্রেণি : বার্ষিকের প্রস্তুতি

বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, *প্রভাষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৩

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : সময়ের সঙ্গে বস্তুর বেগের পরিবর্তনের হারকে কী বলে?
উত্তর : ত্বরণ
প্রশ্ন : বেগের পরিবর্তন হওয়ার অর্থ কী?
উত্তর : বস্তুর ত্বরণ সৃষ্টি হওয়া
প্রশ্ন : বলের মান কীভাবে নির্ণয় করা হয়?
উত্তর : বল=বস্তুর ভর × ত্বরণ
প্রশ্ন : পৃথিবী সব বস্তুকে যে বলে আকর্ষণ করে, তার নাম কী?
উত্তর : মাধ্যাকর্ষণ বল
প্রশ্ন : বলের একক কী?
উত্তর : নিউটন (N)
প্রশ্ন : পৃষ্ঠদেশ মসৃণ হলে ঘর্ষণ বলের কী পরিবর্তন ঘটে?
উত্তর : ঘর্ষণ বলের হ্রাস ঘটে
প্রশ্ন : চাকার টায়ারে খাঁজকাটা থাকে কেন?
উত্তর : ঘর্ষণ বল বৃদ্ধি করার জন্য
প্রশ্ন : বল-বিয়ারিং কেন ব্যবহার করা হয়?
উত্তর : ঘর্ষণ কমানোর জন্য
প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কাজ করার সামর্থ্যকে কী বলে?
উত্তর : শক্তি
প্রশ্ন : কোনো গতিশীল বস্তু তার গতির জন্য যে শক্তি লাভ করে, তাকে কী বলে?
উত্তর : গতিশক্তি
প্রশ্ন : বেগের সঙ্গে গতিশক্তির সম্পর্ক কী?
উত্তর : গতিশক্তি বেগের বর্গের সমানুপাতিক।
প্রশ্ন : বস্তু তার অবস্থানের জন্য যে শক্তি লাভ করে, তাকে কী বলে?
উত্তর : স্থিতিশক্তি
প্রশ্ন : পৃথিবীপৃষ্ঠে বস্তুর স্থিতিশক্তি কত?
উত্তর : শূন্য
প্রশ্ন : কাপ্তাই জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে পানির কোন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়?
উত্তর : স্থিতিশক্তি
প্রশ্ন : গাড়ির জ্বালানিতে কোন শক্তি সঞ্চিত থাকে?
উত্তর : রাসায়নিক শক্তি
প্রশ্ন : শক্তির পরিমাপ কীভাবে করা হয়?
উত্তর : শক্তি = বল × অবস্থানের পরিবর্তন।
প্রশ্ন : ওয়াট (W) কিসের একক?
উত্তর : ক্ষমতা
প্রশ্ন : আইনস্টাইনের বিখ্যাত সূত্রটি কী নিয়ে?
উত্তর : ভর ও শক্তির সম্পর্ক নিয়ে
প্রশ্ন : আলোর বেগ কত?
উত্তর : প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার
প্রশ্ন : $E=mc^2$ সূত্রের প্রয়োগ কোথায় দেখা যায়?
উত্তর : নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রে

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রমজান মাহমুদ, *সিনিয়র শিক্ষক*
গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুল, ঢাকা

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বার্ষিক ১২% সরল মুনাফায় ১০,০০০ টাকার ৪ বছরের মুনাফা কত টাকা?
ক. ৪৮০ টাকা খ. ১২০০ টাকা
গ. ৪৮০০ টাকা ঘ. ৯৬০০ টাকা

২. এক ব্যক্তি বার্ষিক ১০% সরল মুনাফা হারে টাকা জমা রেখে ৫ বছর পর ১৫০০ টাকা মুনাফা পেলেন। ব্যাংকে ওই ব্যক্তি কত টাকা জমা রেখেছিলেন?
ক. ৭৫০ টাকা খ. ৩০০০ টাকা
গ. ৭৫০০ টাকা ঘ. ৭৫০০০ টাকা

৩. মুনাফা কয় ধরনের?
ক. ২ ধরনের খ. ৩ ধরনের
গ. ৪ ধরনের ঘ. ৫ ধরনের

৪. সরল মুনাফার হার নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
ক. $r = \frac{pn}{I}$ খ. $r = \frac{n}{pI}$
গ. $r = \frac{p}{In}$ ঘ. $r = \frac{1}{pn}$

৫. বার্ষিক ১২% হার মুনাফায় কত বছরে ২০০ টাকার মুনাফা ৯৬ টাকা হবে?
ক. ৮ বছরে খ. ৬ বছরে
গ. ৪ বছরে ঘ. ২ বছরে

৬. কিস্তির সংখ্যা x, কিস্তির পরিমাণ m, প্রারম্ভিক জমা c এবং মোট জমা y হলে, নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক?
ক. $y = mx+c$ খ. $y = cx+m$
গ. $y = mxc$ ঘ. $y = m+cx$

৭. বার্ষিক ১০% হার মুনাফায় ৫ বছরের মুনাফা ৫০০০ টাকা হলে, মূলধন কত টাকা?
ক. ৫০০০ টাকা খ. ১০০০০ টাকা
গ. ২৫০০০ টাকা ঘ. ৫০০০০ টাকা

৮. একটি জিনিস ৫০ টাকায় কিনে ২০ টাকায় বিক্রয় করলে শতকরা কত ক্ষতি হবে?
ক. ৬০% খ. ৫০%
গ. ৩০% ঘ. ২০%

৯. বার্ষিক ১০% হার মুনাফায় কত বছরে ৭৫০ টাকার মুনাফা ২২৫ টাকা হবে?
ক. ৮ বছরে খ. ৫ বছরে
গ. ৪ বছরে ঘ. ৩ বছরে

১০. বার্ষিক ১০% সরল মুনাফায় ১২০০ টাকার কত বছরের মুনাফা ৪৮০ টাকা হবে।
ক. ২ বছরের খ. ৪ বছরের
গ. ৬ বছরের ঘ. ৮ বছরের

১১. ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে ১৫% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য কত টাকা হবে?
ক. ১৫ খ. ৮৫
গ. ১১৫ ঘ. ১৮৫

১২. ১০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা ১০ টাকা হলে, বার্ষিক মুনাফার হার কত?
ক. ১০০% টাকা খ. ১০% টাকা
গ. ১% টাকা ঘ. ০.১% টাকা

১৩. একটি দ্রব্য ৫৫২ টাকায় বিক্রয় করায় ৪৮ টাকা ক্ষতি হলে, ক্রয়মূল্য কত টাকা?
ক. ৬০০ টাকা খ. ৫৯০ টাকা
গ. ৫১৪ টাকা ঘ. ৫০৪ টাকা

সঠিক উত্তর
১. গ ২. খ ৩. ক ৪. ঘ ৫. গ ৬. ক ৭. খ ৮. ক ৯. ঘ ১০. খ ১১. খ ১২. খ ১৩. ক

নোটিশ বোর্ড

এসএসসি পরীক্ষা এপ্রিলে, এইচএসসি পরীক্ষা জুনের শেষে

■ ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে এবং এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা জুনের শেষে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
এসএসসি পরীক্ষাটি হবে পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসে আর এইচএসসি পরীক্ষাটি হবে ২০২৩ সালের সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে।
পরীক্ষা নিয়ে অন্য কোনো নির্দেশনা এলে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ তা যথাসময়ে জানাবে।

২০২৫ সালের এসএসসির নির্বাচনি পরীক্ষার ফরম পূরণ ১ ডিসেম্বর থেকে

■ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার ২০২৫ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় (এসএসসি) অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের নির্বাচনি পরীক্ষা গ্রহণ শেষে ২৭ নভেম্বরের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে। এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ শুরু হবে ১/১২/২০২৪ তারিখ।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.dhakaeducationboard.gov.bd

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম

■ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোফিসিয়েন্সি প্রোগ্রামে জানুয়ারি-জুন ২০২৫ সেশনে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
ভর্তির যোগ্যতা : এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস অথবা তদূর্ধ্ব সার্টিফিকেটধারী যেকোনো পেশা ও বয়সের ব্যক্তি এ প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবেন।
আবেদনপত্র সংগ্রহ, জমাদান ও ভর্তি : ৭ নভেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪।
টিউটোরিয়াল ক্লাস শুরু : ৩ জানুয়ারি ২০২৫।
টিউটোরিয়াল ক্লাসের স্থান : ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্র, ঢাকা।
অনলাইনে আবেদন, মোট ফি ২৯৫০ টাকা।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.bou.ac.bd

শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন
এইচএসসি উত্তীর্ণদের বৃত্তি, আবেদনের সময় বৃদ্ধি

■ শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ২০২৩ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অসচ্ছল মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তির আবেদনের সময় বৃদ্ধি করেছে।
আবেদন করার শেষ তারিখ : ২১ নভেম্বর ২০২৪। এ তারিখের পর কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।
বৃত্তির জন্য আবেদনের যোগ্যতা :
বিভাগীয় শহর/সিটি করপোরেশন এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে : বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫। অন্যান্য বিভাগে জিপিএ-৪.৮০।
সিটি করপোরেশনের বাইরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে : বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৪.৮০, অন্যান্য বিভাগে জিপিএ-৪.৫০।
জেনে রাখুন :
আগ্রহী প্রার্থীকে বৃত্তির জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করে তার সঙ্গে ফরমের ৩ নম্বর পৃষ্ঠায় ক্রমিক নম্বর ২০-এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে।
যেসব আবেদনকারীর পিতা বা মাতার বাৎসরিক আয় ২ লাখ টাকার উর্ধ্বে, তাদের আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।
আবেদনের ফরম শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংকের শাখা অথবা http://www.sjiblbd.com/download/schoarshipform2023.pdf থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা : হেড অব ফাউন্ডেশন, শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক টাওয়ার, প্লট নং : ৪, ব্লক-সি ডব্লিউএন(সি), গুলশান অ্যাভিনিউ, গুলশান, ঢাকা।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.sjiblbd.com

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তি

■ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ বিভাগে স্প্রিং-২০২৫ সেশনে প্রফেশনাল এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদনপত্র ডিন অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। আবেদনের ফি : ১৫০০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ : ২৫ নভেম্বর।
ভর্তি পরীক্ষা : ৬ ডিসেম্বর ২০২৪ শুক্রবার, বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা।
ক্লাস শুরু : ১৭ জানুয়ারি ২০২৫।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.embajnu.com

পরিবেশবান্ধব সনদ পেল একটি পোশাক কারখানা

কটন ফিল্ড বিডি নামের একটি পোশাক কারখানা পরিবেশবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে লিড প্লাটিনাম সনদ পেয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রবাসী আয়ের চিত্র

■ ২০২৩ ■ ২০২৪ হিসাব কোটি ডলারে

মাস	২০২৩	২০২৪
জুলাই	১৯৭	১৯১
আগস্ট	১৫৬	২২২
সেপ্টেম্বর	১৩৩	২৪০
অক্টোবর	১৯৭	২৩৯

৫ বছরে কত আয় এসেছে
হিসাব কোটি ডলারে

অর্থবছর	আয়
২০১৯-২০	১,৮২০
২০২০-২১	২,৪৭৭
২০২১-২২	২,১০৩
২০২২-২৩	২,১৬০
২০২৩-২৪	২,৩৯১

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

অক্টোবরে আবারও বড় প্রবৃদ্ধি

প্রবাসী আয়

কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রবাসী আয় বাড়াতে সাম্প্রতিক সময়ে যেসব উদ্যোগ নিয়েছে, তা দেশে দীর্ঘদিন ধরে চলা ডলার-সংকট কাটাতে সাহায্য করছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশে প্রবাসী আয়ের প্রবাহে যে ইতিবাচক ধারা শুরু হয়েছে, তা অব্যাহত রয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় অক্টোবরে ২৩৯ কোটি ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা প্রায় ২৮ হাজার ৭৪০ কোটি টাকার সমান (প্রতি ডলার ১২০ টাকা হিসাবে)। গত বছরের অক্টোবরে দেশে এসেছিল ১৯৭ কোটি ১৪ লাখ ডলারের প্রবাসী আয়। ফলে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবাসী আয় বেড়েছে প্রায় ২১ শতাংশ।

গত সেপ্টেম্বরে ২৪০ কোটি ডলারের আয় এসেছিল, যা ছিল গত বছরের সেপ্টেম্বরের তুলনায় ৮০ শতাংশ বেশি এবং মাস ভিত্তিতে এ বছরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। আগের মাস, অর্থাৎ আগস্টে প্রবাসী আয় আসে ২২২ কোটি ডলার। চলতি বছরে সর্বোচ্চ ২৫৪ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় আসে জুন মাসে। সেটিই একক মাসের হিসাবে গত তিন বছরে মধ্যে সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়। এর আগে সর্বোচ্চ আয় এসেছিল ২০২০ সালের জুলাইয়ে, ২৫৯ কোটি ডলার। প্রবাসী আয়সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন পর্যালোচনায় এ তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রবাসী আয় হলো দেশের ডলার জোগানের একমাত্র দায়বিহীন উৎস। কারণ, এই আয়ের বিপরীতে কোনো বিদেশি মুদ্রা খরচ করতে হয় না অথবা কোনো দায় পরিশোধ করতে হয় না। রপ্তানি আয়ে ডলার এলেও কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি করতে ডলার খরচ হয়। অন্যদিকে বিদেশি ঋণ শোধ করার সময়ও ডলারের প্রয়োজন হয়। ফলে প্রবাসী আয় যত বাড়বে, দেশে ডলারের সংকট তত কমে আসবে।

> ডলারের যে সংকট ছিল, তা অনেকটা কমে এসেছে। ডলারের জোগান আগের চেয়ে বেড়েছে। প্রবাসী আয় বাড়াতে আমরাও নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছি।
>
> **শওকত আলী খান**
> ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনালী ব্যাংক

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত ১৪ আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নেন বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর। দায়িত্ব নিয়েই তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ডলার-সংকট কাটাতে আন্তব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনে বিদ্যমান ব্যান্ড ১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে আড়াই শতাংশ করা। এতে বিনিময় হার নির্ধারণের ক্রলিং পেগ ব্যবস্থায় ডলারের মধ্যবর্তী দাম ১১৭ থেকে সর্বোচ্চ ১২০ টাকা পর্যন্ত বাড়াতে পারছে ব্যাংকগুলো। প্রণোদনা দিয়ে ব্যাংকগুলো এখন ১২২ টাকায়ও প্রবাসী আয় কিনছে। তবে কোনো কোনো ব্যাংক এর চেয়ে বেশি দাম দিয়েও প্রবাসী আয়ের ডলার কিনছে।

বিভিন্ন ব্যাংকের ট্রেজারি বিভাগের কর্মকর্তারা *প্রথম আলো*কে জানান, দাম অতিরিক্ত বাড়িয়ে প্রবাসী আয় কেনার যে প্রতিযোগিতা ছিল, এখন তা অনেকটাই কমে এসেছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কড়াকড়ি কমায় সব ব্যাংকের জন্য সমান সুযোগ তৈরি হয়েছে। এটি প্রবাসী আয়ে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বিদায়ী অক্টোবরের শেষ দিনেই আসে ৯ কোটি ৮০ লাখ ডলার। গত বছরের জুলাই-অক্টোবর সময়ে ৬৮৭ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এসেছিল, চলতি বছরের একই সময়ে যা বেড়ে হয়েছে ৮৯৩ কোটি ডলার। ফলে অর্থবছরের প্রথম চার মাসে প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি প্রায় ৩০ শতাংশ।

জানা যায়, বিদেশি দায় পরিশোধের চাপ কমে আসা এবং প্রবাসী আয়ে ভালো প্রবৃদ্ধির কারণে খোলাবাজারে ডলারের সংকট অনেকটাই কেটেছে। ব্যাংকগুলোতেও ১২০ টাকা দামে নগদ ডলার মিলছে।

সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শওকত আলী খান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ডলারের যে সংকট ছিল, তা অনেকটা কমে এসেছে। ডলারের জোগান আগের চেয়ে বেড়েছে। প্রবাসী আয় বাড়াতে আমরাও নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছি।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে ২১ দশমিক ৬১ বিলিয়ন বা ২ হাজার ১৬১ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এসেছিল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রবাসী আয় বেড়ে দাঁড়ায় ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৩৯১ কোটি ডলারে।

চাল আমদানিতে ২% অগ্রিম কর ছাড়া আর কোনো শুল্ক-কর নেই

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চাল আমদানিতে ২ শতাংশ অগ্রিম কর ছাড়া আর কোনো শুল্ক-কর নেই। এতে চাল আমদানিকারকদের আমদানি খরচ কেজিতে ২৫ টাকা ৪৪ পয়সা কমবে বলে মনে করছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

সার্বিকভাবে গত দুই সপ্তাহে আমদানি পর্যায়ে শুল্ক-কর দুই ধাপে ৬২ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশে নামানোর ফলে এর সুফল মিলবে বলে গতকাল রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছে এনবিআর।

এর আগে গত ২০ ও ৩১ অক্টোবর পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনে চাল আমদানিতে আমদানি শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয় এবং অগ্রিম কর ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চালের সরবরাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে সব ধরনের আমদানি শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক ও আগাম কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার এবং অগ্রিম আয়কর হ্রাস করার ফলে চালের আমদানি বাড়বে, বাজারে চালের সরবরাহ বাড়বে এবং দেশের আপামর জনগণের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। এতে চালের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকবে।

২০ অক্টোবর এক প্রজ্ঞাপন দিয়ে এনবিআর চাল আমদানিতে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১৫ শতাংশ, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ এবং ৫ শতাংশ আগাম কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে। এতে চাল আমদানিতে মোট করভার ৬২ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ হয়। এরপর ৩১ অক্টোবর ও ৩ নভেম্বর দুটি আলাদা প্রজ্ঞাপনে চাল আমদানির ওপর অবশিষ্ট আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক ৫ শতাংশ সম্পূর্ণ প্রত্যাহার এবং অগ্রিম করের হার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ করা হয়।

অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমায় আগ্রহ বাড়ছে করদাতাদের

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অনলাইনে বার্ষিক আয়কর বিবরণী বা রিটার্ন জমা দেওয়ায় আগ্রহ বাড়ছে করদাতাদের। দুই মাসে ১ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬৫ জন করদাতা অনলাইনে বার্ষিক আয়কর বিবরণী বা রিটার্ন জমা দিয়েছেন। এখন প্রতি কর্মদিবসে গড়ে আট হাজার ই-রিটার্ন জমা পড়ছে। অনলাইনে রিটার্ন জমা দেওয়ার এই সিস্টেম বা ব্যবস্থা চালুর সময় দৈনিক গড়ে মাত্র ৫০০ রিটার্ন জমা পড়ত।

এনবিআরের আয়কর বিভাগ গত ৯ সেপ্টেম্বর অনলাইনে রিটার্ন জমা দেওয়ার সিস্টেম চালু করে। এনবিআর আশা করছে, চলতি নভেম্বর মাসের শেষদিকে প্রতিদিন গড়ে ৫০ হাজার রিটার্ন জমা পড়বে।

এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান গতকাল রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরেন। নভেম্বর মাসজুড়ে করসেবা চালু উপলক্ষে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনবিআর ভবনে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বিনিয়োগে জটিলতা-দীর্ঘসূত্রতা দূর করার আহ্বান কোরিয়ার

সেমিনারে বক্তারা

দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং সিক মনে করেন, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) হলে তাঁর দেশে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বাড়বে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি খাতে বিদেশি বিনিয়োগের বড় সম্ভবনা রয়েছে। তবে এ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে সরকারকে একটি কার্যকর বিনিয়োগ নীতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে, সেগুলোর সমাধান করা জরুরি। পাশাপাশি দক্ষিণ কোরিয়াসহ কৌশলগত সম্পর্কের দেশগুলোর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগকারীরা গতকাল রোববার এক সেমিনারে এসব কথা বলেন। বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনাকারী বিদেশি কোম্পানিগুলোর সংগঠন ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই) ও কোরিয়ান দূতাবাস যৌথভাবে সেমিনারটির আয়োজন করে। রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত 'কোরিয়া-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সহযোগিতা' শীর্ষক এই সেমিনারে দুই দেশের মধ্যে ভবিষ্যৎমুখী অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্প এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন।

উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেন, 'আমরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছি। বাংলাদেশ ও কোরিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ভালো সম্পর্ক রয়েছে। আমি কোরিয়ার ব্যবসায়ীদের এ দেশে আরও বিনিয়োগের আহ্বান জানাই।'

বিডা ও বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী বলেন, 'দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আমাদের নীতি ও কাঠামোগত অনেক পরামর্শ দিচ্ছেন। আমরা সেগুলো আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছি। বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহসহ বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ আমরা পাচ্ছি, এগুলো পর্যায়ক্রমে সমাধান করা হবে।'

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কোরিয়া ট্রেড-ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সির (কোট্রা) মহাপরিচালক স্যামসো কিম। এতে তিনি বলেন, বাংলাদেশে অটোমোবাইল, জাহাজ নির্মাণ, ব্যাটারি রিসাইক্লিং ও বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরিসহ কয়েকটি খাতে বিদেশি বিনিয়োগের বড় সম্ভাবনা রয়েছে। স্যামসো কিম আরও বলেন, এক দরজায় সেবা (ওএসএস) পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা জরুরি।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে ব্যবসা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন কোরিয়ার পোশাক কোম্পানি প্রাইম ক্যাপের (বিডি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সু মিন কো। বাংলাদেশে ৩৫ বছর ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলেন, এখানে ব্যবসা ও বিনিয়োগের প্রক্রিয়া বেশ জটিল ও সময়সাপেক্ষ। পাশাপাশি অতিরিক্ত খরচ ও কম উৎপাদনশীলতার সমস্যাও রয়েছে।

স্বাগত বক্তব্যে ফরেন চেম্বারের সভাপতি জাভেদ আখতার জানান, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করা ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে তাঁরা এ সেমিনারের আয়োজন করেছেন।

বাংলাদেশ-কোরিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (কেবিসিসিআই) সভাপতি শাহাব উদ্দিন খান বলেন, কোরিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে বড় বাণিজ্য-ঘাটতি রয়েছে। আশার কথা হচ্ছে, কোরিয়ার ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি পণ্য কেনার বিষয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

করপোরেট সংবাদ

ফেয়ার টেকনোলজি নিয়ে এল ফ্যামিলি স্টার হুন্দাই স্টারগেজার

ফেয়ার টেকনোলজি দেশে সাত সিটের ফ্যামিলি স্টার হুন্দাই স্টারগেজার নিয়ে এসেছে। সম্প্রতি ঢাকার একটি হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে এই গাড়ির বাজারজাতকরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ফেয়ার টেকনোলজির পরিচালক ও সিইও মুতাসিম দাইয়ান। এ সময় ফেয়ার গ্রুপের চিফ মার্কেটিং অফিসার মোহাম্মদ মেসবাহ উদ্দিন, হেড অব মার্কেটিং জে এম তসলিম কবির, ফেয়ার টেকনোলজির হেড অব সেলস আবু নাসের মাহমুদ, সিনিয়র ম্যানেজার আতাউর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

সঞ্চয়পত্র ও বন্ডের বিনিয়োগে নতুন সুবিধা

নতুন সুবিধায় তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ও পরিবার সঞ্চয়পত্রের মূল বিনিয়োগ করা অর্থের স্বয়ংক্রিয় পুনর্বিনিয়োগ হবে। আর পেনশনার সঞ্চয়পত্রে স্বয়ংক্রিয় পুনর্বিনিয়োগের পাশাপাশি ত্রৈমাসিকের পরিবর্তে মুনাফা মিলবে মাসিক ভিত্তিতে।

ফখরুল ইসলাম

সঞ্চয়পত্র ও বন্ডে বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন কিছু সুবিধা নিয়ে এসেছে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। স্থানীয় বিনিয়োগকারী এবং প্রবাসী বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীরা এ সুবিধা ভোগ করবেন।

কয়েক বছর ধরেই সঞ্চয়পত্রের গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে পারছিল না সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অবশ্য চাওয়া ছিল কমসংখ্যক মানুষ যেন সঞ্চয়পত্রের দিকে আকৃষ্ট হন। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলও (আইএমএফ) চায় সঞ্চয়পত্রের গ্রাহকদের জন্য সরকারকে প্রতিবছর যে সুদ গুনতে হয়, তা কমে আসুক।

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি মেটাতে সরকার সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে ১৫ হাজার ৪০০ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, সঞ্চয়পত্রের নিট বিক্রির প্রবণতা বলছে, আগেরবারের মতো এবারও তা হবে নেতিবাচক। অর্থাৎ নিট বিক্রির তুলনায় মানুষের সঞ্চয়পত্র ভাঙানোর প্রবণতা বেশি।

নতুন সুবিধায় তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ও পরিবার সঞ্চয়পত্রের মূল বিনিয়োগ করা অর্থের স্বয়ংক্রিয় পুনর্বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর পেনশনার সঞ্চয়পত্রের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে মূল অর্থের স্বয়ংক্রিয় পুনর্বিনিয়োগ তো হবেই, বিনিয়োগকারীরা ত্রৈমাসিকের পরিবর্তে মুনাফা পাবেন মাসিক ভিত্তিতে। পেনশনাররা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে এলেও সাবেক আইআরডি সচিব আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে প্রস্তাব আটকে রেখেছিলেন।

এ ছাড়া পাঁচ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র এবং ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের মেয়াদি হিসাবের সুবিধাটা আরেকটু বেশি। এ দুটিতে মুনাফাসহ মূল বিনিয়োগ করা অর্থেরও পুনর্বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে নতুন করে।

এদিকে সঞ্চয়পণ্যের মধ্যে তিন ধরনের বন্ড রয়েছে। এর মধ্যে ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা প্রত্যাহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ১ মেয়াদে বিনিয়োগ ও ২ মেয়াদে পুনর্বিনিয়োগ করা যাবে এ অর্থ। আর ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এবং ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডে ১ মেয়াদে বিনিয়োগ ও ৪ মেয়াদে পুনর্বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে।

জাতীয় সঞ্চয় কর্মসূচিগুলোতে স্বয়ংক্রিয় পুনর্বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পুনর্বিনিয়োগের তারিখ থেকে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা প্রযোজ্য হবে।

বিদেশি মালিকানাধীন শিপিং বা এয়ার ওয়েজ কোম্পানির বিদেশস্থ অফিসে চাকরিরত অনিবাসী বাংলাদেশি নাবিক (মেরিনার), পাইলট ও কেবিন ক্রুদের জন্য ওয়েজ আর্নার বন্ডে বিনিয়োগের সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল আগের সরকার। নতুন সরকার আবার তা চালু করল। শুধু তা-ই নয়, এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমাও রাখা হয়নি। অর্থাৎ যত খুশি ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ করা যাবে।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের (আইআরডি) সচিব আবদুর রহমান খান বলেন, 'দ্রুততম সময়ের মধ্যেই আমরা সিদ্ধান্তটি নিলাম। আশা করছি বিনিয়োগকারীরা ইতিবাচক সাড়া দেবেন।' গতকাল রোববার এ বিষয়ে আইআরডি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে, যা আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে।

সরল সুদে মুনাফা দেওয়ার ভিত্তিতে দেশে ১৯৮১ সালে পাঁচ বছর মেয়াদি ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড চালু করা হয়। ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড বিধি ১৯৮১ (সংশোধিত ২৩ মে ২০১৫) অনুযায়ী এ বন্ডে যেকোনো পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ ছিল। কোভিডে-১৯-এর প্রকোপ চলাকালীন ২০২০ সালের ৩ ডিসেম্বর আইআরডি এক প্রজ্ঞাপনে নির্ধারণ করে দেয় যে ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এবং ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডের সমন্বিত বিনিয়োগসীমা এক কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা হবে।

তবে ১৭ মাসের মাথায় ২০২২ সালের ৪ এপ্রিল ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এবং ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডের ঊর্ধ্বসীমা উঠিয়ে নেওয়া হয়। ফলে এ দুই বন্ডে যেকোনো পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা যাচ্ছিল। তবে বহাল থেকে যায় ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডের বিনিয়োগসীমা। এ বন্ডের অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনর্বিনিয়োগের সুযোগও বন্ধে করে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএমওএ) সম্প্রতি আইআরডিতে গিয়ে বৈঠক করে সুযোগটি পুনর্বহালের দাবি জানায়। বিএমএমওএ যুক্তি দিয়ে বলে, এটি অযৌক্তিকভাবে বন্ধ করা হয়েছিল। কারণ, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড বা অবসরোত্তর কোনো সুবিধা নাবিকদের নেই। এই পেশাজীবীর সংখ্যা এখন ১২ হাজারের বেশি। বাংলাদেশি একজন মেরিন কর্মকর্তা যখন বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজে অবস্থান করেন, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তখন তিনি ওই দেশের আওতায় থাকেন। সাধারণত ৪ থেকে ৯ মাসের চুক্তি হয় তাঁদের। চাকরির পূর্ণ মেয়াদকালে তাঁর পক্ষে নির্দিষ্ট কোনো দেশে অবস্থানের প্রমাণ দেখানো সম্ভব নয়।

বিএমএমওএ বলেছে, জাহাজে যোগ দেওয়া থেকে শুরু করে জাহাজ থেকে নামা পর্যন্ত সংরক্ষিত সব তথ্য আন্তর্জাতিকভাবে বৈধ দলিল এবং বিশ্বের সব দেশে তা স্বীকৃত। আর ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড বিধি ১৯৮১ (সংশোধিত ২০১৫) অনুযায়ী ওয়েজ আর্নার্সের সংজ্ঞা ও বন্ড কেনার যোগ্যতা অনুযায়ীই নাবিকেরা এই বন্ড কিনতে পারেন।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দুই মাস আগে আইআরডি সচিবকে এক চিঠিতে বলেছিল, প্রবাসী আয় প্রবাহের পাশাপাশি প্রবাসীদের বিনিয়োগ বাড়াতে ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা তুলে নেওয়া দরকার।

বাংলাদেশ ব্যাংক, এক্সচেঞ্জ হাউস, এক্সচেঞ্জ কোম্পানি ও তফসিলি ব্যাংকের বিদেশি ও অনুমোদিত ডিলার (এডি) শাখায় এসব বন্ড কেনা যায়। এ বন্ডের মুনাফা আয়করমুক্ত। আবার বন্ডের বিপরীতে ঋণ নেওয়ার সুযোগও আছে। এ ছাড়া বন্ড কিনতে ফরেন কারেন্সি বা বৈদেশিক মুদ্রায় (এফসি) হিসাব থাকারও বাধ্যবাধকতা নেই। এ বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী (ওয়েজ আর্নার) নিজে।

বিএমএমওএর সহসভাপতি গোলাম মহিউদ্দিন কাদ্রী বলেন, 'ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগের সুযোগ চেয়ে কয়েক বছর ধরে আমরা দাবি জানিয়ে আসছিলাম। সরকারের নতুন উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই।'

সঞ্চয়পণ্যের মুনাফার হার ও নতুন সুবিধা

সঞ্চয়পণ্য	মেয়াদান্তে মুনাফার হার (%)	নতুন সুবিধা
৩ মাস অন্তর মুনাফা	৯.০০-১১.০৪	মূল অর্থের স্বয়ংক্রিয় পুনর্বিনিয়োগ
পরিবার সঞ্চয়পত্র	৯.৫০-১১.৫২	মূল অর্থের স্বয়ংক্রিয় পুনর্বিনিয়োগ
পেনশনার সঞ্চয়পত্র	৯.৭৫-১১.৭৬	মূল অর্থের স্বয়ংক্রিয় পুনর্বিনিয়োগ ও ত্রৈমাসিকের পরিবর্তে মাসিক মুনাফা
ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড	৯.০০-১২.০০	বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা প্রত্যাহার এবং ১ মেয়াদে বিনিয়োগ ও ২ মেয়াদে পুনর্বিনিয়োগ
ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	৭.৫০	১ মেয়াদে বিনিয়োগ ও ৪ মেয়াদে পুনর্বিনিয়োগ
ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড	৬.৫০	১ মেয়াদে বিনিয়োগ ও ৪ মেয়াদে পুনর্বিনিয়োগ
৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	৯.৩০-১১.২৮	মুনাফাসহ মূল বিনিয়োগ করা অর্থের পুনর্বিনিয়োগ
ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের মেয়াদি	৯.৩০-১১.২৮	মুনাফাসহ মূল বিনিয়োগ করা অর্থের পুনর্বিনিয়োগ

নতুন সুবিধা আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে।

জাতীয় সঞ্চয় কর্মসূচিতে স্বয়ংক্রিয় পুনর্বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পুনর্বিনিয়োগের তারিখ থেকে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা প্রযোজ্য।

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি মেটাতে সরকার সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে ১৫,৪০০ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্য ঠিক করেছে।

সূত্র : জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

অর্থনৈতিক সফলতা কি কমলার জন্য বুমেরাং হবে

প্র-বাণিজ্য ডেস্ক

ডোনাল্ড ট্রাম্প কমলা হ্যারিস

- প্রচলিত ধারণা, ডেমোক্র্যাটরা সরকারি অর্থ ব্যয়ে উদারহস্ত। রিপাবলিকানরা ব্যবসাবান্ধব।
- রিপাবলিকানরা বিজয়ী হলে নির্বাচনের দিনই শেয়ারবাজারের সূচক ৩% বাড়তে পারে।

রাত পেরোলোই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এবারের নির্বাচনে মূল দুই প্রার্থী হলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির কমলা হ্যারিস ও রিপাবলিকান পার্টির ডোনাল্ড ট্রাম্প। দেশটির ৪৫তম প্রেসিডেন্ট (২০১৭-২১) ছিলেন ট্রাম্প আর কমলা হ্যারিস বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট। তাঁরা উভয়ই বিভিন্ন ধরনের অঙ্গীকারের মাধ্যমে মার্কিন নাগরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে আসছেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো অর্থনৈতিক অঙ্গীকার। এ দুজনের মধ্যে কোন প্রার্থী বিজয়ী হলে যুক্তরাষ্ট্র ও বৈশ্বিক অর্থনীতিতে কী প্রভাব পড়তে পারে, তা দেখে নেওয়া যাক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলকে নিয়ে কিছু অতি সরলীকরণ থাকে। বলা যায়, তাদের নিয়ে এক ধরনের প্রচলিত গৎ আছে। যেমন, ধরেই নেওয়া হয় যে ডেমোক্র্যাটরা সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে উদারহস্ত। তারা এমন ধরনের নীতি প্রণয়ন করে, যার বদৌলতে সমাজে সম্পদের পুনর্বণ্টন হয়, যেমন কর-ব্যবস্থা। অন্যদিকে রিপাবলিকানরা ব্যবসাবান্ধব হিসেবে পরিচিত। তারা কর কমিয়ে ধনীদের সুযোগ করে দেয়।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, গত শতকের বড় সময়জুড়ে মার্কিন অর্থনীতি ও শেয়ারবাজার ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্টদের শাসনামলে ভালো করেছে, অন্তত দুটি ক্ষেত্রে।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লুবোস প্যাস্টর ও পিয়েত্রো ভেরনসি ১৯২৭ থেকে ২০১৫ সালের তথ্য নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন, ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্টদের শাসনামলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪ দশমিক ৮৬ শতাংশ। অন্যদিকে রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্টদের আমলে যুক্তরাষ্ট্রে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১ দশমিক ৭ শতাংশ।

একই সময় যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারের ইকুইটি রিস্ক প্রিমিয়াম ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্টদের আমলে রিপাবলিকানদের চেয়ে ১০ দশমিক ৯ শতাংশ বেশি ছিল। ১৯৯৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তা ছিল আরও বেশি, ১৭ দশমিক ৪ শতাংশ। এটি হলো, শেয়ারবাজারে ঝুঁকিমুক্ত হারের চেয়ে বেশি হারে বিনিয়োগ করে যে অতিরিক্ত লভ্যাংশ পাওয়া যায়, সেটা।

এখন কথা হচ্ছে, শেয়ারবাজারে মোট লভ্যাংশের চেয়ে ঝুঁকি প্রিমিয়ামে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কেন? এর উত্তর হলো, এই ঝুঁকি প্রিমিয়াম দিয়ে সুদহারের প্রভাব পৃথক করা যায়।

এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা ভালো সরকারের ওপর সব সময় আস্থা রাখেন না; কিন্তু প্যাস্টর ও ভেরনসি একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা বলেন, অর্থনীতি যখন দুর্বল অবস্থায় ও শেয়ারের দাম কম থাকে, তখন ভোটাররা খুব বেশি ঝুঁকি নিতে চান না। সে সময় ডেমোক্র্যাটদের সম্পদ পুনর্বিতরণের রীতিতে আস্থা রাখেন।

শেষ তিনবার যুক্তরাষ্ট্রের মানুষেরা যে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থীকে নির্বাচিত না করে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থীদের নির্বাচিত করেছেন, সেখানে এই দুই গবেষকের সিদ্ধান্তের প্রতিফলন দেখা যায়। ১৯৯০-৯১ সালে মন্দার ঠিক পরপর বিল ক্লিনটন নির্বাচিত হন; এরপর বারাক ওবামা ২০০৭-০৮ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের একদম চূড়ান্ত সময়ে নির্বাচিত হন; ২০২০ সালে করোনা মহামারির সময় নির্বাচিত হন জো বাইডেন।

অর্থনীতির সংকট কাটিয়ে ওঠার সময় শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পায়। দুই গবেষকের গবেষণায় দেখা যায়, ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে ভোটারদের ঝুঁকি পরিহার করার নীতির যোগ আছে। অর্থাৎ মার্কিন ভোটাররা যখন ঝুঁকি এড়াতে চান, ঠিক সেই সময় ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থীরা নির্বাচিত হন।

কথা হচ্ছে, নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী নির্বাচিত হলে শেয়ারবাজার কি চাঙা হবে? এর সম্ভাবনা কম বলেই ধারণা করা হচ্ছে। ডেমোক্র্যাটরা জিতলে তা হবে বর্তমান সরকারের ধারাবাহিকতা। ফলে ঝুঁকি এড়াতে চাওয়া ভোটাররা যা চান, সে ক্ষেত্রে তেমন নীতিগত পরিবর্তন আসবে না। তবে রিপাবলিকানরা বিজয়ী হলে নির্বাচনের দিনই মার্কিন শেয়ারবাজারের সূচকের তিন শতাংশ উত্থান হতে পারে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, ইকুইটি তহবিল ব্যবস্থাপকেরা রিপাবলিকান সমর্থক। ফলে তাঁদের পছন্দের প্রার্থী বিজয়ী হলে শেয়ারের দাম বাড়তে পারে।

বৈশ্বিক অর্থনীতিতে প্রভাব

বিভিন্ন জনমত জরিপের ফলাফল এবারের নির্বাচনে কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পূর্বাভাস দিয়েছে। যদিও শেষ পর্যায়ে ট্রাম্পের বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। পার্টির সমর্থকদের পাশাপাশি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ী মহলে। ভয়ের কারণ হলো, ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষিত 'রক্ষণশীল' অর্থনৈতিক নীতি। গত কয়েক মাসে নির্বাচনী প্রচারণায় যুক্তরাষ্ট্রের বৈরী দেশগুলোর বিরুদ্ধে 'বাণিজ্যযুদ্ধ' শুরুর হুমকি দিয়েছেন তিনি।

এখন বিষয় হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি এখন স্থিতিশীল। প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের গতি ভালো। ফলে গত তিনবার ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী ক্ষমতায় আসার সময় যে পরিস্থিতি ছিল, এখনকার পরিস্থিতি তেমন নয়। তার কৃতিত্ব ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের। সেটাই কি ডেমোক্র্যাটদের জন্য কাল হবে, নাকি মার্কিন মানুষেরা আগের সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করবেন, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

সূত্র : দ্য কনভারসেশন ডট কম

মা হলেন মার্গো

পুত্রসন্তানের মা হলেন মার্গো রবি। গত শনিবার রাতে খবরটি প্রকাশ করেছে পিপল ডটকম। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

এগিয়ে কে

দেওয়ালি উপলক্ষে গত শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে দুই সিনেমা *সিংহাম এগেইন* ও *ভুলভুলাইয়া ৩*। বক্স অফিসে দুই ছবির অলিখিত লড়াইয়ে এগিয়ে আছে অজয় দেবগন অভিনীত রোহিত শেঠির *সিংহাম এগেইন*। প্রথম ২ দিনে ছবিটির আয় ৮৮ কোটি ৪৪ লাখ রুপি। অন্যদিকে কার্তিক আরিয়ান অভিনীত আনিস বাজমির *ভুলভুলাইয়া ৩*-এর আয় ৭৩ কোটি ৪৮ লাখ রুপি। **বিনোদন ডেস্ক**

সিংহাম এগেইন-এ অজয়।
ছবি : আইএমডিবি

বেদনার অতীত

বিয়ের চার বছরের মাথায় গত বছর জো জোনাসের কাছ থেকে বিচ্ছেদের আবেদন করেন ব্রিটিশ অভিনেত্রী সোফি টার্নার। এ প্রসঙ্গে হার্পার বাজারকে বলেন, শুরুতে সব ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু এরপরই যা হয়, সেটা ছিল খুবই দুঃখজনক। এ ধরনের সম্পর্ক চালিয়ে নেওয়া কঠিন। এ ছাড়া এই সাক্ষাৎকারে প্রথমবারের মতো ব্রিটিশ ধনকুবের পেরেগ্রিন পিয়ারসনের সঙ্গে প্রেমের কথা স্বীকার করেছেন অভিনেত্রী। **বিনোদন ডেস্ক**

সোফি টার্নার। ছবি : রয়টার্স

নতুন হরর-কমেডি

বলিউডে একের পর আসছে হরর-কমেডি ছবি। মিলাপ জাবেরির তেমন একটি নতুন ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ও দিশা পাটানি। আগামী বছরের জানুয়ারিতে নাম ঠিক না হওয়া ছবিটির শুটিং শুরু হবে। **বিনোদন ডেস্ক**

আহমেদ হাসান সানি, আসিফ ইকবাল অন্ত, পারশা মাহজাবীন ও আসির আরমান। ছবি : কোলাজ

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে স্বাধীন শিল্পীরা

সংগীত

মকফুল হোসেন, *ঢাকা*

'বাসায় রুমের মধ্যে একটা মাইক্রোফোন ছিল, সেটা দিয়েই গান রেকর্ড করতাম। আগে কোনো মাইকও ছিল না। হাতের কাছে যা আছে, সেটা দিয়েই কাজ করছি,' বলছিলেন কাকতালের ভোকালিস্ট আসিফ ইকবাল অন্ত। এসব গানই ইউটিউবে প্রকাশ করে পরিচিতি পেয়েছেন অন্ত। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে তরুণদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে তাঁর ব্যান্ড কাকতাল। বললেন, 'যখন দেখছি সেগুলোই মানুষ শুনছে, ভালোবাসছে, তখন তো আমাদের আর প্রচলিত নিয়মে যাওয়ার কোনো মানেই নেই।' ইউটিউব ছাপিয়ে এখন নিয়মিত কনসার্ট করছে কাকতাল।

একসময় গান প্রকাশের জন্য রেকর্ড লেবেলের মুখাপেক্ষী থাকতেন তরুণ শিল্পীরা, কখনো কখনো স্পনসরের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হতো। প্রযুক্তির কল্যাণে এসব ছাড়াই এখন নিজেদের প্রকাশ করতে পারছেন তরুণ শিল্পীরা। ইউটিউবের পাশাপাশি স্পটিফাই, অ্যাপল মিউজিকের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম স্বাধীন সংগীতশিল্পীদের সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। তাই গান প্রকাশের প্রথাগত নিয়মের বেড়াজালে আর আটকে থাকতে চান না শিল্পীরা।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে 'চলো ভুলে যাই' গান গেয়ে পরিচিতি পাওয়া তরুণ গায়িকা পারশা মাহজাবীনও স্বাধীন সংগীতশিল্পী। অনেকটা শখের বশে ২০১৮ সালে ইউটিউব চ্যানেল খুলেছিলেন। ছয় বছর ধরে মৌলিক গানের পাশাপাশি গান কাভারও করছেন তিনি। পারশা বলেন, 'আমি শুরু থেকে একাই গান করছি। ওই সময় আমি একদম নতুন, আমাকে কেই-বা সহযোগিতা করবে। এসবে অনেক বেশি লবিং দরকার হয়, আমার কিছুই ছিল না। ভাবলাম, নিজে থেকেই শুরু করি।' বাসায় বসে গান করতেন, কোভিডের মধ্যে পারশার গান শ্রোতাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তবে খুব বেশি শ্রোতার কাছে পরিচিতি ছিল না। এই বছর 'চলো ভুলে যাই' গেয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তিনি। খালি গলায় গাওয়া গানটি ফেসবুকে প্রকাশ করেছেন পারশা।

প্রায় এক দশকের ক্যারিয়ারে কোনো রেকর্ড লেবেলের সঙ্গে গান করেননি সংগীতশিল্পী আহমেদ হাসান সানি। 'শহরের দুইটা গান', 'মানুষ কেন এ রকম'-এর মতো আলোচিত গানের এই শিল্পী বেশির ভাগ গান নিজেই প্রকাশ করেছেন।

তাঁরা ছাড়াও আসির আরমান, তানভীর ইভান, ঈশান মজুমদার, মাশা ইসলাম, সোহান আলী, ঈশান মজুমদারসহ আরও অনেকে স্বাধীনভাবে গান করছেন।

কতটা সম্ভাবনা

'একসময় গান প্রকাশের জন্য শিল্পীদের রেকর্ড লেবেলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হতো। তবে এখন মুখাপেক্ষী থাকতে হয় না। শিল্পীরা নিজেরাই গান রেকর্ড করে প্রকাশ করতে পারেন,' বলছিলেন সংগীতশিল্পী আহমেদ হাসান সানি।

সানি যে সময়ের কথা বলছেন তখন গানের অ্যালবামও শ্রোতাদের কাছে পৌঁছানো ছিল সময়সাপেক্ষ। রেকর্ড লেবেলের সেই সুদিন আর নেই। প্রযুক্তির উত্থানে গান এখন হাতের মুঠোয়। চাইলেই যেকোনো শিল্পী গান রেকর্ড করে ইউটিউব, স্পটিফাইয়ে প্রকাশ করতে পারেন।

সানি বলছেন, অনেক রেকর্ড লেবেল শিল্পীদের প্রাপ্য রয়্যালটি শোধ করতে চান না। ইউটিউব ও স্পটিফাই থেকে কোনো মাধ্যম ছাড়াই শিল্পীরা সরাসরি অর্থ পান। এটি তরুণ ও স্বাধীন শিল্পীদের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাইরে ডিজিটাল মাধ্যমে স্বাধীন শিল্পীদের গান প্রকাশের চল বেশ পুরোনো। তবে দেশে এই ঢেউ অনেক পরে লেগেছে। 'নরম কোমল দিলরুবা', 'একা বেঁচে থাকতে শেখো প্রিয়' গানের শিল্পী আসির আরমান বলেন, ২০১৫ সাল থেকে এই চলটা দেখছেন তিনি। পরে তিনিও ইউটিউবে গান প্রকাশ শুরু করেছেন।

সংগীত-গবেষক গৌতম কে শুভ বলছেন, রেকর্ড লেবেলের বাইরে ডিজিটাল মাধ্যমে গান করেই স্বাধীন শিল্পীরা পরিচিতি পাচ্ছেন। এসব শিল্পীর অনেকে নিয়মিত কনসার্টও করছেন। এটি খুবই ইতিবাচক বিষয়। ২০২০ সালের পর থেকে ইউটিউবে গান প্রকাশের চলটা আরও বেড়েছে বলে মনে করেন গৌতম কে শুভ।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করলে গানের নিরাপত্তাও অটুট থাকে। লাইসেন্স করে কোনো গান প্রকাশ করলে অন্য কেউ গানের অপব্যবহার করতে পারেন না। সংগীতশিল্পী আসির আরমান বলেন, 'লাইসেন্স করে প্রকাশ করলে গানটা অন্য কেউ নিজের নামে চালাতে পারবে না। গানের নিয়ন্ত্রণটা নিজের কাছেই থাকে।'

বিভিন্ন লাইসেন্সিং প্ল্যাটফর্মে লাইসেন্স করা যায়। এদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যম স্পটিফাই, অ্যাপল মিউজিকসহ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একযোগে গান প্রকাশ করা যায়।

বই প্রকাশনা অনুষ্ঠান হয়ে উঠল স্মৃতিময় সন্ধ্যা

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ব্যতিক্রমী একটি বই প্রকাশনা অনুষ্ঠানের সাক্ষী হলো শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা মিলনায়তন। অনুষ্ঠানে নাট্যজন আবুল হায়াতের আত্মজীবনীমূলক বই *রবি পথ-কর্মময় ৮০* থেকে নির্বাচিত অংশ উপস্থিত অতিথিদের সামনে পড়ে শোনান নাট্যাঙ্গনের পরিচিতমুখেরা। তালিকায় আজাদ আবুল কালাম যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন অপি করিম, দীপা খন্দকার, ইন্তেখাব দিনার, রওনক হাসান প্রমুখ। ফাঁকে ফাঁকে কথা বলেন আমন্ত্রিত অতিথিরা।

গত শনিবার সন্ধ্যার আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের একেবারে শেষে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মঞ্চে ওঠেন আবুল হায়াত। এ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র থেকে উড়ে আসেন বড় মেয়ে বিপাশা হায়াত।

তরুণদের বইটি কেন পড়া উচিত, তা-ও ব্যাখ্যা করেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, 'আপনারা যাঁরা ষাটের দশক দেখেননি, সত্তরের দশক দেখেননি, তাঁদের জন্য আমি মনে করি, অবশ্যপাঠ্য এই বই।'

শুরুতে গান গেয়ে শোনান ফারহিন খান, সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন তাহমিনা সুলতানা। শেষে ফাহিম হোসেন চৌধুরী গেয়ে শোনান 'আকাশভরা সূর্য-তারা'।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মামুনুর রশীদ, নওয়াজীশ আলী খান, তারিক আনাম খান, সারা যাকের, শাহীন খান, আহসান হাবিব নাসিম, শাহেদ শরীফ খান প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন অপি করিম।

অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে অভিনয় শিল্পী সংঘ। *রবি পথ*-এর প্রকাশক সুবর্ণ।

বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে মেয়ে বিপাশা হায়াত, নাতাশা হায়াত ও স্ত্রী শিরিন হায়াতের সঙ্গে আবুল হায়াত।
ছবি : আশরাফুল আলম

এ মাসের ৪ ছবি

প্রতি বৃহস্পতিবার একটি করে সিনেমা প্রদর্শন করে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ। নভেম্বর মাসের তালিকা প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ। এ মাসে প্রদর্শিত হবে ববিতা ও ইলিয়াস কাঞ্চন অভিনীত সুভাষ দত্তের *ডুমুরের ফুল*; রিয়াজ, শাবনূর ও এ টি এম শামসুজ্জামান অভিনীত দেবাশীষ বিশ্বাসের *শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ*; শবনম ও রাজ্জাক অভিনীত অশোক ঘোষের *নাচের পুতুল* এবং সালমান শাহ ও শাবনূর অভিনীত জাকির হোসেন রাজুর *জীবন সংসার*। পর্যায়ক্রমে প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টায় সিনেমাগুলো প্রদর্শিত হবে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে। বিনা মূল্যে সিনেমাগুলো দেখা যাবে। **বিনোদন ডেস্ক**

জীবন সংসার সিনেমার পোস্টার

“আমরা সামান্য কজন কিউই বিশ্বের চ্যালেঞ্জ নিতে মুখিয়ে থাকি। কিউই হিসেবে আমরা গর্বিতও।

ড্যারিল মিচেল
ভারতের মাটিতে ভারতকে ধবলধোলাই **করার পর** নিউজিল্যান্ড ব্যাটসম্যান

তামিমের প্রস্তুতি ক্রিকেট থেকে প্রায় ছয় মাসের লম্বা বিরতির পর বিপিএল সামনে রেখে আবারও মাঠে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তামিম ইকবাল। দুই দিন ধরে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে অনুশীলন করছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক। কাল ফিটনেস নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি ইনডোরে করেছেন ব্যাটিং অনুশীলনও। ছবি : প্রথম আলো

ভারতে কিউই-ইতিহাস

মুম্বাই টেস্ট

দ্বিতীয়বারের মতো ঘরের মাঠে ধবলধোলাই ভারত। ঘরের মাঠে ন্যূনতম তিন ম্যাচের সিরিজে ভারতের হার এটাই প্রথম।

খেলা ডেস্ক

নিউজিল্যান্ড আর ইতিহাসের মধ্যে যেন দাঁড়িয়ে ছিলেন ঋষভ পন্ত। নিউজিল্যান্ড কি প্রথম দল হিসেবে ন্যূনতম তিন ম্যাচের সিরিজে ভারতকে তাদেরই মাটিতে ধবলধোলাই করতে পারবে? নাকি পন্ত বাঁচিয়ে দেবেন স্বাগতিকদের!

মুম্বাই টেস্টের তৃতীয় দিনে গতকাল পন্ত-বিস্ময়ের শেষে এ প্রশ্নের উত্তরও মিলে যাওয়ায় জন্ম হয়েছে নতুন ইতিহাসের। নিউজিল্যান্ড জিতেছে ২৫ রানে। তাতে দ্বিতীয়বারের মতো ঘরের মাঠে ধবলধোলাই ভারত। তবে সর্বশেষ ২০০০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সে জয় ছিল দুই ম্যাচের সিরিজে, তিন ম্যাচের সিরিজে এই প্রথম। ধারাভাষ্যকক্ষে ভেজা চোখে ইয়ান স্মিথের কণ্ঠে ধরা পড়ে নিউজিল্যান্ডের এই ঐতিহাসিক অর্জনের গভীরতা, ‘ধারণাও করতে পারবেন না!’

নিউজিল্যান্ডের এই সাফল্য তুলে নেওয়ার পথে একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন পন্ত। ১৪৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নেমে ভারত যখন ৩ উইকেটে ১৮, ক্রিজে আসেন পন্ত। তারপর লড়াইটা ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে ‘পন্ত বনাম ওরা এগারো।’ ভারত ২৯ রানে ৫ উইকেট হারানোর পর এজাজ প্যাটেল-গ্লেন ফিলিপসের ঘূর্ণির জবাব ছিল শুধু পন্তের কাছেই। সুইপ-রিভার্স সুইপ করে পন্ত যখন ৫৭ বলে ৬৪, ভারতও জয় থেকে মাত্র ৪১ রান দূরে। আর ঠিক তখনই স্বাগতিকদের স্বপ্নভঙ্গ! এজাজের বলে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে খেলতে গিয়ে পন্ত ক্যাচ দেন উইকেটকিপার টম ব্লান্ডেলকে। আউটের মূল কারিগর বলতে পারেন কিউই অধিনায়ক টম ল্যাথামকে। তিনি রিভিউটা নিয়েছিলেন বলেই তো ম্যাচের মোড় ঘুরে গেল! যদিও পরে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা আকারে-ইঙ্গিতে পন্তের আউট নিয়ে সন্দেহই প্রকাশ করেছেন।

অশ্বিন-সুন্দর মিলে পরে ম্যাচের মোড় আবারও ঘোরানোর চেষ্টা করেও পারেননি। সুন্দর ১২ রান করে শেষ উইকেট হিসেবে যখন আউট হন, ওয়াংখেড়ে তখন নীরব। বেঙ্গালুরু থেকে শুরু হওয়া সিরিজটা পুনে ঘুরে মুম্বাইয়ে এসে যখন থামল, ততক্ষণে ভারতের ঘরের মাঠ আর তাঁদের কাছেই ‘দুর্গ’ নেই। ধ্বংসস্তূপ। ল্যাথাম সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে যে বিজয়ের পতাকা ওড়ালেন, তাতে গৌরবটাও লেখা হয়ে গেছে অদৃশ্য কালিতে। ভারতের মাটিতে ১৫০ রানের কম লক্ষ্য দিয়ে টেস্ট জয়ের এটি দ্বিতীয় নজির।

অধিনায়ক যেহেতু, দায়টা রোহিতকে নিতেই হতো। অধিনায়ক মাঠে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে না পারলেও পরে মাইক্রোফোনের সামনে তা পেরেছেন, ‘আমরা সেরা ক্রিকেটটা খেলতে পারিনি। আমরা সেটা জানি এবং মেনেও নিচ্ছি। সিরিজজুড়েই নিউজিল্যান্ড আমাদের চেয়ে ভালো ক্রিকেট খেলেছে। আমরা অনেক ভুল করেছি, এগুলো স্বীকার করতেই হবে।’

সিরিজে ছয় ইনিংসে রোহিতের স্কোর ২, ৫২, ০, ৮, ১৮ ও ১১। ম্যাচ শেষে ভারত অধিনায়কের সরল স্বীকারোক্তি, ‘অধিনায়ক হিসেবে দলের নেতৃত্বে সেরাটা দিতে পারিনি। ব্যাটিংয়েও একই ঘটনা ঘটেছে।’ ল্যাথাম দাঁড়িয়ে ঠিক বিপরীত প্রান্তে, ‘অবশ্যই নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের জন্য দারুণ এক মুহূর্ত এটা। আমার মতে, এটা সম্ভবত নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের অন্যতম সেরা সিরিজ জয়।’

অসাধারণ এই জয়ে একজনকে বিশেষভাবেই মনে রাখবে কিউইরা। ১১ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা এজাজ প্যাটেল। মুম্বাইয়েই জন্ম তাঁর, তিন বছর আগে এই জন্মভূমিতেই ইনিংসে নিয়েছিলেন ভারতের ১০ উইকেট। সেবার হারতে হলেও এবার জন্মভূমি তাঁকে নিরাশ করেনি। মনে রাখতে হবে স্যান্টনার-ফিলিপস এবং উইল ইয়াংদেরও অবদানও। তাতে যা ঘটেছে সেটি কি ভারত, কি নিউজিল্যান্ড—কোনো দলই সম্ভবত ভুলতে পারবে না। এর আগে গত ৬৯ বছরে ১২ বার ভারত সফরে গিয়েও সিরিজ জিততে পারেনি নিউজিল্যান্ড। এবার যখন পারল, তখন তাকিয়ে গোটা ক্রিকেট বিশ্ব।

মুম্বাই তাঁর জন্মস্থান। সেখানেই তৃতীয় টেস্টে ১১ উইকেট নিয়ে ভারতকে ধবলধোলাইয়ে বড় ভূমিকা রাখা কিউই স্পিনার এজাজ প্যাটেল ম্যাচ শেষে উদ্‌যাপন করলেন স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে। ছবি : এএফপি

সংক্ষিপ্ত | স্কোর

নিউজিল্যান্ড : ২৩৫ ও ১৭৪ (ইয়াং ৫১, ফিলিপস ২৬; জাদেজা ৫/৫৫, অশ্বিন ৩/৬৩)। **ভারত :** ২৬৩ ও ১২১ (পন্ত ৬৪; এজাজ ৬/৫৭, ফিলিপস ৩/৪২)।
ফল : নিউজিল্যান্ড ২৫ রানে জয়ী।
সিরিজ : ৩ ম্যাচ সিরিজে নিউজিল্যান্ড ৩-০-তে জয়ী। **ম্যাচসেরা :** এজাজ প্যাটেল।
সিরিজসেরা : উইল ইয়াং।

শারজার ব্যাটিং-স্বর্গে জাকিরের আশা

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছোট্ট বাউন্ডারি, দারুণ ব্যাটিং উইকেট। শারজা ক্রিকেট স্টেডিয়াম নিয়ে বললে এই দুটি কথা বলতেই হবে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে এ মাঠেই তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে দেশ ছাড়ার আগে কাল বাংলাদেশ দলের ব্যাটসম্যান জাকির হাসানও মনে করিয়ে দিয়েছেন সেটাই।

বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের একাডেমি ভবনের সামনে সাংবাদিকদের জাকির বলেছেন, ‘চ্যালেঞ্জ অবশ্যই আছে। কিন্তু আমার মনে হয় খুব ভালো একটা সিরিজ হবে। আমি যতটুকু জানি, শারজার উইকেট খুব ভালো হয়। আশা করি, ভালো একটা সিরিজ হবে।’

আফগানিস্তানের বিপক্ষে যেকোনো সিরিজের শুরুতে দলটির বোলিং আক্রমণ নিয়েই বেশি আলোচনা হয়। শারজায় আফগানিস্তানের রেকর্ডও ভালো। এ বছর সেখানে খেলা ৫টি ওয়ানডের মধ্যে ৪টিই জিতেছে আফগানরা। জাকিরও আফগান বোলিংয়ের প্রশংসা করলেন, ‘ওরা বোলিংয়ে অনেক উন্নতি করেছে। বেশ শক্ত প্রতিপক্ষ। তবে ওদের কী শক্তি আছে, ওটা নিয়ে চিন্তা করার চেয়ে আমাদের শক্তির জায়গা কোনটা, তা নিয়ে ভাবা ভালো।’

আফগানিস্তান সিরিজ দিয়ে বাংলাদেশ দীর্ঘ আট মাস পর ওয়ানডে ক্রিকেটে ফিরতে যাচ্ছে। অন্য দুই সংস্করণে সাম্প্রতিক যা অবস্থা তাতে টপ অর্ডার ব্যাটিং নিয়ে খুব একটা আশাবাদী হওয়ার উপায় নেই। সেই টপ অর্ডারের প্রতিনিধি জাকির ব্যর্থতা মেনে নিয়ে বলেছেন, ‘এটা সত্যি যে আমরা ভালো শুরু এনে দিতে পারছি না। টেস্টে যেমন কয়েকটি ম্যাচেই ওপেনাররা ভালো করতে পারিনি। এ জন্য আমরা ভুগেছি।’

তবে অতীত ব্যর্থতা নিয়ে পড়ে থাকতে চাচ্ছেন না জাতীয় দলের এই ব্যাটসম্যান, ‘আমাদের ওটা নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না। যেহেতু খুব দ্রুত সিরিজগুলো আসছে, পরের সিরিজেই আমরা সবাই চেষ্টা করছি আগের সিরিজের ভুলগুলো কোথায় তা খুঁজে বের করতে। সেগুলো কাটিয়ে উঠে সব সিরিজেই ওপেনিং বা টপ অর্ডার থেকে ভালো জুটি গড়ার চেষ্টা থাকবে, যেন মিডল অর্ডারের কাজটা আরও সহজ হয়।’

বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটারদের একটি বহর গত পরশুই সংযুক্ত আরব আমিরাতে পৌঁছেছে। প্রধান কোচ ফিল সিমন্সসহ আরও কয়েকজন গেছেন কাল। ভিসা পেতে দেরি হওয়ায় নাসুম আহমেদ ও নাহিদ রানার যাওয়ার কথা আজ।

প্রথম সেঞ্চুরি সাজ্জাদুল ও ইফতিখারের

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ৮৫ ম্যাচ খেলেও সেঞ্চুরি নেই। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৯ ম্যাচের ৩২ ইনিংসে সর্বোচ্চ ছিল ৯৫ রান। সেই সাজ্জাদুল হক ৩৪ বছর বয়সে এসে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের সেঞ্চুরির আক্ষেপ মেটালেন। কক্সবাজারের ২ নম্বর মাঠে ঢাকা বিভাগের বিপক্ষে চট্টগ্রামের সাজ্জাদুল কাল করেছেন ১৩৯ রান। সেঞ্চুরির সুযোগ ছিল ৯৫ রানে রানআউট হয়ে যাওয়া পারভেজ হোসেনেরও। চট্টগ্রাম ৯৮ ওভারে করেছে ৩৭১ রান। দিন শেষে ঢাকা বিভাগ ৬ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে করেছে ২২ রান।

কক্সবাজারেরই আরেক মাঠে সেঞ্চুরি করেছেন বরিশালের ওপেনার ইফতিখার হোসেন (১১৬)। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরি করা বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের খেলোয়াড় আউট হয়েছেন দশম ব্যাটসম্যান হিসেবে। তাঁর দল অলআউট ২০৫ রানে।

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে খুলনার ৩৭৬ রানের জবাবে ২১০ রানে অলআউট হওয়ার পর ফলোঅনে পড়েছে ঢাকা মহানগর। খুলনার অফ স্পিনার মেহেদী হাসান ৫ উইকেট নিয়েছেন। বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে রংপুর-সিলেটের ম্যাচে বোলারদের দাপট চলছেই। পরশু প্রথম ইনিংসে ১৫৮ রানে অলআউট রংপুর কাল দ্বিতীয় দিন শেষ করেছে ৫ উইকেটে ৬৬ রান তুলে। মাঝে সিলেট প্রথম ইনিংসে অলআউট ১৮৯ রানে।

ছোট পর্দায় আজ

১ম ওয়ানডে *পিটিভি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১*

অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান	সকাল ৯-৩০ মি.

জাতীয় ক্রিকেট লিগ *ইউটিউব/বিসিবি*

ঢাকা বিভাগ-চট্টগ্রাম	সকাল ১০টা
সিলেট-রংপুর	সকাল ১০টা
ঢাকা মহানগর-খুলনা	সকাল ১০টা
রাজশাহী-বরিশাল	সকাল ১০টা

‘বিদেশি লিগে খেলতে চাই’

সাক্ষাৎকারে রুপনা চাকমা

নাইর ইকবাল, *ঢাকা*

টানা দ্বিতীয়বারের মতো দক্ষিণ এশিয়ার সেরা নারী গোলকিপার হয়েছেন তিনি। বাংলাদেশ জাতীয় দলের গোলপোস্টে সব সময়ই আস্থার প্রতীক রুপনা চাকমা। কাঠমান্ডুতে টানা দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশের মেয়েদের সাফ জয়ের উদ্‌যাপন-উৎসবের মধ্যেই কাল বাফুফে ভবনে *প্রথম আলো*র সঙ্গে রুপনা কথা বললেন সাফ শিরোপা জয় নিয়ে—

প্রশ্ন : দুই বছর আগে সাফের সেরা গোলকিপার হয়েছিলেন, এবারও হলেন। দুটির মধ্যে এগিয়ে রাখবেন কোনটিকে?
রুপনা চাকমা : দুটি অনুভূতিই দুর্দান্ত। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে দুই বছর আগের সেরা হওয়াটাকেই এগিয়ে রাখতে চাই। কারণ, গতবার পুরো টুর্নামেন্টে মাত্র একটি গোল খেয়েছিলাম, নেপালের বিপক্ষে ফাইনালে। এবার প্রতি ম্যাচেই গোল খেয়েছি। এমনকি সেমিতে ভুটানের বিপক্ষে বড় ব্যবধানে জেতা ম্যাচটিতেও। এবার যে সেরা হব, সেটা ভাবিনি।

প্রশ্ন : এবার কোন ম্যাচটি বেশি কঠিন ছিল?
রুপনা : সত্যি বলতে কি, প্রতিটি ম্যাচই ভীষণ কঠিন ছিল। প্রতিটি ম্যাচই আমাদের সর্বোচ্চটা নিংড়ে নিয়েছে। সাফ অঞ্চলে মেয়েদের ফুটবলে সব দলই উন্নতি করছে। আমরাও যেমন করেছি, অন্যরাও করছে। ফাইনালটা ছিল ভীষণ চাপের। পুরো স্টেডিয়াম আমাদের বিপক্ষে ছিল। সেই চাপ অতিক্রম করেই আমাদের জিততে হয়েছে। ভারতের সঙ্গে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে আমরা ৩-১ গোলে জিতেছি। ওটাও একধরনের ফাইনালই ছিল।

প্রশ্ন : ফাইনালের দর্শক-চাপ গোলকিপার হিসেবে কীভাবে মোকাবিলা করেছেন?
রুপনা : এমন দর্শক ২০২২ ফাইনালেও ছিল। তাই বিপক্ষ দর্শকের চিৎকার সামলানোর অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। আমি মাঠের খেলায় মনোযোগ দিয়েছি। নিজের মতো করে খেলেছি।

“আগের রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারিনি। কিছুই খেতে পারছিলাম না। সাবিনা আপুসহ অন্যরা বুঝিয়েছে, টেনশন করা মানে নিজেদের খেলার ক্ষতি করা। কিন্তু বারবার মনে হচ্ছিল, গোল ঠেকানোর কাজটা তো আমাকেই করতে হবে।

রুপনা চাকমা

প্রশ্ন : ভারতের বিপক্ষে আপনি দুর্দান্ত খেলেছেন। কিন্তু ভারত যে গোলটি করেছিল, সেটি আপনার হাত ফসকেই। কী হয়েছিল আসলে?
রুপনা : খুবই বাজে গোল খেয়েছি। সহজ একটা বল এল, শুধু গ্রিপ করব, তখনই কী যেন হলো! হাত ফসকে বেরিয়ে গেল। কপাল খারাপ বলটা হাত থেকে বের হয়ে ভারতের বালা দেবীর হেডের নাগালে গেল। দল না জিতলে নিজেকে অপরাধী মনে হতো।

প্রশ্ন : টুর্নামেন্টের মধ্যেই কোচ পিটার বাটলারের সঙ্গে খেলোয়াড়দের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। এটা নিয়ে কী বলবেন?
রুপনা : দূরত্ব তৈরি হওয়া নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে কোচ হিসেবে পিটার বাটলার অনেক ভালো। তাঁর সঙ্গে কাজ করে অনেক কিছু শিখেছি, উপকৃত হয়েছি।

প্রশ্ন : নেপালের বিপক্ষে ফাইনালের আগে দলের পরিবেশ কেমন ছিল? জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন?
রুপনা : অন্যদের কথা বলতে পারব না, তবে আমি খুব টেনশনে ছিলাম। আগের রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারিনি। কিছুই খেতে পারছিলাম না। সাবিনা আপুসহ অন্যরা বুঝিয়েছে, টেনশন করা মানে নিজেদের খেলার ক্ষতি করা। কিন্তু বারবার মনে হচ্ছিল, গোল ঠেকানোর কাজটা তো আমাকেই করতে হবে। শেষ পর্যন্ত সবকিছুই ঠিকঠাক হয়েছে।

প্রশ্ন : ফাইনালে ঋতুর জয়সূচক গোলটি দূরের পোস্টে দাঁড়িয়ে দেখছেন। ওই মুহূর্তের অনুভূতিটা কেমন ছিল?
রুপনা : ঋতুর গোলটা যে কী দুর্দান্ত হয়েছে, সেটা মাঠে থেকেও বুঝতে পারিনি। আমি তো অনেক দূরে ছিলাম। আমি দেখলাম ঋতু ক্রস করছে, সেটা নেপালি গোলকিপারকে ফাঁকি দিল। পরে গোলের ভিডিও দেখে আমার কাছে অবিশ্বাস্য লেগেছে।

প্রশ্ন : ফুটবলার হিসেবে ভবিষ্যতে নিজেকে কোথায় দেখতে চান?
রুপনা : আমি বিদেশি লিগে খেলতে চাই। আর দেশে নিয়মিত লিগ আয়োজিত হোক, সেটা চাই। নিজের দুর্বলতা নিয়ে কাজ করতে চাই।

বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের পর পর্যটকেরা আসতে শুরু করেছেন রাঙামাটিতে। তবে সংখ্যা এখনো কম। শুক্রবার রাঙামাটি ঝুলন্ত সেতুতে। ছবি : সুপ্রিয় চাকমা

রাঙামাটি

বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ায় প্রাণ ফিরছে পর্যটনে

প্রতিনিধি, *রাঙামাটি*

প্রায় এক মাস বন্ধ থাকার পর রাঙামাটিতে পর্যটকেরা আসতে শুরু করেছেন। ২৪ দিন পর ১ নভেম্বর থেকে রাঙামাটিতে পর্যটকদের ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করার নির্দেশনা তুলে নেয় জেলা প্রশাসন। ফলে গত শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটিতে কাপ্তাই হ্রদের ঝুলন্ত সেতুসহ বিনোদনকেন্দ্রগুলোতে পর্যটকদের আনাগোনা দেখা গেছে।

তবে খাগড়াছড়ি হয়ে যেতে হয় বলে বাঘাইছড়ির সাজেক ভ্যালিতে এখনো পর্যটকেরা আসতে পারছেন না। ৫ নভেম্বর খাগড়াছড়ি জেলা থেকেও বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার কথা রয়েছে বলে জানা যায়।

রাঙামাটি পর্যটন কমপ্লেক্সের ব্যবস্থাপক আলোক বিকাশ চাকমা *প্রথম আলোকে* বলেন, বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের পর পর্যটকেরা আসতে শুরু করেছেন। তবে এখনো আগের মতো আসছেন না। মানুষের প্রস্তুতিও দরকার। আগামী দু-এক সপ্তাহে পর্যটকদের ভিড় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে সহিংসতার ঘটনার পর গত ৮ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত রাঙামাটি ভ্রমণে পর্যটকদের নিরুৎসাহিত করে বিজ্ঞপ্তি দেয় জেলা প্রশাসন। এর পর থেকে রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদ, আসামবস্তি-কাপ্তাই সড়কসহ বিভিন্ন বিনোদনকেন্দ্র পর্যটকশূন্য হয়ে পড়ে। এতে জেলার পর্যটনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী, আবাসিক হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, কটেজের ওপর নির্ভরশীল হাজারো মানুষ কার্যত বেকার হয়ে পড়েন।

পর্যটনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত ৩০ অক্টোবর সংবাদ সম্মেলন করে রাঙামাটিতে পর্যটকদের ভ্রমণের বিধিনিষেধ তুলে নেয় জেলা প্রশাসন। এতে ১ নভেম্বর থেকে পর্যটকেরা নির্ভয়ে ভ্রমণে আসতে পারবেন বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। ফলে বিনোদনকেন্দ্রগুলোতে পর্যটকেরা আগাম বুকিং নিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

রাঙামাটি আবাসিক হোটেল-কটেজ মালিক সমিতির সভাপতি মো. মঈন উদ্দিন সেলিম বলেন, 'অনেক দিন পর পর্যটকেরা রাঙামাটি বেড়াতে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমরাও সেভাবে তাঁদের বরণের জন্য প্রস্তুত। আশা করছি, ভবিষ্যতে সাপ্তাহিক ছুটিগুলোতে পর্যটকে ভরে উঠবে জেলার পর্যটনকেন্দ্রগুলো।'

উল্লেখ্য, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে সহিংসতার ঘটনার পর জরুরি আইনশৃঙ্খলা সভায় ২৪ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাঘাইছড়ির সাজেক ভ্যালিতে পর্যটকদের ভ্রমণে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। পরে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত নিরুৎসাহিত করার সময় বাড়ানো হয়। সর্বশেষ ৮ থেকে ৩১ অক্টোবর ২৪ দিন সাজেকসহ রাঙামাটি জেলায় পর্যটক ভ্রমণে বিধিনিষেধ জারি করা হয়।

রাঙামাটির পর্যটন কমপ্লেক্সের নৌঘাটের ব্যবস্থাপক মো. ফকরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'গত শুক্রবার আমাদের ঘাটে ১৫টি নৌযান ভাড়া হয়েছে। শনিবারও বেশ কিছু নৌযান ভাড়া হয়েছে। আশা করছি, ধীরে ধীরে আরও বাড়বে।'

রাজনীতির কাছে জিম্মি ছিল আমলাতন্ত্র

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের সঙ্গে চার ঘণ্টাব্যাপী সভায় সরকারের ৮৫ জন উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা অংশ নেন।

> বিগত সরকারের আমলে উন্নয়নের যে বয়ান দেওয়া হয়েছে, তা গভীর করার ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকা ছিল।
>
> **দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য**, অর্থনীতির শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান ও সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিগত সরকারের আমলে জনপ্রশাসন সম্পূর্ণভাবে রাজনীতির কাছে জিম্মি ছিল। আমলাতন্ত্রের পেশাগত কাঠামো ভেঙে ফেলা হয়েছিল। পেশাভিত্তিক সমিতিগুলো রাজনীতিকরণের কবলে পড়েছিল। সুবিধাবাদী রাজনীতির অংশ হওয়ায় নেতৃত্ব যৌথভাবে পেশাগত সুরক্ষা দিতে পারেনি। যাঁরা সাহস করে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা পেশাগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

গতকাল অর্থনীতির শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সঙ্গে এক সভায় উন্নয়ন প্রকল্পে ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে সরকারের সচিবেরা এমন মন্তব্য করেছেন। রাজধানীর পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি সম্মেলনকক্ষে সভা শেষে ব্রিফিংয়ে এসব কথা জানান শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি জানান, বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা স্মরণ করিয়ে আমলারা নিজেদের অসহায়ত্বের কথা বলেছেন।

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের সঙ্গে চার ঘণ্টাব্যাপী সভায় ৮৫ জন উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা অংশ নেন। এর মধ্যে সচিব ও সিনিয়র সচিব ছিলেন ৩২ জন। অন্যদিকে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির ১২ সদস্যের অধিকাংশ সরাসরি সভায় উপস্থিত ছিলেন। বাকিরা অনলাইনে যোগ দেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বিগত সরকারের আমলে উন্নয়নের যে বয়ান দেওয়া হয়েছে, তা গভীর করার ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকা ছিল। উন্নয়ন প্রকল্পে যে অর্থ লুণ্ঠন হয়েছে, তাতে প্রশাসনের কী ভূমিকা ছিল—এমন প্রশ্নের জবাবে কর্মকর্তারা বলেছেন, অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবের মুখে পড়তে হয়েছে। প্রকল্প প্রণয়নে গাফিলতি থাকায় প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বেড়েছে। সম্ভাব্যতা যাচাইপ্রক্রিয়ায় দুর্বলতা ছিল। অনেক ক্ষেত্রে আবার ইচ্ছা করে দুর্বল প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে। অনেক প্রকল্প ভুলভাবে টেকসই দেখানো হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনের কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের ত্রিমুখী সংযোগের মাধ্যমে প্রকল্প চয়ন, প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের কারণে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

আমলাদের বরাত দিয়ে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আমলাদের মধ্যে যাঁদের রাজনৈতিক অভিলাষ ছিল, তাঁরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করে অন্যদের ওপর কর্তৃত্ব করেছেন। কেউ কেউ প্রতিবাদ করলে তখন শীর্ষ আমলারা চাপ সৃষ্টি করে ভিন্নমত চাপিয়ে দিয়েছেন।

আলোচনায় হাইটেক পার্ক, কর্ণফুলী টানেল, জ্বালানি খাত, কর আহরণ, সামাজিক খাত, ব্যাংক ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়গুলো আসে। ব্যাংকব্যবস্থায় সরকারের ভূমিকা ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগ নিয়েও কথা হয় বলে জানান শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'আমলারা মনে করেন, পেশাদারি উন্নয়ন দরকার। ভবিষ্যৎ উন্নয়নে পেশাগতভাবে দক্ষ আমলাতন্ত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এটা যেমন কেন্দ্রীয়ভাবে, তেমনি স্থানীয় পর্যায়েও গুরুত্বপূর্ণ। তুলনামূলক স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ চেয়েছেন তাঁরা। ভবিষ্যতে সক্ষমতা, সদিচ্ছা, সমন্বয়—তিনটি ক্ষেত্রেই গুরুত্ব দিতে হবে বলে মনে করেন আমলারা।'

প্রকল্পে কী ধরনের দুর্নীতি হয়েছে, জানতে চাইলে শ্বেতপত্র কমিটির প্রধান বলেন, উন্নয়ন প্রকল্প হওয়ার আগেই জমি কেনা হয়েছে। জমির দাম তিন গুণ হবে, এমনটা মনে করে আগেই দাম বাড়ানো হয়েছে। যন্ত্রপাতি কেনাকাটায় অনলাইনভিত্তিক দরপত্রপ্রক্রিয়ার মধ্যেও দুর্নীতি হয়েছে। ঠিকাদার নিয়োগে অপকর্ম হয়েছে। আবার কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন করে। তবে প্রকল্পের ফলাফল মূল্যায়ন করা হয় না। ফলে প্রকল্পের মানুষ সুবিধা পেল কি পেল না, সেটি জানা যায় না। আইএমইডিতে তিন ধরনের সমস্যা আছে বলে মনে করেন তিনি। তিনি বলেন, আইএমইডির প্রকল্প মূল্যায়ন আধুনিক না; যৌক্তিক না। তাদের মূল্যায়নের ওপর কোনো শাস্তি বা অভিশংসন করা হয় না।

এ বিষয়ে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আইএমইডির যেসব কর্মকর্তা ঠিকমতো প্রকল্পের মূল্যায়ন করেছেন, তাঁরা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। কর্মকর্তাদের ইঙ্গিত দেওয়া হতো, প্রকল্প মূল্যায়নে দেখাতে হবে আর্থসামাজিক যে ফলাফল আশা করা যাচ্ছে, তা পাওয়া যাবে।

আমলারা নিজেদের দায় এড়ালেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির আরেক সদস্য সেলিম রায়হান বলেন, রাজনীতি ঠিক না হলে আমলাতন্ত্র মুক্ত হবে না। গণতান্ত্রিক চর্চা থাকতে হবে। রাজনীতিমুক্ত থাকলে আমলাতন্ত্রও পেশাদারি দেখাতে পারবে।

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা জানতে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করে অন্তর্বর্তী সরকার। এ কমিটি ৯০ দিনের মধ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দেবে বলে কথা রয়েছে।

বৈরুতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় বাংলাদেশি নিহত

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মোহাম্মদ নিজাম

লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ইসরায়েলের বিমান হামলায় এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। বৈরুতের বাংলাদেশ দূতাবাস এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

নিহত বাংলাদেশি মোহাম্মদ নিজামের (৩১) বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার খাড়েরা এলাকায়। পরিবারের সদস্যরা জানান, বৈধ কাগজপত্র না থাকায় তিনি বাংলাদেশে ফিরতে পারেননি।

বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় শনিবার বেলা ৩টা ২৩ মিনিটে বৈরুতের হাজমিয়ে এলাকার কর্মস্থলে যাওয়ার পথে নিজাম বিমান হামলায় ঘটনাস্থলেই মারা যান।

কূটনৈতিক সূত্র জানায়, নিজামের স্ত্রী লেবাননেই আছেন। তাঁর সঙ্গে দূতাবাস যোগাযোগ রাখছে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ফ্লাইট না থাকার কারণে নিজামের মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানো সম্ভব হবে না বলে তাঁকে জানানো হয়েছে।

লেবাননের হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলের সংঘাত চলছে। গত বছরের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর থেকে লেবাননে হামলা চালিয়ে আসছিল ইসরায়েল। মাসখানেক ধরে তারা হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে জোর হামলা চালাচ্ছে।

নিজামের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন লেবাননে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এয়ার ভাইস মার্শাল জাভেদ তানভীর খান।

নিজাম ফিরতে পারেননি বৈধ কাগজপত্র না থাকায়

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, ঋণ করে ভাগ্য বদলের আশায় এক যুগ আগে লেবাননে যান নিজাম। বৈধ কাগজপত্র না থাকায় তাঁর আর বাংলাদেশে ফেরা হয়নি। এর মধ্যে তাঁর অসুস্থ মা ও এক বোন মারা গেছেন।

তিন বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে নিজাম সবার ছোট। ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন বোন পারুল বেগম। বিলাপ করতে করতে তিনি বলেন, 'গত শুক্রবার আমার ভাইয়ের লগে কথা হইছিল। ভাই বলছিল, "আমার কোনো কাগজপত্র হয় নাই, বাড়িতে ক্যামনে আইমু। আমার জন্য কোনো চিন্তাভাবনা কইরো না।" এহন আমার ভাইরে কই পামু? আমার ভাইরে আইন্না দেও।'

নিজামের মা-বাবা অনেক আগেই মারা গেছেন। বড় ভাই জালাল উদ্দিন বলেন, 'অনেক দিন ধরে ভাইকে দেখি না। শেষবারের মতো দেখতে চাই। এ জন্য সরকারের সহায়তা দরকার।' গ্রামের কবরস্থানে ভাইয়ের লাশ দাফনের ব্যবস্থা করে দিতে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবার কাছে অনুরোধ জানান তিনি।

স্বজন ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ১২ বছর আগে ঋণের টাকায় লেবাননে যান নিজাম। কিন্তু এরপর বৈধ কাগজপত্র করতে না পারায় তাঁর আর দেশে ফেরা হয়নি।

নিজামের চাচি রেহেনা বেগম বলেন, 'নিজামকে অনেক দিন ধরে দেশের বাড়িতে আনার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু পারছিলাম না। কারণ, সে লেবাননে অবৈধ ছিল। এ জন্য সে দেশে আসতে পারছিল না।' তিনি বলেন, 'আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানাই, তার লাশ যেন দেশে আনার ব্যবস্থা করা হয়।'

লেবানন থেকে ছয় ধাপে ফিরলেন ৩৩৮ বাংলাদেশি

লেবানন থেকে গতকাল পর্যন্ত ৩৩৮ জন বাংলাদেশিকে বৈরুতের দূতাবাসের মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। গতকাল রাতে সর্বশেষ ধাপে দেশে ফিরলেন ৭০ জন বাংলাদেশি। তাঁদের সবাই সরকারি খরচে দেশে ফিরেছেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* জানান, দেশে ফিরতে আগ্রহী লোকজনকে গত ২১ অক্টোবর থেকে দেশে ফেরানো শুরু হয়েছে। এর মধ্যে ২১, ২৩, ২৮, ২৯, ৩১ অক্টোবর এবং ৩ নভেম্বর এই ছয় ধাপে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে যথাক্রমে ৫৪, ৯৬, ৩০,৩৬, ৫২ ও ৭০ জনকে।

হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধের কারণে দেশে ফেরার জন্য এখন পর্যন্ত বৈরুতে বাংলাদেশ দূতাবাসে অন্তত ১ হাজার ৮০০ বাংলাদেশি নিবন্ধন করেছেন। তাঁদের সবাই যাতে দেশে ফিরতে পারেন, সে জন্য লেবানন সরকারের কাছ থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

জানা গেছে, পররাষ্ট্র, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সমন্বয়ে লেবানন থেকে বাংলাদেশের লোকজনকে দেশে ফেরানো হচ্ছে। এর মধ্যে আইওএম ২০০ বাংলাদেশিকে দেশে ফেরানোর খরচ দেবে। বাকি টাকার জোগান দেবে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২৬ কর্মীর লেখা

অলংকরণ : এস এম রাকিবুর রহমান

ভাড়ায় খবরের কাগজ

মোহাম্মদ ইব্রাহীম, *সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার, প্রথম আলো*

তিন বছর ধরে এই বিশেষ দিন ঘিরে আমার কিছু অনুভবের কথা লেখার চেষ্টা করে আসছি। লেখা হয়ে উঠলেও জমা দেওয়ার সাহস পেতাম না। বিব্রত বোধ করতাম, যদি গুণী বিচারকেরা বিরক্ত হন অ-লেখকের এ ধরনের লেখা পড়ে! অবশেষে এবার মনে হলো, সেই বাধা ডিঙিয়ে ওপারে কী আছে, তা দেখা উচিত। নতুবা আফসোস নিয়েই পার হয়ে যাবে সামনের দিনগুলো।

প্রথমে ভাবছিলাম, কী নিয়ে লিখব। *প্রথম আলোর* প্রতি আমার ভালো লাগার কথা, ভালোবাসার কথা; নাকি এখানে এসে আমার যে মানসিক ও নৈতিক পরিবর্তন হয়েছে, সেই কথা। কিন্তু এ ধরনের লেখা তো প্রতিবছরই লিখছেন কেউ না কেউ। আমি বরং অন্য গল্প বলি। কিছু স্মৃতিচারণা করি।

পরিণত বয়সের কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, সুযোগ থাকলে কী ফেরত চাইতেন? আমার ধারণা, মধ্যবিত্ত প্রায় সবাই অকপটে বলবেন, কৈশোর থেকে প্রথম যৌবনের সময়টুকু।

নব্বই-পরবর্তী মধ্যবিত্ত পরিবারের আভিজাত্যের প্রতীক ছিল দৈনিক পত্রিকা। বাড়ির বড়রা অফিসে বের হওয়ার আগে চায়ের কাপে শেষ চুমুকটুকু দিতে দিতে পত্রিকায় চোখ বুলিয়ে নিতেন। দাদুর দিনের একটা সময় কাটত দেশের খবরে চোখ বুলিয়ে। আর কৈশোর ও যৌবনের মাঝামাঝি ছেলেমেয়েরা খেলা, বিনোদন ও হাল ফ্যাশনের পাতায় ডুব দিত।

তবে আমার গল্পটা ভিন্ন। আমার ভাইবোনের সংখ্যা নেহাত কম নয়। তার ওপর সবাই তখন শিক্ষার্থী। বিপরীতে একমাত্র উপার্জন করা মানুষটি আমার বাবা। ফলে বাড়িতে দৈনিক পত্রিকা রাখা আমাদের জন্য ছিল বিলাসিতা। কিন্তু মন কি আর অত কিছু বুঝত! পত্রিকার দোকান, সেলুন কিংবা চায়ের দোকানে বসে বিভিন্ন পত্রিকা পড়তাম। কোনো কোনো পত্রিকায় টুকটাক লেখা পাঠাতাম। ছাপাও হতো মাঝেমধ্যে।

একদিন বাড়িতে পত্রিকা রাখার উপায় বের হলো। সে সময় একটা নিয়ম ছিল, হয়তো এখনো আছে—সকালে পত্রিকা রেখে বিকেলে ফেরত দিলে দাম কম রাখতেন হকাররা। আমার টিউশনির টাকায় বাসায় প্রবেশ করল দৈনিক *প্রথম আলো*। তবে বিকেলে ফেরত নেওয়ার শর্তে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সব সময় মিলত না *প্রথম আলো*। তাই সেদিন সেই পুরোনো ঠিকানায় যেতে হতো পত্রিকাটি পড়তে।

ইতিমধ্যে বেধে গেল লঙ্কাকাণ্ড। বাড়িতে পত্রিকা এলে যা হয় আরকি! বোন দেখে পোশাক, আমি খেলার পাতা ও বিনোদন, বড় দুই ভাই আর বাবা রাজনীতি ও দেশের খবর। কখনো হয়তো গোপনে নায়িকাদের খবর। ফলে পত্রিকার পাতা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়। মাঝেমধ্যে পাতা গুম হয়। কেউ হয়তো চুরি করে কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে গেছে পছন্দের তারকার ছবি। সেই পত্রিকা তো আর ফেরত যাওয়ার নয়!

মাঝখানে সময় গড়িয়ে গেছে অনেক। আজ ৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে লেখাটি যদি মঞ্চে পড়া হয়, তাহলে জানবেন, ইতিমধ্যে পৃথিবী আরও ২৬ বার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ফেলেছে। এর মধ্যে বদলে গেছে অনেক কিছু। সেই দুরন্ত শৈশব পেরিয়ে যৌবনের শেষ দশক পাড়ি দিচ্ছি আমি। আর কর্মসূত্রে চাকরি করছি সেই *প্রথম আলোতে*।

বাড়িতে আজও *প্রথম আলো* পৌঁছে যায় সকাল সকাল। বাড়ির বড় হিসেবে ঘুম থেকে উঠে পত্রিকাটি হাতে নিয়ে চোখ বোলাই। পত্রিকার ভেতরের লেখাগুলোতে খবর পাই, বদলে গেছে অনেক কিছু। বদলে গেছে মধ্যবিত্তের আচার, বদলে গেছে আভিজাত্যের ধরন আর সংজ্ঞা। কাগুজে পত্রিকার নয়, দামি রেস্তোরাঁয় বসে ছবি তুলে মানুষকে দেখানোটাই নাকি এখনকার মধ্যবিত্ত-আভিজাত্য। মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে নাকি দৈনিক পত্রিকা এখন নেহাতই অপ্রয়োজনীয় বস্তু। পড়ার লোক নেই কিংবা অপ্রয়োজনীয় খরচ। অথচ পরিবার নিয়ে কিংবা বন্ধুবান্ধবসহ মাত্র এক বেলায় রেস্তোরাঁ যে বিল দিই আমরা, তা কয়েক মাসের পত্রিকার বিলের সমান।

লেখাটা শুরু করেছিলাম আপনাদের নস্টালজিয়ায় ভাসাতে। শেষে এসে মনে হচ্ছে, পথ ভুলে হতাশার কথায় ঢুকে গেছি। কিন্তু *প্রথম আলো* তো আলোর পথ দেখায়। তাই অভিমান নয়, বরং আপনাদের সময়ের কথা শোনাই। এই যে কাগজের বাইরে আপনারা মুঠোফোনে এখন ভিডিও মাধ্যমে যা দেখেন, সেই ডিজিটালেই আমার কর্ম। একজন সিনিয়র প্রডিউসার হিসেবে ডিজিটাল মাধ্যমে *প্রথম আলোর* কিছুটা অংশ আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমার কাজ।

অফলাইন কিংবা অনলাইন, কাগজ কিংবা মুঠোফোন— যেখানে যাবেন, *প্রথম আলোকেই* পাবেন। আর হ্যাঁ, আমাকেও পাবেন।

শিল্পকলায় নাটক প্রদর্শনী বন্ধের ঘটনা সমর্থন করে না সরকার

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিক্ষোভের মুখে শিল্পকলা একাডেমিতে একটি নাটকের প্রদর্শনী বন্ধের ঘটনাকে অন্তর্বর্তী সরকার সমর্থন করে না। বরং সরকার এ ঘটনার নিন্দা জানায়। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ কথা বলেন।

শফিকুল আলম বলেন, 'শিল্পকলা একাডেমিতে নাটক বন্ধের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার নিন্দা জানাই। আশা করি, শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক (ডিজি) এ বিষয়ে অনুসন্ধান করবেন; তদন্ত করবেন। আমাদের জানাবেন, সেখানে আসলে কী ঘটেছিল।'

গত শনিবার সন্ধ্যায় দেশ নাটক প্রযোজিত নাটক *নিত্যপূরাণ* মঞ্চায়নের সময় শিল্পকলা একাডেমির সামনে বিক্ষোভ করেন ২০ থেকে ২৫ জন ব্যক্তি। পরে শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক সৈয়দ জামিল আহমেদ নিজে মঞ্চে এসে নাটকের প্রদর্শনী মাঝপথে বন্ধ করে দেন। এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা চলছে।

রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে ভারতের আদানি গ্রুপের বিদ্যুতের বকেয়া পরিশোধ, জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা, পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনতে সরকারের উদ্যোগের বিষয়ে প্রশ্নের জবাব দেন শফিকুল আলম ও প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আজাদ মজুমদার।